উষার প্রফুল্ল কায়, সন্ধ্যার বিষাদ-ছায়,
নিশার আঁধারে আসি হলো নিপতিত।
হৃদয়ের বৃত্তিগুলি, শিথিল পড়িল খুলি;
যে কেশ নীরদমালা আদরে রঞ্জিত,
মলয়মারুত সনে, খেলিত কুসুমবনে,
যে কেশ বিদ্যুৎ-দাম ইচ্ছিত সতত,
হায় কর্ম্মনাশা-তীরে, সে কেশ পড়িল ঝরে,
এই কি সে রাজবধূ—না-না—এ যোগিনী।
কাল ডাকে আয় আয়, ভ্রমর পলায়ে যায়,
ঢাকিল আঁচলে মুখ দুঃখিনী কামিনী॥

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

---

# বটেশ্বরে গৌরবিজয়।

চৈতন্যদেব বটেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বহুক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তন করিলেন এবং অনাহারে ও অনিদ্রায় সমস্ত নিশা যাপন করিলেন। অনন্তর প্রভাতে স্নান করিয়া সঙ্গী ভৃত্য গোবিন্দ কর্ত্তৃক আহৃত ভিক্ষার তণ্ডুল পাক করিয়া নিজ ইষ্টদেবকে ভোগ দিলেন। যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা পরমরূপবতী দুইটী যুবতী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং বিবিধ হাব ভাব ও অঙ্গবিলাস প্রদর্শনপূর্ব্বক চৈতন্য দেবকে মুগ্ধ করিবার জন্য বহু যত্ন করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অধিকতর রূপিকা সত্যবালাকে মাতৃসম্বোধন করিলেন। মহাপ্রভুর ভাবদর্শনে সত্যবালার প্রাণে শঙ্কা উপস্থিত হইল,—সে বাতাহত কদলীর ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিল। সত্যের দশাদর্শনে লক্ষ্মীও স্বীয় দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর শরণাপন্ন হইল। রমণী দুইটী বেশ্যাবৃত্তি-পরায়ণা, নাম লক্ষ্মীবালা ও সত্য বালা। তাহাদিগের উপাধি নাই। এজন্য তাহারা সচরাচর লক্ষ্মীবাই ও সত্যবাই বলিয়াই কথিত হইত। সত্য যখন প্রভুকে নির্ব্বিকার দেখিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইল, তখন প্রভু,

"কেন অপরাধী কর আমারে জননি।"

এইমাত্র বলিয়াই ভূপতিত হইলেন, কবরীবদ্ধ জটাভার স্খলিত ও স্বর্ণসুন্দর অঙ্গ ধূলি-ধূসরিত হইল। সাত্ত্বিক ভাবাবেশে শরীর ঘন-কম্পিত হইতে লাগিল, অঙ্গের বসন স্খলিত ও রেণুমালা বিস্রস্ত হইয়া গেল। কলেবর পুলকিত, নয়নে দরদরিত অশ্রুধার। উলঙ্গপ্রায় হইয়া ঘন ঘন হরিধ্বনি করতঃ উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মীবাই ও সত্যবাই কোথা রহিল, তাহার জ্ঞানমাত্র রহিল না, কখন বা মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িতে লাগিলেন,

মুখে লালা ভাঙ্গিতে লাগিল ; কখন বা উদ্ধান্ত নৃত্য করিতে করিতে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক "হরি বল -হরি বল" এই মাত্র ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই ভাব দেখিয়া সকলেই এককালে বিস্মিত হইয়া গেল। এই সময়ে তাঁহার দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইতেছিল। তদ্দর্শনে দূর হইতে একটী পুরুষ আসিয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইল এবং আপনাকে তাঁহার নিকট ঘোর অপরাধী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। কিন্তু চৈতন্তের তখন চৈতন্যমাত্র নাই, তিনি চরণে পতিত ব্যক্তিকে বিদলিত করিয়া কেবলই নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এই ব্যক্তির নাম তীর্থরাম, সে অতিশয় ধনবান্। ধনের একটা বিষম মাদকতা শক্তি আছে। এই জন্য প্রাচীন কবিগণ বলিয়াছেন,—

"অহো! কনকমাহাত্ম্যং বর্ণিতুং কেন শক্যতে।
নামমাত্রেপি সাদৃশ্যাৎ ধুস্তুরোহপি মদপ্রদঃ॥"

কনকের (ধনের) মাহাত্ম্য বর্ণন করা কাহারও সাধ্য নহে; কারণ নামমাত্রে সাদৃশ্য প্রযুক্ত ধুতুরাও মদপ্রদ হইয়াছে। ধুতুরার আর একটী নাম কনক। যে বস্তুর নামের সহিত সাদৃশ্য থাকায় ধুতুরা লোককে পাগল করিয়া দেয়, তীর্থরামের সেই বস্তু প্রচুর পরিমাণে থাকাতে সেও উন্মত্তবৎ হইয়াছিল। আপনার দেশে একটী বালক সন্ন্যাসী আসিয়াছে এবং তৎকর্তৃক দেশের বড় বড় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকের পরাভব হইতেছে, ইহা তীর্থরামের প্রাণে সহিল না। তেজোহ্রাস করিয়া সন্ন্যাসীর দর্প চূর্ণ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল। এই জন্য সে লক্ষীবাই ও সত্যবাইকে বিশেষরূপ উপদেশ দিয়া চৈতন্তের নিকট পাঠাইয়াছিল। তাহারাও চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটি করে নাই। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসীর নব ধর্ম্ম হিমাচলের ন্যায় অটল,—কোন রূপেই টলিল না দেখিয়া তীর্থরাম আপনার বিগর্হিত চেষ্টার জন্য অনুতপ্ত হইল এবং প্রভুর চরণে শরণ লইল।

যে তীর্থরাম বেশ্যা পাঠাইয়া প্রভুকে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি তাহাকে কহিলেন,—"তুমি পরম সাধু ও প্রধান ভক্ত, এজন্য তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি পবিত্র হইলাম।" বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিলে এই বাক্যটী বিদ্রূপ বোধ হয়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে একটু সূক্ষ্মতা দেখা যায়। সেই সূক্ষ্মতাই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য,—কেননা তিনি বিদ্রূপ করিবার লোক ছিলেন না। মঙ্গল ও অমঙ্গল, এই উভয়ের সীমা এক স্থলে মিলিত হইয়াছে, যেখানে অমঙ্গলের শেষ হইয়াছে, সেই স্থান হইতেই মঙ্গলের আরম্ভ হইয়াছে। আবার যেখানে মঙ্গলের শেষ, সেইখানে অমঙ্গলের আরম্ভ। তীর্থরামের অসৎ চেষ্টার ফলেই তাহার মঙ্গল হইল। এই জন্যই তাদৃশ দুশ্চেষ্ট তীর্থরামকে মহাপ্রভু "পরম সাধু" ইত্যাদি বলিলেন,—ইহা স্বরূপ উক্তি,—বিদ্রূপ নহে।

তীর্থরাম, প্রভুর ঐ উক্তি শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার চরণে ধরিলেন এবং অজস্র অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তি-উদ্রেকের পূর্ব্বে চক্ষু হইতে যত জল পড়ে, তাহাকে "কামজল" কহে। এই কামজল নিরন্তর পড়িতে পড়িতে হৃদয় কোমল ও শুদ্ধ হয়। তীর্থরামের সেই অবস্থা হইবামাত্র মহাপ্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিষয়-রোগের মহৌষধি স্বরূপ হরিনাম-সুধা কর্ণে ঢালিয়া দিলেন। এই অপ্রাকৃত সুধা কর্ণদ্বারাই পান করিতে হয়। শ্রীচৈতন্য দেব যখন দেখিলেন, তীর্থরামের হৃদয়ক্ষেত্র উর্ব্বর হইয়াছে, তাহাতে সদুপদেশরূপ বীজ বপন করিলে তাহার ফল হইতে পারে, তখন

"প্রভু কহে তৃণ সম গণহ বিভবে।
ভক্তিধন অমূল্য রতন পাবে তবে॥
দূরেতে নিক্ষেপ কর বসন ভূষণ।
ছাড়িয়া অনিত্য ধনে ভজ নিত্য ধন॥
এই যে সাধের দেহ ঢাকা চর্ম্ম দিয়া।
কিছু দিন পরে ইহা যাইবে পচিয়া॥
দেহ হতে প্রাণ-পাখী উড়ে যাবে যবে।
হয় কীট, নয় ভস্ম, নয় বিষ্ঠা হবে॥
গৌরবের ধন কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
কেবল গৌরব আছে ঈশ্বরভজনে॥
বিলাস বৈভব সব অনিত্য জানিয়া।
একে একে ফেলে দাও দূরেতে টানিয়া॥
ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বর আনিয়া মিলায়।
আর কিছু প্রমাণত কহনে না যায়॥

* * * * * * * *

অর্থের গৌরব যে বা করে বারে বার।
দিন দিন তার দুঃখ হয় অনিবার॥

* * * * * * * *

এ আমার আমি তার সবে এই কয়।
মুদিলে নয়ন দুটি কেহ কার নয়॥
মিছামিছি আত্মীয়তা করে সব লোক।
ভাঙ্গা পুতুলের প্রায় মৃত দেহে শোক॥"

ইহার পর পিতামাতার সহিত পুত্রাদির সম্বন্ধের অনিত্যতা, ঈশ্বরের নিকটত্ব, ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তীর্থরাম প্রভুমুখে তাদৃশ তত্ত্ব সকল শ্রবণ করিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিল এবং সম্পূর্ণ নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবদ্ভজন করিতে লাগিল। এই ব্যাপার শুনিয়া কমলকুমারী-নাম্নী তাহার পরম সুন্দরী রমণী আসিয়া অনেক ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। শ্রীমান্ মহাপ্রভুর স্পর্শে ও উপদেশে তীর্থরামের ভবঘোর ভাঙ্গিয়াছে, সে আর কমলকুমারীর কথায় কর্ণপাতও করিল না।

"কমলে বলিল তীর্থ কর ধরি করে।
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে॥
নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি।
বিষয় বিভব সব ভোগ কর তুমি॥"

তীর্থরাম কেবল যে স্ত্রীকে বিষয় দিলেন, তাহা নহে, হরিনাম লইতেও উপদেশ দিলেন। কমলকুমারী অনায়াসে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই সকল ব্যাপার সম্পাদন করিয়া চৈতন্যদেব সিদ্ধ বটেশ্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

# মোজেস্ রথচাইল্ড।

একদা ফরাসী সৈন্য প্রসিয়া আক্রমণ করিলে হেসি-ক্যাসেলের পরাভূত রাজা স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরের মধ্য দিয়া প্রস্থানকালে মোজেস্ রথচাইল্ড নামক জনৈক য়িহুদি বণিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে বহু অর্থ এবং মহামূল্য রত্নাদি আছে। আপনার নিকট এই সকল ধন গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি"।

রাজ্যে শত্রুসেনা আগমন করিয়াছে, এ সময়ে অর্থাদি রক্ষা করা বড়ই গুরুতর বিষয়; সুতরাং রথচাইল্ড্ প্রথমে অর্থ সংরক্ষণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু উপায়হীন রাজা যখন অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন "আমি আপনার সম্পত্তি রাখিতেছি; কিন্তু এই সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আপনাকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিব এই মর্ম্মে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিতে পারি না।" রাজা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি গোপনে রথচাইল্ডের নিকটে রাখিয়া গেলেন।

বিজেতা ফরাসী সৈন্য ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে প্রবেশ করিলে রথচাইল্ড রাজার সমুদায় ধন এক উদ্যানের মধ্যে পুতিয়া রাখিলেন। জয়োন্মত্ত শত্রুগণ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়া রথচাইল্ডের গৃহে উপস্থিত হইল। রথচাইল্ড সেনাগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া আপনার সমুদয় ধন তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। য়িহুদি বণিক্ পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত বহু দিনের সঞ্চিত প্রায় ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

সৈন্যগণ নগর পরিত্যাগ করিলে রথচাইল্ড উদ্যানে প্রোথিত অর্থ হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ বাহির করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। এইরূপ ব্যবসায়ের দ্বারা অত্যল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ হইল। তিনি পূর্ব্ববৎ সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

কয়েক বৎসর পরে উভয় রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। জর্ম্মণরাজ স্বরাজ্যে শুভাগমন করিয়া পূর্ব্ববৎ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গচ্ছিত অর্থের বিষয় রথচাইল্ডের নিকট উথাপন করিতে রাজার ইচ্ছা হইল না। তিনি ভাবিলেন যে, সেই অর্থাদি ফরাসী সেনার হস্তগত না হইয়া থাকিলেও রথচাইল্ড বলিতে পারেন যে, তাহা লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি অর্থপ্রাপ্তির আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।

কিছু কাল পরে রথচাইল্ড রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"ঈশ্বরকৃপায় আপনার সমুদয় ধনই রক্ষা করিয়াছি। তাহা আমার নিকট গচ্ছিত আছে। এখন সেই অর্থের শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ গ্রহণ করুন্। আমার ষাট হাজার টাকা ছিল, তাহা শত্রুগণ লইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনার অর্থ হইতে কিছু লইয়া আমি ব্যবসায় করিয়াছিলাম। আপনার অর্থে ব্যবসা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অর্থ-সচ্ছলতা লাভ করিয়াছি। এই জন্যই সমুদায় টাকার সুদ প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছি।

রথচাইল্ডের ধর্ম্মপরায়ণতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দর্শনে রাজা বিমুগ্ধ হইলেন। রাজা স্বীয় সম্পত্তি গ্রহণ না করিয়া অতি অল্প সুদে তাঁহারই নিকটে গচ্ছিত রাখিলেন। প্রভূত অর্থ গচ্ছিত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া রথচাইল্ড বিস্তৃত ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। ইনি এইরূপে স্বীয় সাধুতাগুণে বহু সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া পরলোকে গমন করেন। ইহাঁরই এক পুত্র ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ধন-কুবের রথচাইল্ড পরিবারের আদিপুরুষ।

## একা এক সহস্র।

যখন ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়নের বজ্র-নির্ঘোষে ইয়োরোপভূমি কম্পিত হইতে-ছিল, যখন বিজয়প্রমত্ত ফরাসীসেনা পৃথিবীজয়ের আশায় সুবিশাল অভিযানের আয়োজন করিতেছিল, যখন লোহিত নর-রুধিরে প্রান্তবর্ত্তী স্থানসমূহ অনু-রঞ্জিত হইতেছিল, তখন অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় অষ্ট্রীয়া রাজ্যের সহিতও নেপোলিয়নের মহাসমর হয়।

এই অষ্ট্রীয় সমরের প্রাক্কালে একজন ফরাসী পদাতি সৈন্য ফরাসী রাজ্যের কোনও পার্ব্বত্য প্রদেশে বন্ধু-গৃহে গমন করিতেছিলেন, তাঁহার নাম লাটুর ডো ভারণ; বয়স ৪০ বৎসর। তিনি সমতল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতপার্শ্বস্থ সঙ্কীর্ণ পথে গমন করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গ-গমনের ন্যায় ঘন বক্র পথ অতিবাহিত করিতে করিতে যখন তিনি পর্ব্বতের উচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন নিম্নদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বহু দূরে সূত্র-রেখাবৎ গমনশীল সৈন্যশ্রেণী দেখিতে পাইলেন।

তিনি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যে স্থানে গমন করিতেছিলেন, তাহার ঊর্দ্ধদেশে দুরতিক্রম্য স্থানে ফরাসীদিগের একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। পার্ব্বত্য সঙ্কীর্ণ পথ আয়ত্তাধীন রাখিবার জন্য ঐ দুরারোহ দুর্গে ত্রিশ জন সুশিক্ষিত সৈন্য থাকিত। দুর্গ পার হইয়া গেলে একটী সঙ্কীর্ণ পথ পাওয়া যায়, ইহাকে গিরি-সংকট কহে।* ঐ পথ দিয়া

* ভারতবর্ষ হইতে কাবুল রাজ্যে প্রবেশ করিতে এইরূপ যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে, তাহা "খাইবার পাশ" "বোলান পাশ" নামে অভিহিত।

ফরাসী সৈন্য অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করিতে যাইবে। অষ্ট্রীয়ার প্রধান সেনাপতি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেই পথ অবরুদ্ধ করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা ঐ সঙ্কীর্ণ গিরি-বর্ত্মে কামান স্থাপন করিতে পারিলে ফরাসী সৈন্যের অষ্ট্রীয়া-গমন-পথ রুদ্ধ হইবে। অষ্ট্রীয়ার সৈন্যগণ এই উদ্দেশ্যে পাহাড়ের উপরে আসিতেছিল। বিচক্ষণ-বুদ্ধি লাটুর ডো আরণ সম্মুখগামী সৈন্য-দিগকে বিপক্ষসেনা বলিয়া সহজেই অনুভব করিলেন এবং বন্ধুর গৃহে গমন না করিয়া নিকটবর্ত্তী ফরাসীদুর্গে উপস্থিত হইলেন। তিনি দুর্গদ্বার খোলা দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দুর্গ জনশূন্য। তিনি বুঝিলেন, শত্রুর আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া ভীরু সৈনিক দল প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে। সৈনিকদিগের এইরূপ অপদার্থতা দেখিয়া তিনি এতদূর বিরক্ত হইলেন যে, তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

বিপক্ষসৈন্য সন্নিকট। সমুচিতরূপে বাধা প্রদান করিতে না পারিলে শত্রুগণ গিরিবর্ত্ম অধিকার করিয়া বসিবে। লাটুর ডো আরণ এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া নিরাশহৃদয়ে বিষণ্ণবদনে দুর্গের কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, যে, প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সঞ্চিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার বিষণ্ণতা দূরীভূত হইল।

তিনি অবিলম্বে দুর্গদ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করিলেন এবং বিপক্ষগণ সহজে ভগ্ন করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে বহু প্রস্তর খণ্ড দ্বারে চাপাইয়া রাখিলেন। তৎপরে দুর্গস্থিত ত্রিশটী বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিয়া যে দিক্ দিয়া শত্রু আগ-মনের সম্ভাবনা, সেই দিকের দুর্গপ্রাচীরের মুখে স্থাপন করিয়া রাখিলেন।

দুর্গপ্রবেশের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। সেই ক্ষুদ্র পথের দুই দিকে গহ্বর; এক সারিতে দুই জনের অধিক লোক দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে না এবং দুর্গ হইতে অল্প গোলা গুলি ছুড়িলেও বহু সংখ্যক বিপক্ষকে পরাস্ত করিতে পারা যায়। এই জন্যই উক্ত দুর্গে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য থাকিত।

যখন লাটুর ডো আরণ দুর্গে প্রবেশ করেন, তখন রাত্রিকাল। তিনি যুদ্ধের সমুদায় আয়োজন করিয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রজনীর অর্দ্ধভাগ অতিবাহিত হইল। কৃষ্ণবর্ণ ভীষণকায় পর্ব্বতশ্রেণী তামসী রজনীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে! অন্ধকার ভিন্ন চতুর্দ্দিকে কোনও পদার্থেরই অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না। অষ্ট্রীয়ার প্রবল সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করিবার জন্য বীরবর লাটুর ডো আরণ গহ্বরস্থিত অজগরের ন্যায় অন্ধ-

কারময় দুর্গাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন। অকস্মাৎ সৈন্য পদশব্দ তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল। তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে দুর্গ-প্রাচীরে দণ্ডায়মান হইয়া অনুভব করিলেন যে, বিপক্ষসৈন্য দুর্গপ্রবেশের সঙ্কীর্ণ পথে সারি বাঁধিয়া আগমন করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছিদ্রস্থিত দুইটী বন্দুকে আগুন দিলেন। বন্দুকের গুলি সবেগে বিপক্ষসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। শত্রুগণ হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। পরদিন প্রভাত কাল পর্য্যন্ত বিপক্ষগণ দুর্গ আক্রমণের কোনই আয়োজন করিল না। অষ্ট্রীয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবিলেন যে, দুর্গবাসিগণ যখন তাঁহাদের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়াছে, তখন রাত্রিকালে আক্রমণ না করিয়া দিবাভাগে আক্রমণই শ্রেয়ঃ। পরদিন প্রত্যূষে সেনাপতি প্রথমতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া শান্তি-পতাকাধারী জনৈক দূতকে দুর্গদ্বারে প্রেরণ করিলেন। লাটুর ডো ভারণ দূতের আগমন জানিতে পারিয়া দুর্গের উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। অষ্ট্রীয়ার দূত বলিলেন, "আমাদের সেনাপতি আপনাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেছেন, আমাদের বহু সৈন্যের সম্মুখে আপনারা কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন? অতএব আত্মবিনাশ না করিয়া আত্মসমর্পণ করাই আপনাদের পক্ষে মঙ্গলকর"।

লাটুর ডো ভারণের দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ-মণ্ডল আরক্তিম হইল। তিনি গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"তোমাদের সেনাপতিকে বলিবে, যে পথ অধিকার করিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন, ফরাসীসেনা ধ্বংস না হইলে তিনি সে স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না। ফরাসীসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।"

দূত স্বদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অর্দ্ধ দণ্ড পরে সেনাপতি পুনরায় দুর্গ আক্রমণের অনুমতি করিলেন। এক দল পদাতি সেনা দুর্গ-দ্বারপথে উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ দুর্গাভ্যন্তর হইতে দ্রুত-নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক গুলি আসিয়া সৈন্যগণের উপরে পতিত হইতে লাগিল। পাঁচ ছয় জন হত ও কয়েক জন আহত হওয়ায় সেনাপতি সৈন্যদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে অনুমতি করিলেন।

ক্ষুদ্র যুদ্ধের প্রারম্ভেই পাঁচ ছয় জন সৈন্য বিনষ্ট হইল, সেনাপতি ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত ও লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণের অনুমতি করিলেন। যখন অষ্ট্রীয় সেনা দুর্গপ্রবেশের পথে পুনরায় সবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন দুর্গ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি আসিয়া তাহা-দিগকে অতি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই পনর জন লোক ভূপতিত হইল।

এইরূপে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়ার সেনা পাঁচবার দুর্গ আক্রমণ করে, প্রতি বারেই বিফল-মনোরথ হয়। তাহাদের দশ জন সৈন্য হত এবং পঁয়ত্রিশ জন আহত

হইল। বার বার পরাস্ত হইয়া সেনাপতি পুনরায় দূত পাঠাইলেন। এবার দূত অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলেন,—"দুর্গাধিপতি! দুর্গবাসী সৈন্যদিগকে অস্ত্র-শস্ত্র সহ বহির্গমনের অধিকার দেওয়া হইবে, এই বন্দোবস্তে আপনি দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত আছেন কি না?"

লাটুর ডো ভারণ ভাবিলেন, অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদিগকে তিনি যতক্ষণ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন, ততক্ষণ ফরাসী সৈন্য সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম করিয়াছে। অতএব এইক্ষণে অষ্ট্রিয়ার সৈন্য দুর্গ জয় করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। অতএব তিনি কহিলেন,—"আমি আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আগামী কল্য অস্ত্র শস্ত্র সহ দুর্গ ত্যাগ করিব।"

রজনী প্রভাত হইলে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যগণ দুর্গ-দ্বারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তখন দুর্গ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া লাটুর ডো ভারণ ত্রিশটি বন্দুকসহ ধীরে ধীরে নিক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে একাকী বন্দুকের বোঝা সহ বহির্গত হইতে দেখিয়া অষ্ট্রিয়ার সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুর্গের সৈন্যগণ কোথায়? লাটুর ডো ভারণ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—"সৈন্যদল? আমিই সৈন্যদল।"

সেনাপতি। "তুমিই সৈন্যদল!! তুমি কি একাকী যুদ্ধ করিয়াছ?"

লাটুর। "হাঁ মহাশয়!"

সেনাপতি। "তুমি একাকী কিরূপে এই ভয়ানক যুদ্ধ করিলে?"

লাটুর। "আমার স্বদেশীয় জাতীয় গৌরব. আমাকে এই যুদ্ধে. প্রোৎসাহিত করিয়াছিল।"

সেনাপতি ঘোটক হইতে অবতরণ করিয়া অনিমেষ-নয়নে লাটুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং স্বীয় শিরোভূষণ উন্মোচন করিয়া কহিলেন,—"বীরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করি; তুমিই জগতে সাহসী বীরদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, বল দেখি, তুমি কিরূপে একাকী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গুলি ছুড়িয়াছ?"

তিনি কহিলেন,—বারুদ গুলি পূরিয়া ত্রিশটী বন্দুক প্রাচীর-ছিদ্রে রাখিয়া দিতাম। যেই আপনাদিগকে আসিতে দেখিতাম, অমনি তড়িদ্গতিতে সকল গুলি বন্দুকে আগুন দিতাম, আপনারা পশ্চাৎপদ হইলে পুনরায় বন্দুক পূরিয়া রাখিতাম। বোধ হয় আমার নিক্ষিপ্ত একটা গুলিও ব্যর্থ হয় নাই। গুলি ব্যর্থ হইলে নিশ্চয় আপনারা দুর্গাধিকার করিতে সমর্থ হইতেন।"

অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি লাটুর ডো ভারণের অলৌকিক বীরত্বে এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি নিজের লোক দ্বারা অস্ত্র শস্ত্র-সহ তাঁহাকে ফরাসী-শিবিরে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার অতুলনীয় বীরত্ব-কাহিনী ফরাসী সেনাপতিকে লিখিয়া জানাইলেন। যে দেশের একজন সামান্য পদাতি সৈন্য এরূপ স্বদেশ-হিতৈষণা,

বীরত্ব এবং সেনাপতি-জন-বিরল বুদ্ধি-ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ, সে দেশের বীরদিগের পদভরে যে একদিন সসাগরা ধরা কম্পিত হইয়াছিল, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

---

## নান্দীমুখোপলক্ষে কন্যার প্রতি উপদেশ।

বৎসে শা—! গৃহস্থাশ্রমে যাহা অতি কঠোরসাধ্য, সর্ব্বদর্শী মঙ্গলময় পরমেশ্বর, ধর্ম্মবন্ধু, এবং পরলোকগত পূজনীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণকে সাক্ষী করিয়া, অদ্য তুমি সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে প্রথম পদবিক্ষেপ করিবে। সেই গম্ভীর দায়িত্বপূর্ণ শুভানুষ্ঠান স্মরণ করিয়া, আমি দুই একটী কথা বলিতেছি, অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ ও অনুধ্যান কর।

নীরস শিক্ষা বহুক্ষণ মনে স্থান পায় না। তাই পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এক একটী চিত্র তাহার সঙ্গে সংযোগ করিয়া দিতেন। আমি যখন প্রথম বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম, তখন কঠোর ক-খ-শিক্ষা সহজ করিবার জন্য গুরুমহাশয় বলিয়াছিলেন, "কয়ে কাক, খয়ে খরগোস"। এই কাক-খরগোস-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে, বার বার অভ্যাস হেতু, ক-খ-শিক্ষা অনায়াসে সম্পন্ন হইয়াছিল। এখন বয়োবৃদ্ধিনিবন্ধন, সে সুখের বাল্য-কাহিনীর কতই বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু ক-খ-সংযুক্ত কাক ও খরগোস মনোমধ্যে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে। তাই সেই গুরুদত্ত সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া, গৃহ-ধর্ম্মপালনের এই সরল চিত্র তোমার সমক্ষে ধরিতেছি।

মানচিত্রে দেখিয়াছ, ভাগীরথী-ধারা গোমুখী হইতে বহির্গত হইয়া, সূক্ষ্ম সূত্রবৎ একাকিনী বহুদূর ভ্রমণ করিয়াছে। আবার অনতিদূর হইতে অপর এক স্রোত যতই অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের মধ্যগত ব্যবধান ততই হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। অবশেষে, মঙ্গলময়ের বিচিত্রবিধানে, যমুনার নীল জলরাশি গঙ্গার শ্বেত কায়ে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। উভয়ের যখন সম্মিলন হইল, তখন আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কাহারও রহিল না; অথবা কেহই কাহাকে পশ্চাতে টানিল না—যেন অলৌকিক কোন মন্ত্রবলে, পরস্পরের প্রাণ পরস্পরের প্রাণমধ্যে অচিহ্ন হইয়া, অনন্ত কালের মত একীভূত হইয়া গেল! তখন সেই ক্ষীণ সূত্রদ্বয়ের সংযোগ, মহাপরাক্রম সহকারে, অবিরামগতিতে, অনন্ত উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল। দেখ, পথে তাহাদের কতই বাধা, কতই লাঞ্ছনা! কখন শিলাসম কঠোর মৃত্তিকা, কখনও বা দুর্গন্ধ কর্দ্দম-রাশি, কখনও বা ভীষণ-হিংস্র-জন্তুপূর্ণ বিজন অরণ্যানী ভেদ করিয়া কষ্টে চলিতে হইল। এমন কি, সুশীতল বারিদানে চিরদিন যাহাকে বাঁচাইয়া রাখিল, সেই

মানুষই আবার কত সময়ে তাহার মস্তকে অস্পৃশ্য, পূতিগন্ধপূর্ণ দ্রব্যরাশি বর্ষণ করিল। কিছুতেই কিন্তু সে অপ্রতিহত সম্মুখগতি রোধ, সে অকাম হিতব্রতপালন ভঙ্গ হইল না। সে নাচিতে নাচিতে অন্তে জীবনদাতৃ পবিত্র জলধি-ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া চিরবিশ্রাম লাভ করিল। তাহাদের সে প্রথম সম্মিলন, ও শেষ-বিশ্রাম-বিন্দু ভারতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইল।

দেখ! এই বিশাল—ললিতচ্ছন্দ—অভ্রান্ত প্রকৃতিবেদ সেই আদি কবিরই স্বহস্তের রচনা! এ গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলন-শ্লোকের কি আর ব্যাখ্যান্তর সম্ভবে? তাই তোমার গার্হস্থ্য-জীবনের সুপ্রভাতে, সেই প্রজাপতি-অঙ্কিত এই পবিত্র চিত্র তোমার নয়ন-সম্মুখে খুলিয়া ধরিলাম। সংসারের অপরিহার্য্য দুঃখসুখমধ্যে, যদি বিশ্বাসচক্ষে এই বিচিত্র পটের—এই গঙ্গা-যমুনা-সম্মিলনের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে পার, জীবন-যজ্ঞের সমুদয় নিগূঢ় মন্ত্র আপনা হইতেই হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে!

(ক্রমশঃ)

---

# দুর্গোৎসব।

১

এস মা! আমার বাড়ী জগতজননি!
ধরা সাজে রাণী-সাজে,
উল্লাস-বাজনা বাজে,
ললিত "সানাই" গা'য় শুভ আগমনী!
সারা বর্ষ পথ চেয়ে,
আজি মা'রে ঘরে পেয়ে,
জাগিবে এ মৃত বুকে অমর জীবনী!
এস মা! দাসের বাসে,
শুভাদৃষ্ট যথা আসে,
বৎসের আহ্বানে যথা গাভী পয়স্বিনী;
এস মা! তেমনি ছুটি জগতজননি!

২

এস মা! আঁধার দেশ আনন্দে উজলি,
স্নেহের অঞ্চলে তোর,
মুছিব নয়ন-লোর,
জুড়াব সকল জ্বালা "ওমা দুর্গে"* বলি;
ও কোলে রাখিলে মাথা
ঘুচিবে অসহ্য ব্যথা,
মনসাধে শ্রীচরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি;
ভুলিব মা! শোক রোগ—
যত অধর্ম্মের ভোগ,
আনন্দ-প্রবাহে হিয়া উঠিবে উথলি!
তোমারে হেরিলে তারা!
হিংসা দ্বেষ হয়ে হারা,
কোটি কোটি ভাই বোন মিশিব সকলি!
এস মা! আঁধার দেশ আনন্দে উজলি।

৩

এস মা আনন্দময়ি! অধমের ঘরে,
দেখিব ও অপরূপ,
বিশ্বারাধ্য বিশ্বরূপ—

* "দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা"।

সেই মূর্ত্তি, স্বর্গ মর্ত্ত্য সদা পূজা করে!—
সে তো নহে হাতে গড়া,
মাটি প'রে রঙ্ করা,
সে কভু ডোবে না জলে তিন দিন পরে!
সে যে ছটা অপরূপ!
সর্ব্বার্থ-সাধিকা-রূপ!
পূজিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয় নরে!
এস মা করুণাময়ি! অধমের ঘরে।

৪

এস মা সর্ব্বমঙ্গলে! এস ত্রিনয়নে!
বিশ্বময় সুপ্রশস্ত
দশ দিক্—দশ হস্ত,
বিনাশিছ পাপাসুরে দশ প্রহরণে!
জীবের শিবের লাগি
ত্রিকাল রয়েছে জাগি—
ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, ও তিন লোচনে!
পশুরাজ-শিরোপরি,
শ্রীপদ রাখিয়া মরি!
দুর্জ্জয় পাশব-শক্তি দলিছ চরণে!
মানবের পূজ্য-কাম্য—
বিদ্যা, ধন, শক্তি, সাম্য,
তাই বাণী, লক্ষ্মী, স্কন্দ, গণপতি সনে।
বিচিত্র পবিত্র লীলা,
যত দেব করেছিলা,
জাগ্রত সে স্মৃতি আজি মানবের মনে!
মহাযোগী মহেশ্বর
আত্মজয়ী স্মরহর,
সে দেব পূজিত আজি ভকত-ভবনে!
আমরি! এ মহাপূজা,
কে না চাহে দশভুজা?
পূজে না ও মহাশক্তি কে বা মনে মনে?
এস মা! দাসের বাসে কৃপা বিতরণে।

৫

কহ মা! কেমনে দাস পূজিবে চরণ?
দেহে দাও পূর্ণ শক্তি,
প্রাণে দাও পূত ভক্তি,
দাও ষোড়শোপচার—যাহা প্রয়োজন!
যাহাকিছু তব যোগ্য—
দেবতার উপভোগ্য,
দিয়ে যদি থাক মোরে, কর তা' গ্রহণ;
ভকতি-জাহ্নবী-জলে,
ধোয়ায়ে ও পদতলে—
দিব প্রেম-শতদল মাখিয়া চন্দন!
মা! তোমার আশীর্ব্বাদে
দিব আজি মনসাধে
বলিদান, রাঙা পায়ে, রিপু ছয় জন!
জ্বালায়ে উজল প্রীতি,
আরতি করিব নিতি,
হুতি দিব হোমানলে—আত্মসমর্পণ!
দাও মা! সে উপচার—যাহা প্রয়োজন।

৬

দেখ মা! অনাথ দেশ ত্রিতাপ-হারিণি!
চেয়ে দেখ! এই সব—
কোটি কোটি শিশু তব
মুমূর্ষু, কাতর কণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি!
ঘরে নাহি বস্ত্র অন্ন,
মনোদুখে মতিচ্ছন্ন,
রোগে শোকে পাপে দগ্ধ দিবস রজনী!
মা! তোর অমৃত বায়
লাগিয়া এ মৃত গায়,
বহুক অমর রক্ত এ ছিন্ন ধমনী!

তোমারি করুণা-বলে
মুছি নয়নের জলে,
হাসুক আনন্দ-হাসি, ভাই ও ভগিনী,
তোমা:পেয়ে অন্নপূর্ণা!
অন্ন বস্ত্রে হো'ক পূর্ণা,
দীনা কাঙালিনী এই ভারত-দুখিনী!
আয় মা! অনাথ দেশে ত্রিতাপ-নাশিনি!

৭

"মা" এসেছে ধরাতলে কে দেখিবি আয়!
কে আছিস্ মাতৃহীন?
কে আছিস্ দুখী দীন?
মা'র কাছে আয় তোরা ভুলি সমুদায়!
আজি নাহি গর্ব্ব, দুঃখ,
"ধনী, জ্ঞানী, দীন, মূর্খ"
সবাই "মায়ের বাছা" মা'র কোলে আয়!
ভাই ভাই বোনে বোনে,
গলাগলি প্রীতমনে,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে যেন বিশ্ব ভেসে যায়!
দেবীর সন্তান যারা,
দু'দিনের দুখে তারা,
কেন হবে আত্ম-হারা অনাথের প্রায়?
আয়! তবে ত্বরা করি,
নূতন বসন পরি,
দেখিবি—ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা একই সূতায়!
আয় ভাই! আয় বোন! মা'র কোলে আয়!

৮

নমো মা! আনন্দময়ি জগতজননি!
নমো নমো মহাশক্তি!
সাধকে শিখাও ভক্তি,
দাও মা! অভয় পদ সংসার-তরণি!
নমো নমো জগদ্ধাত্রি!
জগত-পালন-কর্ত্রি!
বিশ্বমাতঃ! বিশ্ব, তুমি, সূত্রে গাঁথা মণি।
ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড যাঁর,
সে অনন্ত শক্তিভার,
কেমনে অবোধ নর বুঝিবে আপনি?
তাই ভেবে দিবানিশি,
মহাজ্ঞানী আর্য্য-ঋষি,
প্রচারিলা দুর্গা-মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-পালনী—
শিশু তাহা নাহি বুঝে,
হাতে গড়ি মা'রে পূজে,
হেরিয়া প্রবীণ হাসে, "ছেলেখেলা" গণি।
সাকারা বা নিরাকারা,
নরে যা' বলুক, তারা!
আমি চিনি মা আমারি, আমারি পাবনী!
রাজ-রাজেশ্বরী-রূপে,
দাঁড়া' মা এ অন্ধকূপে,
ঢেলে দে' শ্মশানমাঝে সুধা সঞ্জীবনী;
পেয়ে অই পদধূলি,
আমরা নীচতা ভুলি,
প্রীতি করুণার স্রোতে ভাসা'ব ধরণী!—
তোমারি সন্তান হ'য়ে,
বৃথা রক্ত মাংস বয়ে,
যেন নাই যাই ফিরে—দোহাই জননি!
শুভ দুর্গোৎসবে তব মাতাও অবনী।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! নমোঽস্তু তে॥

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

# বেথুন বিদ্যালয় স্থাপনকালে বেথুন সাহেবের বক্তৃতা।

( গত প্রকাশিতের শেষ )

"একটী ঘটনা আমার হৃদয়ে অধিকতর উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে, তাহা আপনাদিগের মধ্যে দুই একজন জানিতে পারেন, কিন্তু সকলে জানেন না। তাহার উল্লেখ না করিলে একটা বড় ভুল হইবে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেন্টের নিকট সমর্পণ জন্য শিক্ষা-কৌন্সীলে একখানি দরখাস্ত আসিয়াছে। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার দেশীয় স্ত্রীলোকদের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান, তাহার মূলধন স্বরূপ টাকা তিনি দিবেন, গবর্ণমেন্টও দেন এই প্রার্থনা। এ প্রার্থনার ফল কি হইবে, এখন বলিতে পারি না। আমার নিজের প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এ সম্বন্ধেও সেই সকল বিষয় বিবেচ্য। অতিরিক্ত কথা এই, গবর্ণমেন্ট যদি এরূপ প্রস্তাবের অনুকূল হন, কলিকাতা ভিন্ন কোনও নিকটবর্ত্তী পল্লীতে তাহার পরীক্ষা করিতে কখনই ইচ্ছা করিবেন না। যাহা হউক ইহা জয়কৃষ্ণ বাবুর গৌরবসূচক এবং এ দেশে যে নূতন ভাব জাগ্রৎ হইয়াছে, তাহারও অন্যতর প্রমাণ। মান্দ্রাজ হইতে সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে অবগত হইলাম যে, তত্রত্য গবর্ণমেন্ট স্কুলের দুইটী দেশীয় ছাত্র তথায় একটী স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মান্দ্রাজের আডভোকেট জেনারল ইহার উল্লেখ করেন। এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ পাইবার জন্য মান্দ্রাজে পত্র লিখিয়াছি এবং এই দুই যুবকের নাম জানিতে চাহিয়াছি। আমি তাহাদিগের ঠিকানা পাইলে তাহাদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি জানাইতে এবং আমার সাধ্যমত কোনও সাহায্য তাহাদিগকে প্রদান করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিব না।

আর একটী মাত্র বিষয় উল্লেখ করিলেই হয়। সে দিন রাত্রিতে আমার গৃহে স্থির হয় যে, দুইটী কমিটী স্থাপন করা আবশ্যক। একটী স্কুলগৃহের জন্য স্থান অনুসন্ধান করিবেন; অপরটী স্কুলে ভরতি-প্রার্থীদিগের প্রার্থনাপত্র বিবেচনা করিবেন। প্রথম কমিটীই নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অসামান্য বদান্যতা সহকারে এই বাটী আমাদের হস্তে অর্পণ করাতে তাঁহাদিগের আর কিছু করিবার নাই। অন্য কমিটীর অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনাদিগের অনুমোদিত হইলে আমার প্রস্তাব এই, আগামী ছয় মাসের জন্য গৃহ-কমিটীর উপর ছাত্রীনির্ব্বাচনের ভারার্পণ করা হয়। নূতন প্রার্থনাপত্র ক্রমাগত পাওয়া

যাইতেছে। সে সকল কাহার বিবেচনাধীন হইবে, জানা নিতান্ত আবশ্যক। বিষয়টী এখন আর সন্দেহাত্মক নয়। আমরা কি কৃতকার্য্য হইব? এ কথা এখন জিজ্ঞাস্য নয়। আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি। আজি স্ত্রীশিক্ষার যে জয়পতাকা আমরা নিখাত করিতেছি, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহা পশ্চাম্মুখ হইবে না, এ দেশের সর্ব্বত্র ইহার প্রাধান্য অনুভূত ও কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকৃত হইবে।

উপসংহারকালে আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমার বাটীতে আপনাদিগকে মধ্যে মধ্যে একত্র হইতে অনুরোধ করিব। আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ কথোপকথনে জানিতে পারিব, বিদ্যালয়ের কার্য্য আপনাদিগের সন্তোষ-জনক হইতেছে কি না? কোনও বিষয় আপনারা পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন কি না? সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমি সর্ব্বদা জানিতে চাই, এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে আপনাদের সন্তোষকর এবং আপনাদের সন্তানগণের পক্ষে কল্যাণকর হইতেছে কি না?"

---

# কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

কোচবিহারের রাজবংশের উৎপত্তি-সম্বন্ধে দুইটী জনশ্রুতি আছে। একটী জনশ্রুতি অনুসারে কোনও আসামী বংশের "হাজো" নামক এক ব্যক্তি ইহার সংস্থাপক। অন্য জনশ্রুতিতে "হরিয়া" নামক এক "মেচ্" ইহার আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণিত। এই বংশের এক মহাপুরুষের দুই স্ত্রী ছিল, তাহাদিগের নাম হীরা ও জীরা। হীরার অনুপম রূপলাবণ্যে মহাদেব আকৃষ্ট হন। শিবের ঔরসে হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কোচ-বিহারের প্রথম রাজা ও নরদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পর হইতে রাজ-বংশের পুরুষমাত্রেরই নামের সহিত নারায়ণ শব্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে। বিশ্ব-সিংহের পুত্র নরনারায়ণ মহাতেজস্বী ছিলেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভুটানের দেবরাজকে করদানে বাধ্য করেন, এবং বর্ত্তমান পূর্ণিয়া ও রঙ্গপুর জেলার অধিকাংশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। নারায়ণী মুদ্রা তাঁহার রাজত্বকালে প্রচলিত হয়। নরনারায়ণ আসামস্থ রাজ্য-ভাগ তাঁহার সহোদরদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন। তাঁহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি বড় বড় জমিদার বলিয়া বিখ্যাত। নর-নারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত ও বন্দিরূপে দিল্লী নগরে নীত হন। মোগলরাজ কোচবিহারের দক্ষিণভাগ কাড়িয়া লন, কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত ইহা ভুক্ত করিয়া লন নাই।

ইতিমধ্যে ভুটিয়ারা উত্তর দিক্ হইতে আসিয়া কোচবিহার রাজ্য বার বার লুণ্ঠন করে, এবং তাহাদের ইচ্ছানুসারে রাজা মনোনীত করিবার চেষ্টা পায়। এই সময়ে রাজবংশের তিনটী পরিবার সিংহাসনলাভের জন্য উদ্যোগী হয়। রাজ্যে মহাগোলযোগ হইলে তাহার শান্তির জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

কোচবিহারের প্রকৃত রাজা নাবালক ছিলেন। ভুটিয়ারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়। রাজা মন্ত্রীদ্বারা ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা ভুটীয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলে রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব কোম্পানীকে দিবেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা ধুরীন্দ্র নারায়ণের নামে এক সন্ধিপত্র লিখিত হয়, তাহাতে কোম্পানী স্বীকার করেন, রাজার সাহায্যার্থ ৪ দল সিপাহী ও একটী কামান পাঠাইবেন; রাজা অঙ্গীকার করেন, সৈন্যদিগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তৎক্ষণাৎ ৫০ হাজার টাকা দিবেন এবং তদ্ভিন্ন কোম্পানীর যে কিছু আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহার পূরণ করিবেন। সন্ধিপত্রে তৃতীয় নিয়ম থাকে যে, রাজ্য শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইলে উহা ইংরাজ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে, এবং বাঙ্গালা প্রদেশের সহিত সংভুক্ত হইবে। ৪র্থ নিয়মানুসারে রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হন। ৫ম নিয়ম হয় যে, রাজা ও তাঁহার বংশধরেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনতায় অটলভাবে বদ্ধ থাকিলে অপরার্দ্ধ রাজস্ব ভোগ করিবেন। ৮ম নিয়ম হয় যে, রাজার প্রয়োজন হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ্যরক্ষার্থ সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন, কিন্তু তাহার ব্যয়ভার রাজাকে বহন করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত সন্ধি পত্র দ্বারা কোচবিহারের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চির-সম্বন্ধ বদ্ধ হয়। সন্ধি-বন্ধনের পর অল্পসংখ্যক সিপাহি সৈন্য ভুটিয়াদিগকে পরাভূত করিয়া রাজা ধুরীন্দ্র নারায়ণকে উদ্ধার করেন এবং তিনি সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৮০ সালে অর্দ্ধেক রাজস্ব ৬৭০০০ টাকা বলিয়া স্থির হয় এবং তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত বর্ষে বর্ষে তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। এই বৎসর ধুরীন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হইলে ধুজীন্দ্র নারায়ণ রাজা হন। ১৭৮৩ সালে এই রাজার মৃত্যু হইলে রাজ্যে ঘোর অরাজকতা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যের অবস্থা অনুসন্ধানার্থ ২ জন সিবিলিয়ানকে বিশেষ কমিসনর নিযুক্ত করেন। তাঁহারা কোচবিহারের জন্য একজন রেসিডেণ্ট বা কমিসনর নিয়োগের পরামর্শ দেন। তদনুসারে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, পরে গবর্ণর জেনারলের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তের

এজেণ্ট বলিয়া তাঁহাকে আখ্যাত করা হয়। কিন্তু তাঁহার কার্য্যসংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িল যে, তিনি কোচ-বিহারের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে অক্ষম হইলেন।

ধুজীন্দ্র নারায়ণের পুত্র হরীন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকালে কোচ বিহারে একজন ব্রিটিষ রেসিডেণ্ট স্থাপিত হন, রাজ্যের শাসনপ্রণালীর সংস্কারার্থ সময় সময় বিশেষ কমিসনরও নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৮২৪ সাল হইতে এখানে নির্দ্দিষ্ট ব্রিটিষ রাজ-প্রতিনিধি কেহ নাই। ১৮৬৩ সালে বর্ত্তমান রাজা লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল সার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর, জি সি এস আই, সিংহাসনাধিকারী হন, তাঁহার বয়স তখন ১০ মাস মাত্র। তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়সকালে রাজ্যশাসনের জন্য একজন ব্রিটিষ কমিসনর নিযুক্ত হন। কমিসনর পুলিস, শিক্ষা, পূর্ত্তকার্য্য, রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রভৃতি সকল বিভাগের উন্নতি সাধন করেন। রাজার শিক্ষা, বিবাহ, বিলাতগমন ও ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত সখ্যতা অনেকেই জানেন। রাজা এখন স্বয়ং কোচবিহারের রাজত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ একটী কৌন্সিল বা রাজসভা আছে, মহারাজ তাহার সভাপতি। তাঁহার দেওয়ান রাজস্ববিভাগের তত্ত্বাবধান করেন। বিচার, শিক্ষা, পুলিস, সামরিক বিভাগ, জেল প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের ভার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। রাজসভা চরম আপীল শ্রবণ করেন, কাহারও প্রাণদণ্ড করিতে হইলে সকৌন্সিল মহারাজকে তাহার অনুমোদন করিতে হয়। (সিবিল ও মিলিটারী গেজেট হইতে সঙ্কলিত)।

---

# জাতীয় উন্নতি।

আজ কাল অনেকেই স্ব স্ব জাতির বা সমাজের উন্নতির জন্য ব্যস্ত। এই জন্য কত স্থানে কত সভা সমিতি বসিতেছে, কত রসনা-বিজৃম্ভিত অচির-অন্তগত বক্তৃতাস্রোতও প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও ভারতীয় রমণীগণের বিদ্যাশিক্ষার আন্দোলন—কোথাও স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন—কোথাও আধমরা হিন্দুধর্ম্মকে নিরাময় ও বলবান্ করিবার আন্দোলন—কোথাও দেশীয় মৃত শিল্পের জন্য হাহাকার ও তাহার পুনরভ্যুদয়ের আন্দোলন—কোথাও দেশীয় কৃষকগণের কৃষির উন্নতির আলোচনা—কোথাও যৌথ কারবার খুলিবার আন্দোলন—কোথাও ধর্ম্মতত্ত্বের আন্দোলন ইত্যাদি অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু

তাহাতে আজও ত আশানুরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ উক্ত আবশ্যক বিষয়সমূহ না হয় দেশের কতকগুলি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল লোকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুই একটী সার-গর্ভ বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু তাহাতে দেশের অভাব-পূরণ হওয়া অসম্ভব; কারণ এই জাতীয় উন্নতি দুই চারি জন শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি দ্বারা হইতে পারে কি? কখনই নহে। সাধারণের সাহায্য ব্যতীত জাতীয় উন্নতি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; বিশেষতঃ যে জাতির আত্মাবলম্বন নাই, সে জাতি কস্মিন্ কালেও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। বড় হইবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। প্রথমতঃ যে পরিবারে বাস করা যায়, তাহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বড় হইবার ইচ্ছা জন্মে; উহা পূর্ণ হইলে প্রতিবেশিগণের অপেক্ষা, পরে গ্রামস্থ লোক অপেক্ষা, ও শেষে দেশস্থ লোকদিগের অপেক্ষা বড় হইবার ইচ্ছা বলবতী হইতে থাকে। এইরূপে আত্মীয়তা সম্বন্ধে নৈকট্য লইয়া ক্রমে অপর যাবতীয় উন্নতি সমাধানে ইচ্ছা হয়। প্রথমতঃ নিজ পরিবারগণকে অন্য পরিবার অপেক্ষা, নিজ গ্রামকে অন্য গ্রাম অপেক্ষা, নিজ দেশকে অন্য দেশ অপেক্ষা, নিজ জাতিকে অন্য জাতি অপেক্ষা উন্নত করিবার কামনা হয়। এইরূপে ক্রমশঃ আশা বৃদ্ধি হওয়া মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। ঈশ্বর মনুষ্যের এইরূপ প্রবৃত্তি দিয়া যে আত্মাবলম্বনে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, এটি মনুষ্যমাত্রেরই চিন্তা করা আবশ্যক ও উচিত। যদিও সংসারে শোক, দুঃখ, নৈরাশ্য, অলসতা ও রোগাদি মনুষ্যকে উৎসাহ-হীন করিবার চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু মহৎ মনুষ্যগণ ঐ সকল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া কর্ত্তব্য-পথে আপনাকে চালিত করিতে বিরত হয়েন না।

দুই চারি জন লইয়া একটী জাতি বা সমাজ হইতে পারে না; অনেকগুলি লোক লইয়া একটী জাতি বা সমাজ গঠিত হয়। এই লোকগুলির চরিত্রই জাতীয় জীবন স্বরূপ। ইহাদের চরিত্র যেমন হইবে, ভাল হউক বা মন্দ হউক সমাজ তদনুসারে ভাল কিম্বা মন্দ হইবে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, আত্মাবলম্বন উন্নতি-লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সুতরাং জাতীয় উন্নতির আশা করিতে হইলে ব্যক্তি-গত স্বাধীনতা আবশ্যক। অবশ্যই আমরা রাজার উপর বা অন্য লোকের উপর স্বাধীনতা ব্যবহার করিবার কথা এ স্থলে বলিতেছি না; যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্ভবতঃ লোকের থাকিবার কথা, তাহাই বলিতেছি। মনে করুন, একটী চাকরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকু আছে। সে তাহার জীবিকার জন্য এক ব্যক্তির চাকরী করিতেছে, সুতরাং সে ত নিজেই উহা তাহার সুবিধা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। যখন বন্য পশু পক্ষিগণের স্বাধীন ভাবে চলিবার ফিরিবার ক্ষমতা আছে, তখন ঈশ্বর একটী প্রধান প্রাণী

মনুষ্যকে স্বাধীনতা-সুখে বঞ্চিত রাখিবেন, ইহা অসম্ভব। কোনও বাড়ীর চাকরাণী তাহার কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সমাধা করিয়া পরে সে অন্য যত সময় পায়, তাহায় ইচ্ছামত সৎকার্য্যাদি করিলে তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার অধিকার নাই। তবে ঈশ্বর যে মনুষ্যকে সমাজবদ্ধ করিবার জন্য পরস্পর-সাপেক্ষ করিয়াছেন, সে সাপেক্ষতাকে প্রকৃত পরাধীনতা বলা যায় না। কোন ব্যক্তি স্বকীয় শ্রমদ্বারা সমাজের উপকার সাধন করিয়া তাহার নিকট যে প্রত্যুপকৃত হয়, তাহাতে বিশুদ্ধ স্বাধীনতার হানি হয় না। আত্মার যথেচ্ছ বিনিয়োজন, বুদ্ধির যথেচ্ছ পরিচালন ও যথেচ্ছ বিষয় পরিচিন্তনে মনুষ্যমাত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন, সুতরাং স্বাধীনভাবে আত্মনির্ভর করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। আত্মাবলম্বন উন্নতিলাভের প্রধানতম উপায়। উহার ফল যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পুষ্কল হয়, অন্যকৃত সাহায্যের ফল কখনই সেরূপ হয় না। আত্মনির্ভর মনুষ্যকে যেমন সাহসী ও উৎসাহী করিয়া তুলে, অন্যাবলম্বন সেই প্রকার নিরুৎসাহী ও ভীরু করিয়া ফেলে। অন্যের নিকট যিনি যে পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার আত্মপৌরুষ সেই পরিমাণে হীয়মান হইয়া যায়। ব্যক্তিগত উন্নতি ব্যতীত কখনই সমাজের মঙ্গলোন্নতি হইতে পারে না। সৌরাজ্য কি করিবে? সমাজের লোকসমূহ যদি অলস, বিলাসী, অমিতাচারী, নিরুৎসাহ ও পানাসক্ত হয়, তাহা হইলে সৌরাজ্য কি প্রকারে সেই সকল লোককে শ্রমশীল, উৎসাহী, মিতাচারী ও প্রকৃতিস্থ করিবে? পরিবার বল, গ্রাম বল, দেশ বল, আর জাতিই বল, সমষ্টিগত উন্নতি সাধন করিতে হইলে ব্যষ্টিগত উন্নতি বিধানের চেষ্টা না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। একটী পুষ্পোদ্যানের পারিপাট্য করিতে হইলে, প্রত্যেক বৃক্ষ লতিকার পাট না করিলে উদ্যানটী কিরূপে সুন্দর হইতে পারে? সুতরাং ব্যষ্টিগত উৎকর্ষ অপকর্ষের উপর সমষ্টিগত উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। কোন একটী জাতিকে স্বাধীন ও সমুন্নত করিতে হইলে সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা-প্রিয়, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, উৎসাহশীল ও সত্যপ্রতিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মনে করুন, যদি হিন্দু সমাজের কোন দোষ থাকে, তবে সে দোষ হিন্দুগণেরই। অতএব হিন্দুগণ যদি প্রত্যেকে স্ব স্ব দোষ সংশোধন করেন, তাহা হইলে সেই ক্ষণেই সমাজ হইতে সকল দোষ বিদূরিত হইয়া যায়। এই যে সে দিন সম্মতি-আইন পাস হইয়া কত হিন্দু-সন্তানকে তাপিত করিল! হিন্দুগণ কেন নিজেরাই কচি মেয়ের বিবাহ উঠাইয়া দিলেন না? তাহা হইলে ত আজ ইংরেজরাজকে সত্যে পতিত ও হিন্দুগণকে মনস্তাপিত হইতে হইত না। সে ত যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখনও যে এই সমাজে বিবাহ-

বিভ্রাট চলিতেছে। হিন্দু সমাজ যদি এই দোষ নিজে সংশোধন না করেন, তাহা হইলে কন্যাভারগ্রস্ত পিতা যে এক দিন দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? আর এই দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেও যে সমাজ নিরাপদ ও ভ্রমশূন্য হইবে, তাহাও আশা করা যায় না। যদি ব্যষ্টিগত উন্নতি লাভ না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া নবীনভাবে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার দেশের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিবে। যদি একৈক ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর-সহ পরিশ্রমী ও সচ্চরিত্র করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত স্বদেশানুরাগিতার কার্য্য করা হয়।

( ক্রমশঃ )

---

## নূতন সংবাদ।

১। গত ১৪ই নবেম্বর রেওয়ার যুবক রাজা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন।

২। ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা শ্রীমতী সরলা দেবী মহীসূর মহারাণীর কলেজে অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৪৫০৲ টাকা বেতনে বরদার মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী হইয়াছেন।

৩। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কলিকাতা অনাথাশ্রমের গৃহনির্ম্মাণার্থ কুমার মন্মথনাথ মিত্র ১০ হাজার, এবং ডাক্তার আর এল দত্ত ২ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

৪। এ বৎসর সিবিল সার্ব্বিসের শেষ পরীক্ষায় জ্যোৎস্না নাথ ঘোষাল ৫ম ও এলবিয়ন রাজকুমার ষষ্ঠ স্থানীয় হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এক জন মুসলমান যুবক প্রথম হইয়াছেন।

৫। তুরুস্কে আর্ম্মেণীয় খৃষ্টানদিগের হত্যা লইয়া গোলযোগ চলিতেছিল। আবার ইমেন নামক স্থানে ৪৫ হাজার আরব বিদ্রোহী হইয়া সুলতানের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়াছে। এ দিকে লেবাণ্ট সাগরে রুসীয় ও মার্কিণ রণতরী উপস্থিত। সুলতানের ঘোর বিভ্রাট।

৬। আগ্রাতে এক পঞ্জাবী আসিয়াছে, সে দৈর্ঘ্যে ৮ ফিট। এখনও যুবক।

৭। ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রাইবেট সেক্রেটারী সার হেন্‌রী পন্‌সনবী পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি অনেক দিন বিশ্বস্ততার সহিত কার্য্য করিয়া মহারাণীর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

৮। আগামী ১৭ই ডিসেম্বর বর্ত্তমান ছোট লাট ইলিয়ট সাহেব পদত্যাগ করিবেন এবং সার আলেকজাণ্ডার মাকেঞ্জী বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃপদ গ্রহণ করিবেন।

৯। মুক্তিফৌজের প্রবর্ত্তক জেনারল

বুখ আগামী ৩০এ ডিসেম্বর সস্ত্রীক কলিকাতা আসিবেন। সিংহল, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অগ্রে পরিদর্শন করিবেন।

১০। কবিচূড়ামণি টেনিসনের পদে আলফ্রেড আষ্টিন মনোনীত হইয়াছেন। স্যার এডউইন আর্ণল্ডের নিয়োগ-সংবাদ মিথ্যা।

১১। গোয়াতে ঘোরতর বিদ্রোহ হওয়াতে পোর্ত্তুগাল হইতে সৈন্য সহ জাহাজ আসিয়াছে।

১২। ব্রিষ্টলে ইলেকট্রিক ট্রামওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। ৫ মাইল পথ নির্ম্মাণ করিতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মান্দ্রাজেও ঐরূপ ট্রামওয়ে হইতেছে।

১৩। কাম্বেল হাঁসপাতালের ছাত্রী-দিগের জন্য উহারই সন্নিকটে একটী নূতন হোটেল তৈয়ারী হইতেছে। এই বাড়ীটি দ্বিতল হইবে এবং যাহাতে ১০০ ছাত্রী ইহাতে অবস্থান করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। ব্যয় জমির মূল্য সমেত প্রায় ৯৫০০০ হাজার টাকা হইবে। এই হোটেলের নাম লেডি ইলিয়ট হোটেল হইবে।

১৪। বেলফাষ্টে একখানি নূতন জাহাজ তৈয়ার হইতেছে। ইহাতে ২০০০০ টন পর্য্যন্ত মাল বোঝাই হইতে পারিবে। এরূপ বড় জাহাজ পৃথিবীতে আর নাই।

---

# পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পুণ্যকাহিনী—শ্রীকালীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য।৵০ আনা। ইহাতে সত্যানুরাগ, ধর্ম্মনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুত্ব, সতীত্ব, স্বাবলম্বন প্রভৃতি বিবিধ গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রায় ৮০টী আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ। বালক বালিকা-দিগের নীতিশিক্ষার পক্ষে এই পুস্তক-খানি বিশেষ সহায় হইবে, বলা বাহুল্য। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

২। ভূলোক-রহস্য—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সংগৃহীত, মূল্য।০ আনা। গ্রন্থকার অনেক যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক পৃথিবীর লোকসংখ্যা, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ-প্রণালী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জাতীয় রীতিনীতি প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুস্তকখানি অনেকের অনেক প্রয়োজনে লাগিবে।

৩। পুণ্যদা প্রসাদ—শ্রীকালীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে একটী সাধুব্রাহ্মের জীবন সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দারিদ্র্য, রোগ, নির্য্যাতন ও নানাবিধ বিপদের মধ্যে এই ব্রহ্মোপাসক যেরূপে ধর্ম্ম-বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছেন এবং স্বদেশীয় লোক-

দিগের রোগ দারিদ্র্য প্রশমন এবং জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, ও সুখের উন্নতি সাধন জন্য যেরূপে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন, তাহা আদর্শস্থানীয়।

৪। উচ্ছ্বাস—গীতিকবিতা। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন প্রশংসার সহিত যে কাব্যের ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে, বলা বাহুল্য। উচ্ছ্বাসে কবিত্ব আছে। লেখক তাহার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হউন, কৃতকার্য্য হইবেন।

৫-৭। শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী বিরচিত অদ্ভুত রামায়ণ, সীতার জীবন-চরিত ও মাতঙ্গিনী উপহার পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। লেখিকা হাবড়া শিব-পুর-নিবাসিনী একটী বিধবা এবং কয়েকটী বালিকার পালনের ভার-গ্রস্তা। দাসীবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া গ্রন্থরচনা দ্বারা জীবিকোপায় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইঁহার সাধু সংকল্প সিদ্ধির প্রার্থনা করি। কিন্তু এ দুর্ভাগা দেশে গুণের মর্য্যাদার কি আর দিন আছে? গুণগ্রাহিগণ গ্রন্থকর্ত্রীকে বিশেষ উৎসাহদান না করিলে পুস্তক ছাপাইয়া তিনি দায়ের উপর আরও দায়গ্রস্ত হইবেন।

অদ্ভুত রামায়ণ, মূল্য ১৲ টকা—নানা ছন্দে সরল পদ্যে রচিত। ইহাতে রামায়ণের অনেক অদ্ভুত রহস্য আছে।

সীতার জীবনচরিত, মূল্য ৷৵০ আনা—ইহাতেও অদ্ভুত কথা ও সতীধর্ম্ম বর্ণিত আছে।

মাতঙ্গিনী, মূল্য ।০ আনা। এরূপ বীভৎস ও লোমহর্ষণ ঘটনা অশ্রাব্য। লেখিকা পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বয়ং অনুতপ্তা হইয়াছেন, ইহা বস্তুতঃ নারী-লেখনীর অযোগ্য।

---

# বামারচনা।

## হিন্দুরমণী।

( ৩৬৯ সংখ্যা—১৮৮ পৃষ্ঠার পর )

ভারতের ইতিহাস পাঠক পাঠিকার নিকট দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের নাম অপরিচিত নহে। তিনি কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সেই অপরূপ বিবাহ-কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক উপন্যাসাদি রচিত হইয়াছে, অনেক গাথা গীত হইয়া থাকে। ঐ বিবাহের কিছুকাল পরেই যবনেরা ভারত আক্রমণ করে। এক দিন রজনীতে পৃথ্বীরাজ প্রিয়তমা পত্নী সংযুক্তাদেবীর সহিত এক

শয্যায় নিদ্রিত আছেন, রাত্রিশেষে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইলেন। প্রিয়তমা সংযুক্তাদেবীকে জাগাইয়া কহিলেন "প্রিয়ে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় দেখিলাম যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী রম্ভার ন্যায় অলোকসামান্য রূপবতী এক কামিনী সজোরে আমার এক বাহু আকর্ষণ করিল। পরে সেই মায়াবিনী তোমাকে আক্রমণ করিল। যখন তুমি অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলে, প্রেতবৎ এক ভয়ানক হস্তী আসিয়া তোমাকে চাপিয়া ধরিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, রম্ভা কি দানব কেহই নাই। আমার হৃদয় ভয়ানক কম্পিত হইতেছে, বিধাতাই জানেন, ভাগ্যে কি আছে !!"

প্রেমময়ী সংযুক্তা উত্তর করিলেন, "প্রাণেশ্বর! পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় যশঃ ঐশ্বর্য্য বা সুখ সম্ভোগ করিয়াছে? মৃত্যু কেবল মানবেরই অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট নহে, দেবতারাও মৃত্যুর অধীন। সকলেই পুরাতন বাসত্যাগে অভিলাষী, কিন্তু মরিতে জানিলে মৃত্যুতেই মানবকে অমর করে। প্রাণনাথ! আত্মচিন্তা, পাপ স্বার্থ-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভের চিন্তা কর। শাণিত কৃপাণ হস্তে শত্রুদলে প্রবেশ-পূর্ব্বক অরাতি-মস্তক দ্বিখণ্ডিত কর। আমি তোমার চিরসঙ্গিনী থাকিব।" সংযুক্তা দেবীর উক্তি শ্রবণ করিলে মনে পড়ে :—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি,
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

এবং

"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥"

কোনও বর্ত্তমান সভ্য দেশের রমণী এতাদৃশ ধর্ম্মানুগত সারগর্ভ তেজস্বী বাক্য উচ্চারণ করিতে কি সমর্থা হইয়াছেন? যাহা হউক, নিশাবসানে রাজা নিজ স্বপ্নবৃত্তান্ত গুরু পুরোহিতের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা অশুভনাশ-মানসে নানাবিধ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গুরুদেব রক্ষা-কবচ লিখিয়া মহারাজকে অর্পণ করিলেন, তিনি তাহা নিজ উষ্ণিষে ধারণ করিলেন। বলি, হোম, পূজা প্রভৃতি নানাবিধ দৈব-ক্রিয়া হইতে লাগিল। কিন্তু শান্তি-স্বস্ত্যয়নে কি দৈবের গতি প্রতিরোধ করা যায়? যদি মনুষ্য কোন প্রকার অদৃষ্টের ভোগ খণ্ডাইতে পারিত, তাহা হইলে এত ভোগ ভুগিতে হইবে কেন? যৎকালে দিল্লীর রাজপুত বীরবর্গ একত্রে এক সামরিক সভা আহ্বান করিয়া গজনীর সুলতানের গতি প্রতিরোধ করিবার উপায় অবধারণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে পৃথ্বী-রাজ ঐ সভা হইতে গোপনে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রিয়তমা সংযুক্তাদেবীর সহিত পরামর্শ গ্রহণ করিতে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। রাজা পরামর্শ চাহিলে সংযুক্তা দেবী উত্তর দিতেছেন ;—"উপদেশ দিবার জন্য কে কোথায় নারীকে আহ্বান করে? জগতে তাহারা অবলা বলিয়া কথিতা, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে।

তাহারা সত্য বলিলেও কে তাহাতে কর্ণপাত করে? তথাপি জগতে রমণী না থাকিলে কি হইত? দেখ শিবের সহিত শক্তি সর্ব্বদা সম্মিলিতা। আমরা যুগপৎ অশক্তি ও শক্তি বিপরীত গুণের আধার। জ্যোতিষী পণ্ডিত শাস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির গতি অবধারণ করিতে পারেন, কিন্তু নারীতত্ত্বে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এ কথা আজ নূতন বলিতেছি না, বহু প্রাচীন কথাই কহিতেছি। নারীতত্ত্বে তাঁহাদের অধিকার নাই, সুতরাং নিজ নিজ অনভিজ্ঞতা লুকাইতে গিয়া তাঁহারা কহেন যে, 'রমণী অবলা।' তথাপি রমণী তোমাদের সুখে সুখিনী, দুঃখে দুঃখিনী। এমন কি তোমরা যখন নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ কর, তখনও আমরা তোমাদের সঙ্গিনী। * *" যখন রণবাদ্য গভীর বাজিয়া উঠিল, রাজপুতগণ জলন্ত বীরদর্পে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধযাত্রা হেতু সজ্জিত, প্রেমময়ী সংযুক্তা নিজ হস্তে প্রিয় পতিকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিতেছেন। তিনি বহু চেষ্টাতেও বর্ম্ম অঙ্গে সুবিন্যস্ত করিতে পারিতেছেন না, তাহার বন্ধনী খুঁজিয়া মিলিতেছে না! পারিবেন কি? তাঁহার চক্ষু কোথায়? তাঁহার চক্ষুদ্বয় পতির বদনমণ্ডলের প্রতি অনিমিষে চাহিয়া আছে। সুদরিদ্র ব্যক্তি পথিমধ্যে এক খণ্ড কাঞ্চন দেখিলে যেমন সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকে, সংযুক্তাদেবী সেইরূপ সতৃষ্ণনয়নে পৃথ্বীরাজের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—যেন জনমের মত দেখিয়া লইতেছেন। অকস্মাৎ তূর্য্যনিনাদ হইল, সংযুক্তার মস্তকে যেন বজ্র নিপতিত হইল। পতিকে যুদ্ধে বিদায় দিয়া কহিলেন "এবার স্বর্গে গিয়া পুনরায় ঐ মুখ দেখিব। পৃথিবীতে ও মুখ দেখা আর ভাগ্যে নাই।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। শঠ যবনচক্রে পৃথ্বীরাজ বন্দী ও নিহত হইলেন। আর ঐশী-শক্তিশালিনী সতী-শিরোমণি দেবী সংযুক্তা হাসিতে হাসিতে চিতারোহণ করিলেন।

আর এক তেজস্বিনী রমণীর চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া অদ্য বিদায় লইব। গানোর রাজ্যের অধীশ্বরী যবনদিগের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে পাঁচটী দুর্গ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নর্ম্মদানদী-তীরস্থ তাঁহার এক দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তথায় আসিয়া পৌছিতে না পৌছিতেই যবনসৈন্য তাঁহার অনুসরণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইল। এ দিকে পৌনঃপুনিক যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যদল অল্পসংখ্যক ও হীনোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। রাণীর সাহস থাকিলে কি হইবে? দুর্গ অত্যল্প কালের মধ্যেই শত্রু-কর-তল-গত হইল। ঐ পশ্চাদ্ধাবনশীল যবন বীর বর্ত্তমান ভূপাল রাজবংশীয়দিগের আদিপুরুষ। বীরবর গানোর রাজ্ঞীর অসামান্য রূপলাবণ্যে এতাদৃশ মোহিত হইয়াছিলেন যে, দুর্গজয়ের পরক্ষণেই তিনি রাণীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, যদি রাণী তাঁহাকে বিবাহ

করেন, তাহা হইলে রাণীর নিজ রাজ্যত থাকিবেই, অধিকন্তু তাঁহারও সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবেন। খাঁ সাহেব এই প্রস্তাব করিয়া প্রাসাদের নিম্নতলে রাণীর উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাণী দেখিলেন, এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলে কোনও ফল নাই, বরঞ্চ বলপ্রকাশের সম্ভাবনা। সুতরাং তিনি সম্মতি জানাইয়া উত্তর দিলেন যে, "খাঁ সাহেবের অদ্ভুত বীরত্বে তিনিও মোহিতা ও পরম প্রীতা হইয়াছেন ; এবং তাঁহার প্রস্তাবে তিনি বিশেষ আপ্যায়িতা হইয়াছেন। শুভ বিবাহ এই প্রাসাদেই সম্পন্ন হইয়া যাউক ! তবে এই প্রার্থনা যে, উভয় পক্ষই যেরূপ সম্ভ্রান্ত, তাহাতে সম্মানানুযায়ী পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার জন্য এক প্রহর সময় ভিক্ষা দিতে হইবে।" বলা বাহুল্য, খাঁ সাহেব এই প্রস্তাব অতি প্রীতমনে অনুমোদন করিলেন। মহাসমারোহে বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। কর্কশ রণবাদ্যের পরিবর্ত্তে মধুর বৈবাহিক বাদ্য বাজিতে লাগিল। রাণী খাঁ সাহেবের নিকট বিবাহোপযোগী মহার্ঘ পরিচ্ছদ ও রত্নালঙ্কার উপঢৌকন পাঠাইয়া দিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়াবসানে খাঁ সাহেব অন্তঃপুরে আহূত হইলেন। তিনি সানন্দে রাজ্ঞী-প্রেরিত বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া বরবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, রাজ্ঞী তাহা অপেক্ষাও শতগুণে অধিক সুন্দরী। রাণী অতি সমাদরে তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে বসাইলেন। নানাবিধ প্রেমালাপে সময় মুহূর্ত্তবৎ অতিবাহিত হইতে লাগিল। খাঁ সাহেব রাণীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া নির্নিমেষনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার গা কেমন করিতে লাগিল ; অত্যন্ত গরম বোধ হইতে লাগিল। পাখা চলিল, শীতল সলিল সেক করা হইল, কোনও ফলোদয় হইল না। খাঁ সাহেব অধীর হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। রাণী এই সময় তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "শুন খাঁ, তোমার শেষের সে দিন উপস্থিত, আমাদের বিবাহ ও মৃত্যু একত্রে সম্পাদিত হইবে। তুমি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছ, সে সমস্তই বিষাক্ত ! কি করি বল, সতীত্ব রক্ষা করিবার, অপবিত্রতার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার অন্য উপায় রাখ নাই।" রাণীর এই উক্তি শ্রবণে সকলে চমকিত হইয়া উঠিলেন, রাণীও তৎক্ষণাৎ গবাক্ষ দিয়া নিম্নে নর্ম্মদা-সলিলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। ঐ দিকে বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া খাঁ সাহেবের মৃত্যু হইল।

সতীত্বের মহিমা হিন্দুরমণীর ন্যায় অন্য কোন দেশের রমণী বুঝিয়াছে কি ?

( ক্রমশঃ )

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী।

No. 372. January, 1896.



# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭২ সংখ্যা। | পৌষ ১৩০২—জানুয়ারী, ১৮৯৬। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া—প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বাবু জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁহার নবাবিষ্কৃত আলোকের আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ইংলণ্ডের "রয়াল সোসাইটী" নামক সভায় পাঠান, তাহা তথায় আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যার্থ উক্ত সভার ফণ্ড হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইবে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নয়।

বিবি বেজাণ্টের বক্তৃতা—ডিসেম্বরের ২৭এ হইতে ৩০এ পর্য্যন্ত চারি দিন বিবি বেজাণ্ট থিওজফিক্যাল সভার আদিয়ার শাখায় কর্ম্ম, ধ্যান, সিদ্ধি এবং মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে ৪টী বক্তৃতা করিবেন।

যুবরাজের সৌজন্য—কোনও ভদ্রলোক যুবরাজের সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রত্যেক বার "Your Royal Highness"—"আপনার রাজকীয় মহিমা" বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন; তাহাতে যুবরাজ বলিলেন "অত কথা না বলিয়া "Sir" (মহাশয়) বলুন, অনেক কম সময় নষ্ট হইবে এবং আমি এইরূপ সম্বোধন ভালবাসি।

বস্ত্র রোগের কারণ—এক রুষ বৈজ্ঞানিক অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন, বস্ত্র পরিধান হেতু মানবের এত রোগ হয়, বিবস্ত্র থাকিতে পারিলে নীরোগ হওয়া যায়। অন্যান্য জন্তুর সহিত মানবের পার্থক্য কেবল বস্ত্র পরিধানে নয়—রন্ধন, বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মযাজনে; এগুলিও কি রোগের কারণ? তবে বস্ত্র রোগও আছে।

ছারপোকার [illegible]াতি—আমেরিকার কানসাস প্রদেশের উইচিটা নগরে গত ২৭এ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে পঙ্গপালের ন্যায় ছারপোকা পাল সমুদায় নগর ছাইয়া ফেলে, রাস্তা ছারপোকায় আধ ইঞ্চি পুরু হয়। ইহাদের আবরণে তাড়িতালোক ম্লান হইয়াছিল, মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হয়, সকল স্থানই ছারপোকাময় !!

ছাত্রীনিবাস-প্রতিষ্ঠা—পুরাতন ছোট লাট গত ১২ই ডিসেম্বর কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ছাত্রীদিগের জন্য নির্ম্মিত ছাত্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার নাম ইলিয়ট ছাত্রীনিবাস হইল।

পারিসের চোর—বর্ত্তমান বর্ষের জুন মাস পর্য্যন্ত ৪০০০ চোর ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী রাজকন্যা এবং আর কয়েকটী বড় বড় জমীদার-ঘরের মেয়ে। 'যার যে রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ।'

অন্ধদিগের জন্য ঘড়ী—এক সুইডেনবাসী এক প্রকার ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার দাগের মাঝে ছোট ছোট খোঁটা বসান। অন্ধ ব্যক্তি হাত বুলাইয়া সময় বুঝিয়া লয়।

সারদা-সদনে খ্রীষ্ট বিভীষিকা—মারহাট্টা পত্র লিখিয়াছেন, পণ্ডিতা রমা বাইয়ের সারদা-সদনে এককালে ১২টী হিন্দু রমণী খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন। ইহাতে হিন্দুরা ভীত হইতে পারেন।

মহারাণীর পতিভক্তি—উইণ্ডসর কাসেল রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষ পুনঃ সজ্জিত হইয়াছে। ইহার দ্বারের উপর মহারাণীর নিজের সুন্দর পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিত আছে "এই কক্ষের প্রত্যেক দ্রব্য আমার স্বর্গীয় স্বামী কর্ত্তৃক আমার রাজত্বের চতুর্বিংশ বৎসরে আমার জন্য মনোনীত।"

---

# স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ।

অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির আমোদ-উপভোগেচ্ছা অতিশয় প্রবলা। এ কথার সত্যতা বিষয়ে আমাদিগেরও কোন সন্দেহ নাই। আমরা লোকবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের জীবন ও কার্য্য আলোচনা করিয়া যে এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। এ জগতের সভ্য, অসভ্য, অতীত, বর্ত্তমান, সকল জাতির ও সকল সময়ের স্ত্রীলোকের প্রকৃতি আলোচনা করিলে অনুভূত হয় যে, আমোদ-উপভোগেচ্ছা স্ত্রীচরিত্রে স্বতঃ প্রবলা।

কিন্তু এই স্বাভাবিক বৃত্তি অনুশীলন ও চরিতার্থ করা বিধাতার ইচ্ছা কি না, ন্যায় ও পবিত্রতার অনুমোদিত কি না, তাহা না বুঝিলে ইহা নারী-সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এ জগতে আমোদ

যেরূপ উপকারী, সেইরূপ অপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে শ্রেণীবিশেষের লোক শুষ্কহৃদয় বলিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, আমোদের বড়ই বিদ্বেষী। আমরা, আমোদের সেই স্বতঃ-বিরোধী ব্যক্তিগণের অবস্থা "দয়া-উত্তেজক" বলিলে, বোধ হয় অন্যায় কথা হয় না। কারণ ( বিদ্বেষ ভাব প্রযুক্ত ) তাঁহারা আমোদের এত বিরোধী যে, "আমোদ" নাম শুনিলেই তাঁহাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া যায়। তাঁহাদের বিবেচনায় আমোদ বালকোচিত অসার ও মনুষ্যত্ব-নাশক কার্য্য। তাঁহারা নিজে তো গম্ভীর, বিষণ্ণভাবে থাকিবেনই, তাহার উপরে পরের হাসি, পরের প্রফুল্লতা, তাহাও সহিতে পারেন না। মানুষ কড়া-কড় নিয়মে থাকিবে, পরিমিত সুখ চাহিবে, যতক্ষণ কাজ করিবার ততক্ষণ কাজ করিবে, বিশ্রামকালে একটা দারুণ নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে কড়ি কাঠের দিকে চাহিয়া হাই ছাড়িতে থাকিবে—ফলতঃ সকল সময়েই "বিষণ্ণতা" নামক এক দেবীর পরিচালনায় 'চোখ-ঢাকা বলদের' মত নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবে, এই হইল তাঁহাদের বিবেচনায় "মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা।" যদি মানুষের প্রাণে আনন্দ-লালসা না থাকিত, যদি আনন্দে একটা অশাসিত উচ্ছ্বাস না থাকিত, যদি "হাসি" বলিয়া বিশ্বসংসারে যে একটা জিনিস আছে, সেই জিনিসটা না থাকিত, আর মনুষ্যজীবন যদি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সূত্রের মত অথবা ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মত এক একটা নীরস বাঁধা বাঁধির মধ্যে থাকিত, তাহা হইলেই বোধ হয় এই শ্রেণীর লোকগুলি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বয়ং বিধাতার ইচ্ছা সেরূপ নহে, সুতরাং বেচারাদিগের বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি নিবারণের কোনও উপায় দেখা যায় না। স্ত্রীলোকের পক্ষে "আমোদ" অনিষ্টকর ভাবিয়া যে ইঁহারা এত অসন্তুষ্ট তাহা নহে—"আমোদ" শব্দের উপরেই ইঁহাদিগের অপ্রবৃত্তি। এ রকম "ব্যক্তিগত বিদ্বেষ" অবশ্য ধর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু শুষ্কচরিত্র মানবের কথায় না হউক, একদিকে আমোদ হইতেই মানবের মহা অধর্ম্ম, মহা সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। মানুষ যদি ন্যায়ের পথ ভুলিয়া আমোদে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম, হিতাহিত কিছুই মনে থাকে না। বলিতে কি, এ জগতে যত কুকার্য্য হয়, আমোদেচ্ছাই তাহার অনেকগুলির মূল স্বরূপ। আমোদের লোভে কত মানুষ হৃদয়হীন রাক্ষসের মত কাজ করে, কত মানুষ মোহান্ধ হইয়া ইহকাল, পরকাল ডুবায়, তাহার ঠিকানা নাই। মানুষ মদ খায়, গুলি খায়, আমোদের লোভে; মানুষ ( অনেক সময়ে ) চুরি করে, ডাকাতি করে, আমোদের লোভে; এ সব কাজের অপেক্ষা আরও ঘৃণিত, আরও ভয়ানক কাজ করে আমোদের লোভে। এমন জিনিস স্ত্রীজাতির হাতে দিতে কি মানুষের প্রবৃত্তি হয়? আর এমন জিনিস গ্রহণ

করিতেই বা কোন্ রমণীর প্রবৃত্তি হয় ?— এ বিষয়ে কথা আছে।

কেবল আমোদ বলিয়া নহে ; মানবের উপভোগ্য বহুতর জিনিসেরই এই রকম দশা হয়। ইহার কারণ এই যে, জগদীশ্বর —করুণাময় জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল ক্ষুদ্রতর ও মহত্তর মনোবৃত্তি দিয়াছেন, সেই সকলগুলি চরিতার্থ করিবার জন্য জগতে বহুবিধ উপাদানও রাখিয়াছেন। মানব ন্যায় পথে থাকিয়া সেই সকল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। এইরূপে প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ করিতে পারিলেই মানব-জীবনের উন্নতি সাধিত হয়। ইহার অন্যথাই মানবের সকল অবনতির মূল অর্থাৎ অন্যায়ের পথে গিয়া মানব যদি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, তাহা হইলেই তাহার জীবন পশুবৎ জঘন্য হইয়া থাকে।*

মানবের সকল মনোবৃত্তির মধ্যে আমোদেচ্ছাও এক বৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে ইংরাজিতে "এস্থেটিক" ( Aesthetic ) বলে। বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবু "চিত্তরঞ্জিনী" বৃত্তি বলিয়াছেন। আমরা সেই বঙ্গ-সাহিত্য-গুরুর পথানুসরণে ইহাকে সেই নামে অভিহিত করিতেছি। এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কার্য্য আনন্দোৎপাদন ও আনন্দ-গ্রহণ। এই বৃত্তির চরিতার্থতা রূপ আনন্দকেই আমরা বলিয়া থাকি, "আমোদ"। অতএব জগদীশ্বর যখন এই মনোবৃত্তি দিয়াছেন, এবং ন্যায় পথে থাকিয়া ইহা চরিতার্থ করিবার বহুতর উপায় বিধান করিয়াছেন, তখন ন্যায় পথে থাকিয়া বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করা আমাদের এক পরম কর্ত্তব্য। আর এই ন্যায় পথ ভুলিয়া আমরা যদি দূষিত আমোদ উপভোগ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলেই আমাদিগের সর্ব্বনাশ হয়, আমাদের জীবন মহাকলঙ্কে কলঙ্কিত হয়, আমরা মানবজন্মে প্রকৃত পশুত্ব প্রাপ্ত হই। এই জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত আমোদ উপভোগ করা আমাদিগের উচিত।

এ সংসারে মানব যে দূষিত আমোদ গ্রহণ করে, তাহার প্রধান কারণ তিনটী। প্রথমতঃ মানব শিক্ষা ও সাহচর্য্যের দোষে বিকৃত রুচি প্রাপ্ত হইলে, তাহার সকল ইচ্ছা ও কার্য্যেরই বিকৃতি ঘটে। কৃমি কীট যেমন ফুলের সৌরভ সহিতে পারে না, নরককুণ্ডেই আনন্দ লাভ করে, বিকৃত-রুচি মানব সেইরূপ সাধু পবিত্র ভাব-পূর্ণ আমোদে আনন্দ প্রাপ্ত হয় না, ঘৃণিত পাশবাচরণে "পরম আমোদ"

*এইজন্য কোন্ প্রবৃত্তি কিরূপে পরিচালিত করিলে তাহা ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অনুমোদিত হয়, সে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা মানব-জীবনের এক প্রধান কর্ত্তব্য। সে শিক্ষা না পাইলে মানব ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতিতে যতই উন্নতি লাভ করুন না কেন, তাঁহার আপনার প্রতি কোনও অধিকার থাকে না। তাঁহার দ্বারা জগতের অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন হইলেও তিনি আপনাকে আপনি পরিচালিত করিতে পারেন না।

অনুভব করে! যদি ভগবান্ কৃপা করিয়া সাধুসঙ্গ বা সাধু ইচ্ছার উত্তেজনায় ইহাদিগের রুচি পবিত্র করিয়া দেন, তাহা হইলেই ইহাদের জীবনের উন্নতি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে মানব ক্রমাগত আমোদ উপভোগ করে, তাহার এত আসক্তি জন্মে যে, ক্রমশঃ অধিকতর আমোদ উপভোগ করিতেই ইচ্ছা হয়। এইরূপ লালসা বশতঃ মানব পবিত্রই হউক, আর অপবিত্রই হউক, আমোদমাত্রই উপভোগ করিয়া আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করে। তৃতীয়তঃ, ক্ষুধার্ত্ত মানব উপযুক্ত আহার্য্য না পাইলে কুপথ্য খাইয়া যেমন ক্ষুধাবৃত্তি চরিতার্থ করে, আমোদপ্রিয় মানব-চিত্ত নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে না পাইলে দূষিত আমোদ উপভোগে আত্মা কলুষিত করে।* এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

আমাদের সহজ বুদ্ধিতে অনুভূত হয় যে, শেষোক্ত দুইটী কারণে এরূপ দুর্ঘটনা —অর্থাৎ অতিরিক্ত লালসা বশতঃ অথবা নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগের অভাব প্রযুক্ত যে দূষিত আমোদ-উপভোগেচ্ছা, দয়াময় জগদীশ্বর তাহা নিবারণের উপায় এত সহজ করিয়াছেন যে একটু চেষ্টা করিলে সকলেই তাহা নিবারণ করিতে পারেন। ইহা নিবারণের উপায় সংযতচিত্তে নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলন। এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় যে, যে ব্যক্তি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে, সুরাপানে তাহার যেমন প্রবৃত্তি জন্মে না, যে সংযত-চেতা ব্যক্তি নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে পায়, ঘৃণিত আমোদ উপভোগ করিতে তাহারও সেইরূপ প্রবৃত্তি হয় না। নির্দ্দোষ আমোদে মানবের পবিত্রতা-পিপাসা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অতএব নির্দ্দোষ আমোদ যে স্ত্রীজাতির উপযোগী, এ কথা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাতে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিকী বৃত্তি চরিতার্থ হয়, হৃদয়ের উন্নতি হয়, সামাজিক সুখ ও মঙ্গল বর্দ্ধিত হয়। রমণী বিশ্রাম-সময়ে, সংযতচিত্তে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিলে প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে পারেন।

প্রাচীন কালে ভারত মহিলাদিগকে নৃত্য, গীত ও চিত্রশিক্ষা দেওয়া হইত, সংস্কৃত অনেক গ্রন্থে তদ্বিষয় লিখিত আছে। সীতা, সাবিত্রী বা শকুন্তলা ও অন্যান্য রাজমহিষীরাও অনেক সময়ে তপোবনে গিয়া প্রকৃতির সরল, শ্যামল সৌন্দর্য্যছটায় মুগ্ধ হইতেন। মুসলমান মহিলাগণের মধ্যেও চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা প্রচলিত ছিল। এ সকল নির্দ্দোষ আমোদ-অনুশীলনের উপকরণ। বর্ত্তমান সমাজে ইয়োরোপ প্রভৃতি স্থানে রমণী-

* এ দেশে নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলন রীতি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত না থাকায়, বঙ্গীয় সমাজে অনেক দূষিত আমোদ প্রচলিত। বাইনাচ, খেমটা নাচ, অশ্লীল গান ও গ্রাম্য কবির লড়াই এবং আরও কত রকম এ দেশে চলিতেছে। বড়ই লজ্জার কথা!

গণকে বিবিধ আচারানুষ্ঠানের সহিত নির্দ্দোষ আমোদ শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারই অনুকরণে এ দেশে বেথুন কলেজ প্রভৃতি দুই একটী উচ্চতর স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিল্প ও সঙ্গীতের চর্চ্চা হইতেছে বটে, কিন্তু ক্রমশঃ বঙ্গবাসিনীদিগের উপযোগী অধিকতর আমোদের পন্থা উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। কলেজের ছটি পাঁচটী মেয়ে নির্দ্দোষ আমোদের শিক্ষা পাইলেই যথেষ্ট হইল না, সমগ্র বঙ্গবাসিনীগণ যাহাতে এই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

( ক্রমশঃ )

---

# উদাসীনের চিন্তা।

## ঈশ্বর-তত্ত্ব।

মোক্ষদা একজন ধ্যানপরায়ণা যোগিনী। তিনি বহুদিনের কঠোর সাধনার পর সিদ্ধকামা হইয়াছেন। এখন অনেক মহিলা তাঁহার অমৃতোপম ধর্ম্মকথা শুনিতে আসেন। তিনিও মহিলাদিগের সহিত প্রায় সমস্ত দিন ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতে ভালবাসেন। তিনি প্রাচীনা বলিয়া নবীনারা সকলেই তাঁহাকে 'দিদি মা' বলিয়া সম্বোধন করেন। একদিন সরোজিনীনাম্নী বিংশতিবর্ষীয়া এক যুবতী ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ের সাদর সম্ভাষণের পর সরোজিনী পার্শ্বস্থ এক আসনে উপবেশন করিলেন। বহুদিন হইতেই তাঁহার মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। স্বয়ং কোন মীমাংসায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া মোক্ষদার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি মা! সকলের নিকট শুনিতে পাই, এই জগৎ-কার্য্যের একজন কর্ত্তা আছেন, তিনিই ইহা রক্ষা কচ্ছেন, আবার তিনিই কালে বিনাশ করেন। কই আমিত কাহাকেও দেখ্‌তে পাই নাই, তবে এ কথা বিশ্বাস করবো কেন? যাহা প্রত্যক্ষ কর্ত্তে পাচ্ছি না, সে কথাত বিশ্বাস কর্ত্তে মন চায় না।

মো। তুমি যে তোমার জননীর গর্ভে জন্মেছ এ কথা বিশ্বাস কর কি?

স। হাঁ, তা বিশ্বাস করি বই কি?

মো। সে কথা কি দেখে বিশ্বাস কর, না শুনে বিশ্বাস কর?

স। হাঁ, শুনেই বিশ্বাস করি, কিন্তু যদি আর কাহারও সন্তান হতে না দেখ তেম, তাহলে হয়ত এ বিশ্বাস ম্লান হয়ে পড়্‌ত। আরও দশটী সন্তান

জননীগর্ভে জন্মিতেছে দেখিয়া আমিও যে মায়ের উদরে জন্মেছি, এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হচ্ছে।

মো। বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে এখানে কথা হচ্ছে না, অপ্রত্যক্ষ কোন বিষয় লোকের মুখে শুনিয়া লোক বিশ্বাস করে কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। তুমি যখন এক বিষয়ে তাহা স্বীকার কর্লে, তখন অন্য বিষয়ে তাহা স্বীকার করা অসম্ভব, এ কথা বলতে পার না।

স। আপনার কথা মানিয়া লইলাম, কিন্তু যাঁহারা আমার জন্মঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, আমি তাঁহাদের কথাতেই বিশ্বাস করি, । যদি কেহ ঈশ্বরকে এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার কথার উপর প্রত্যয় করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারি। কোথাও এরূপ লোকত দেখি না।

মো। এরূপ লোক দেখ না তাহার অর্থ কি? যাঁহারা ঈশ্বর আছেন বলেন, তাঁহারা কি মিথ্যা কথা বলেন?

স। আমিও ত এক সময়ে ঈশ্বর আছেন বলতেম, এখন আমার সন্দেহ জন্মেছে। আমি এখন দেখ্‌ছি আমার ওরূপ বলা মিথ্যা না হলেও সত্য নহে, উহা সংস্কারমূলক মাত্র, জগতের সকল লোকেই এরূপ সংস্কারের অধীন হ'তে পারে।

মো। মানিয়া লইলাম যে, জগতের অধিকাংশ লোকের ঈশ্বরে প্রত্যয় সংস্কারমূলক, কিন্তু সকল লোকের পক্ষে যদি উহা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সংস্কারের উৎপত্তি কোথা হ'তে হল?

স। ভ্রম হইতে কি সংস্কারের উৎপত্তি হয় না? সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ ক'রে থাকে, এ সংস্কার আজিও মানবের মনে বিদ্যমান আছে, এক সময়ে সকল লোকেই ইহা বিশ্বাস কর্ত্তো। সুতরাং সকল সংস্কারই জ্ঞানমূলক, এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কারও এইরূপ ভ্রমাত্মক মনে করি না কেন? কালে লোকের মনের এ ভ্রম ঘুচিতে পারে; এবং এখন যেমন অনেক লোক সূর্য্যের এবং পৃথিবীর স্থিরতা ও গতি বিশ্বাস করিয়া থাকে, সেইরূপ অনেক লোক মন থেকে ঈশ্বর-বিশ্বাস দূরীভূত করিয়া জড়বাদীদের মত জগৎকে জড়ীয় শক্তির কার্য্য ব'লে মনে কর্ত্তে পারে।

মো। কথা কাটলে চল্‌বে না; আচ্ছা, তুমিই এই সংস্কারের মূল কোথায় এক বার নির্দ্ধারণ কর। সূর্য্য সম্বন্ধে দৃষ্টিশক্তির অপূর্ণতাই ভ্রমের মূল। নয়ন যাহা ভুল করে, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তাহা শোধন করিয়া দেয়। কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্বন্ধে ভ্রমের আদি কারণ ঠিক্ কর্ত্তে হবে।

স। আমি যাহা বুঝেছি তাহা বলি। কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, আমরা ইহা প্রত্যক্ষ কর্ত্তে পারি। তাই জগৎকে কার্য্য মনে ক'রে তারও এক কারণ আছে, ইহা অনুমান করে লই। কিন্তু জগৎকে কার্য্য মনে না কর্লে কারণের

অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য মনে কল্লেও জড়বাদীদের মত জড়ীয় শক্তিকে কারণ বলিয়া মান্‌লেই চলে।

মো। তুমি অনেকটা এগিয়ে এসেছ, তোমাকে কার্য্য ও কারণ শব্দের লক্ষণা দিতে হবে। তার পর কার্য্যমাত্রেরই যে কারণ আছে, তাহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য কিরূপে বল্লে?

স। আপনার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক্ হয় নাই। যা হোক বিচার না কল্লে সন্দেহ যায় না। বিচার কর্ত্তে হবে। আকৃতি কিংবা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনই কার্য্য শব্দের বাচ্য, শক্তি না হইলে কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তনোৎপাদন-সমর্থ শক্তিশালী বস্তু বা সত্তাই কারণ শব্দের বাচ্য। আমরা বাহ্য জগতে এইরূপ পরিবর্ত্তন অহর্নিশ প্রত্যক্ষ ক'রে থাকি এবং তাহার মূলে শক্তিশালী কারণও দেখ্‌তে পাই।

মো। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝালে ভাল হয়।

স। আগুনে হাত দিলেম, হাত পুড়ে গেল। হাতের যে বর্ণ যেরূপ ছিল, অগ্নিদগ্ধ হওয়াতে তাহার পরিবর্ত্তন হ'ল। মনে যে ভাব বিদ্যমান ছিল, অগ্নিদাহের পর তাহা তিরোহিত হইয়া যন্ত্রণা উপস্থিত হ'ল। বাহিরে শরীরে—অন্তরে মনে পরিবর্ত্তন ঘটিল। সুতরাং অগ্নির দাহিকা শক্তিই ইহার কারণ।

মো। শক্তি ভিন্ন পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে না, এ কথা কে বল্লে? তার পর অগ্নির যে দাহিকা শক্তি আছে, তাহা কিরূপে প্রত্যক্ষের বিষয় হ'ল? শক্তি কি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা? যদি তাহা হয়, তা হ'লে কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা শক্তি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে?

স। কেন সকলেইত বলে যে, শক্তি ভিন্ন পরিবর্ত্তন ঘট্‌তে পারে না?

মো। তুমি আমার ভ্রম দূর কর্ত্তে যেয়ে আপনিই ভ্রমে পড়্‌ছ। সকলে বল্লে বলেই একটি কথা সত্য ব'লে কি মেনে নিতে হবে?

স। তবে আমি জানি না, আপনি যদি এ বিশ্বাসের মূল কোথায় জানেন, আমায় বলুন।

মো। শক্তির অস্তিত্ব এবং শক্তি ভিন্ন যে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না, ইহা আমরা অন্তর্দর্শন দ্বারা লাভ করি। তুমি যে অগ্নির দাহিকা শক্তির বিষয় বিশ্বাস কর, উহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য নহে, উহা ধ'রে লওয়া বিশ্বাস মাত্র। পশ্চিম' দেশে এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের নেতা অগস্ত কোমতে। তাঁহাদিগকে পজিটিভিষ্ট বলে। তাঁহারা যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ না করেন, তাহার অস্তিত্ব মানেন না; এ জন্য তাঁহারা অগ্নির দাহিকা শক্তি অস্বীকার করেন। তাঁহারা কোন শক্তির অস্তিত্বই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং তাঁহারা কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, এ কথা বিশ্বাস করেন না। যাহাহউক তাঁহাদের কথা ছেড়ে দি।

আমরা আমাদের অন্তরে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। আমরা ইচ্ছা মাত্র মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হই। ইচ্ছা এখানে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নহে। ইচ্ছা নিজ-বলে মনের অবস্থান্তর জন্মাইতেছে, ইহাই প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞান। সুতরাং অন্তরেই প্রথমতঃ কারণের সহিত সাক্ষাৎ দর্শন হয়। উহাই আমরা বাহিরে প্রতিফলিত করিয়া থাকি। অন্তরে এ জ্ঞান না জন্মিলে বাহিরে কেহ শক্তির অনুভব করিয়া লইতে পারিত না। আর এক কথা এখানে বলিয়া রাখি। কোন বিষয়ের আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিতে হইলে যদ্বিষয়ে অনুমান করিতে হইবে, তাহার সহিত পূর্ব্ব বিষয়ের মিল থাকা প্রয়োজনীয়। ইচ্ছাশক্তির কারণত্ব ভিতরে প্রত্যক্ষ করি, সুতরাং বাহিরের কারণও তদ্রূপই হওয়া সম্ভবপর। তাহাকে অচেতন জড়ীয় শক্তি বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অভিজ্ঞতা-বিরোধী কথা। শক্তির আধার জড় হইতে পারে, কিন্তু যে শক্তি বহির্জগতে পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে, তাহা জড়ীয় শক্তি হইতে পারে না; কারণ জড়ীয় শক্তি কিরূপ তদ্বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই। আজ তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আর অনেক জটিল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, সুতরাং এ বিষয়ে তোমার গভীর চিন্তা করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে আর এক দিন এ প্রসঙ্গ করা যাইবে। শ্রীচঃ।

---

## কেন আছি?

১

জগদীশ!
কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
নয় তো আমার "ঠাঁই,"
জগতে কোথাও নাই,
সারা ধরা রৌদ্র-ভরা সাথা যায় জ'লে,
আমি আছি দীনবন্ধো! তুমি মোর ব'লে!

২

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
বাসন্ত মলয়-বা'য়,
লাগে না আমারি গা'য়,
আমার বরষা নাহি আনন্দ উছলে!
অবনী আমার শুধু
শূন্য মরু—করে ধূধূ,
হাসে না চাঁদিমা তার, নীলাকাশ-জলে;
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৩

আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে,
আমারি পাপিয়া পাখী
ডাকে না অমিয়া মাখি,
ফোটে না আমার ফুল কিশলয়দলে!
দেখিয়া শিখেছি তাই,

সংসারে যাহাই পাই—
সে হৃদি দুষ্প্রাপ্য, যাহা দীন দেখে গ'লে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৪

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
যতই "আত্মীয়" বেশে,
সংসারে দাঁড়াই এসে,
গর্ব্বিত সংসার তত, পা'য় যায় দ'লে!
সে ব্যথায় কি যাতনা,
সে তো তাহা বুঝিল না,
সে যে গো ফিরায় মুখ মুখোমুখি হ'লে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৫

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
কে বোঝে পরের ব্যথা,
মর্ম্মভেদী নির্ম্মমতা
শিথিল ভগন বুকে কি আগুন জ্বলে?
বিদ্রূপের বজ্র ঘা'য়,
কেন প্রাণ ভেঙে যায়?
বিরক্তি-ব্রহ্মাস্ত্র কেন বিঁধে মর্ম্মস্থলে?
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ বলে!

৬

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
তা'না হ'লে এত দিন,
মুছি এ দেহের চিন্,
কবে সে শ্মশান-ভস্ম ধুয়ে যেত জলে;
কত উগারিত গিলে,
শৃগাল শকুনি মিলে,
হইত আনন্দ-ভোজ মাংসাহারিদলে!
হয়নি তো আজো—মোর তুমি আছ ব'লে!

৭

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
নয় তো কোথাও নাই
আমার শান্তির ঠাঁই,
কেউ নাই কাছে ডাকে "আপনার" ব'লে!
তুমিই অনাথনাথ!
পসারি স্নেহের হাত,
মা' বাপ সকলি হয়ে, টানিতেছ কোলে!
আমি তাই আছি, মোর তুমি আছ ব'লে!

৮

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
দয়াময়! প্রাণারাম!
অনন্ত স্নেহের ধাম!
স্মরণে স্বরগ-গঙ্গা মরমে উথলে!
দূরে যায় শোক দুখ,
প্রেমানন্দে পূর্ণ বুক,
নবীন জীবন জাগে ভাঙা হিয়া-তলে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

৯

আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!
তুমি এ ব্রহ্মাণ্ডপতি,
আমি অণু এক রতি,
তোমারি সকলি—যাহা দেখি ধরাতলে;
কিন্তু মম তোমা বই,
"আমার" বলিতে কই?
আমারি সর্ব্বস্ব তুমি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে!

১০

আমি আছি, সে কেবলি তুমি আছ ব'লে
জগত দিল না ঠাঁই,
সে দুখ এখন নাই,

খেলা ভেঙ্গে যায় শিশু জননীর কোলে!—
না হয়, আমার খেলা
ভেঙেছে সকাল বেলা,
আছে তো মায়ের কোল, আমি শো'ব ব'লে?
গিয়াছে সুখের আশ,
মুক্ত বাসনার পাশ,
আর কেন কারাবাস, এস যাই চলে!
এ দেশের "অনুরাগে"
আর নাহি মন লাগে,
তোমার আনন্দ-ধাম কোথা, দাও ব'লে,
মিশে যা'ক্ এই বিন্দু, মহাসিন্ধুজলে।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

---

## সার্ তেরুভারব মথুর স্বামী।

মহদ্বংশসম্ভূত মহাত্মা ভেন কাটা নারায়ণ শাস্ত্রীর স্বনাম-প্রসিদ্ধ পুত্র মহাত্মা মথুর স্বামী খৃঃ ১৮৩২ অব্দে তানজোরের অন্তর্গত ভাচুভাদী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মথুর স্বামীর বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ এবং তাঁহার পরলোকগত অগ্রজের বয়স দ্বাদশবর্ষ, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের পিতৃদেবের দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হওয়াতে সংসারের সমুদয় ভার তাঁহাদিগের দুইজনের উপর নিপতিত হয়। তাঁহাদিগের জননী তানজোরের অন্তর্গত একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর সন্ততি ছিলেন। স্বীয় পতির দুরবস্থা নিবন্ধন সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না দেখিয়া, তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার মানসে তিনি তিরুভারাবে স্বীয় পিতৃভবনে গমন করেন।

মাতা বুদ্ধিমতী ও উন্নতপ্রকৃতি হইলে সন্তান সন্ততি যে বুদ্ধিমান্ ও উন্নতপ্রকৃতি হইয়া থাকে, তাহার বহুল নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশের গৌরব বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। আর এক দৃষ্টান্ত মহাত্মা মথুর স্বামী। ইনি যে সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া ভারতমাতার সুসন্তানগণের অন্যতম হইয়াছেন, সেই সকলের বীজ তদীয় মাতৃদেবী কর্ত্তৃক শৈশবেই তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। মহাত্মা মথুর স্বামী মাতার তত্ত্বাবধানে ও যত্নে অল্প দিনের মধ্যে তামিল ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া, তিরুভারাবে একজন তহশীলদারের নিকট তহশীলদারী কার্য্য শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হন।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে মহাত্মা মথুর স্বামী মাতৃহীন হন। মাতৃদেবীর তিরোভাব ও পিতৃদেবের দৃষ্টিহীনতা, এই দুই কারণে তিনি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অগ্রজ ইতিপূর্ব্বে গতাসু হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি ভিন্ন পিতৃসেবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। এই সময়ে অর্থের নিতান্ত অসদ্ভাব বশতঃই তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য সহকারী

তহশীলদারের কার্য্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৪ অব্দে সার হেনরী মণ্টকোমারির বন্ধু মথুর স্বামী নেক তেরু-ভারাবে তহশীলদার নিযুক্ত হন। তিনি মথুর স্বামীর বুদ্ধিমত্তার ও বিদ্যাশিক্ষার অদম্য উৎসাহের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কৰ্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নাগপট্টান মিশ-নারি স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিবার পরা-মর্শ প্রদান করেন। এই মহাত্মার উৎসাহে ও সাহায্যে মথুর স্বামী সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই স্কুলে এক বৎসর কাল পাঠ করিয়া মান্দ্রাজ উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং তথায় ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ শেষ করেন।

মহাত্মা মণ্টকোমারি তাঁহার শিক্ষার জন্য বিশেষ সাহায্য ও অনুগ্রহ করিয়া-ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন-কালে তানজোরের কালেক্টর মহাত্মা বিশপ, সদরুদ্দর রাজা সার টি মাধব রাও এবং মহাত্মা হরিরাও তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ অব্দে মান্দ্রাজ উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয় মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মহাত্মা মথুর স্বামী এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বপ্রধান প্রশংসা-পত্র ও লর্ড এলফিনিষ্টন-প্রদত্ত ইংরাজী রচনার পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। শিক্ষা-সভার পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পারি-তোষিক লাভ করেন এবং গবর্ণমেণ্টের "বে কোন কার্য্যের উপযুক্ত" এই মন্তব্যে সেণ্ট জর্জ গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি তাঁহার পরীক্ষক মহাত্মা হলওয়েল এবং উচ্চ বিদ্যালয় সভার সম্পাদক আলেক-জাণ্ডার এবারনটের করুণাকটাক্ষে পতিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পাওয়েল সাহেব তাঁহাকে বিলাত গিয়া সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্ম ও সমাজ-বিরুদ্ধ বোধে তিনি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান্ হইলেন না।

সার মণ্টকোমারির আনুকূল্যে তিনি তানজোরের কলেক্টারের অধীনে হিসাব-রক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর ১৫০৲ টাকা বেতনে স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়া এরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে, স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর রিচার্ড সাহেব শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের নিকট তাঁহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই তিনি বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মান প্রাপ্ত হন। ইহার পর ডিস্ট্রিক্ট মুনসেফ নিযুক্ত হইয়া কয়েক বৎসর বিলক্ষণ দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। তদানীন্তন সিভিল সেশন জজ বিউচাম সাহেব তাঁহার বিচারাদি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া-ছিলেন, এ প্রদেশে আমার পরিচিত দেশীয় বিচারকদিগের মধ্যে যদি কেহ

আমার সহিত একাসনে বসিয়া বিচার করিবার উপযুক্ত হন, তবে সে মথুর স্বামী।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ইনাম কমিশন স্থাপিত হইলে মহাত্মা মথুর স্বামী জর্জ্জ টেলারের একজন সহকারী নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে দুই বৎসর কাল নিযুক্ত থাকিয়া পরে ডেপুটী কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন এবং দুইটী তালুকের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। যৎকালে তিনি তানজোরের ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। তিনি পরে মাঙ্গালোরের প্রধান সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইয়া তিন বৎসর কাল এরূপ সুন্দররূপে কার্য্য করেন যে, অচিরেই মান্দ্রাজের প্রধান পুলিশ মাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। এই পদ হইতে প্রেসিডেন্সি টাউনের ছোট আদালতের বিচারপতি হন। এই সময়ে তিনি ডিস্ট্রিক্ট জজের পদ পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হন। দিল্লী দরবারের সময় মান্দ্রাজ হইতে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। দরবার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইনি মান্দ্রাজ ছোট আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে এক বর্ষ কাল নিযুক্ত থাকিবার পর তিনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯২ অব্দে কে সি আই উপাধিদ্বারা ইনি সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা মথুর স্বামী ভারতমাতার একটী সুসন্তান ছিলেন। তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি, ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বিচারশক্তি এবং প্রশংসার্হ স্বভাব চরিত্র তাঁহাকে সভ্য সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছে। তিনি হিন্দুর পূজ্য আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই পূজার্হ এমত নহে; তিনি হিন্দুর গৌরব ছিলেন। তিনি যে মাতৃভূমিকে ভাল বাসিতেন, হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব করিতেন এবং হিন্দু সভ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা অনেক ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। ইলবার্ট বিল এবং সম্মতি-আইন সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য তাঁহার দূরদর্শিতা ও হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতিতার পরিচায়ক।

বিগত ২৫ শে জানুয়ারি মহাত্মা মথুর স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত ভাণ্ডারের একটী উজ্জল রত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া দুঃখিতহৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "যথেষ্ট পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, ব্যবহারশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বজ্ঞান, অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং স্থির বুদ্ধি যদি বিচারকের আবশ্যক গুণ হয়, তাহা হইলে মহাত্মা মথুর স্বামী একজন বিচারক ছিলেন"। শ্রীমঃ।

# পুরাণ।

যে শাস্ত্রে বহুলরূপে প্রাচীন বৃত্তান্ত বর্ণিত থাকে, তাহাকে পুরাণ বলে। সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়), বংশ (সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ প্রভৃতি), মন্বন্তর (মনুদিগের অধিকার), বংশানুচরিত (নানাবংশীয় ব্যক্তিদিগের চরিত বর্ণন), এই পাঁচটী লক্ষণ পুরাণে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

চারি সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক হইল, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি পরাশর হইতে ভগবান্ বেদব্যাসের জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণ। দ্বীপে তাঁহার জন্ম হওয়াতে তিনি দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি চতুর্ব্বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস ও ব্যাস নাম প্রাপ্ত হন।

মহামতি বেদব্যাস, বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, কলিযুগের ব্রাহ্মণদিগের যেমন ধারণা-শক্তি, সেইরূপ প্রতিভাও ন্যূন হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বেদ রূপ কঠিন কৌশল ভেদ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ রূপ মহারত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব সুললিত ভাষায় উপাখ্যানাদির সহিত বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া আখ্যান(১), উপাখ্যান(২), গাথা(৩), ও কল্প শুদ্ধির (৪) সহিত একখানি পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। সূতজাতীয় (৫) লোমহর্ষণ, বেদব্যাসের নিকট পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করেন। লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইঁহারা লোমহর্ষণের নিকট প্রাপ্ত মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত পুরাণ-সংহিতা অবলম্বনপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক এক খানি পুরাণ সংহিতা প্রণয়ন করেন। ঐ তিনখানি পুরাণ-সংহিতার নাম অকৃতব্রণ সংহিতা, সাবর্ণ সংহিতা ও শাংশপায়ন সংহিতা। এই চারিখানি মূল পুরাণ এইক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে যে সমুদায় পুরাণ ও উপপুরাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা ঐ পুরাণ-

(১) আখ্যান অর্থাৎ প্রধান বর্ণনীয় রাজাদির বৃত্তান্ত।

(২) উপাখ্যান, অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত ব্যক্তিবিশেষের বিবরণ।

(৩) গাথা অর্থাৎ যমগীতা, পিতৃগীতা, পৃথ্বীগীতা প্রভৃতি।

(৪) কল্পশুদ্ধি, অর্থাৎ বারাহকল্প প্রভৃতি কল্প বিনির্ণয়।

(৫) সূতজাতীয়—বেণপুত্র পৃথুরাজার যজ্ঞে ইন্দ্রের আহবনীয় ঘৃতের সহিত বৃহস্পতির ঘৃত মিলিত হইয়া বর্ণসঙ্কর সূতজাতির উৎপত্তি হয়। বায়ুপুরাণ। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে সূত জাতির উৎপত্তি। যাজ্ঞবল্ক্য।

চতুষ্টয়ের সংগ্রহ। বেদব্যাসের শিষ্য প্রশিষ্যগণ সময়ে সময়ে ঐ সংহিতাচতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া নানাবিধ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরন্তু ঋষিগণের ঈদৃশ গুরুভক্তি যে,তাঁহারা নিজ নাম প্রকাশ না করিয়া, আদিগুরু বেদব্যাসের নামেই সমুদায় পুরাণ প্রচার করেন। এইক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণেই বেদব্যাস-প্রণীত মহাপুরাণ সংহিতার পঞ্চ লক্ষণ প্রায় বিদ্যমান আছে।

পরন্তু পুরাণ সমুদায়ের পরস্পর বিশেষ এই যে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত আছে, কোন পুরাণে কোন উপাখ্যান পরিত্যক্ত বা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে,কোন কোন অংশে সমুদায় পুরাণেই আদি পুরাণ-সংহিতার শ্লোক অবিকল আছে। কোন্ পুরাণ কোন্ সময়ে সংকলিত হইয়াছে, তাহা যদিও অসন্দিগ্ধরূপে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, তথাপি কোন্ পুরাণের পর কোন্ পুরাণ হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে।

প্রথম ব্রহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবত পুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয় পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্য পুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দপুরাণ, চতুর্দ্দশ বামনপুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্মপুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ, অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

নারদীয় পুরাণে কথিত আছে যে, পূর্ব্ব-কালে শতকোটি-শ্লোকাত্মক একমাত্র পুরাণ ছিল। তাহা হইতে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইত। পরে এই পুরাণ হইতেই সমুদায় শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। অনন্তর বিষ্ণু যখন দেখিলেন যে, কালানুসারে নানা শাস্ত্রের উৎপত্তি হওয়াতে কেহ আর পুরাণ অধ্যয়ন করেন না, তখন তিনি বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্লক্ষ-শ্লোকে পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। এই বেদব্যাস-প্রণীত মহাপুরাণ-সংহিতা অষ্টাদশ অংশে বিভক্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছে, পরন্তু দেবলোকে অদ্যাপি শতকোটি-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ পঠিত হইয়া থাকে। ভূলোকে প্রচারিত চতুর্লক্ষ-শ্লোকাত্মক পুরাণ, দেবলোকে প্রচারিত মহাপুরাণেরই সারাংশমাত্র। ভূলোকে প্রচারিত অষ্টাদশ পুরাণের নাম ও শ্লোক-সংখ্যা যথা—

| পুরাণের নাম। | | শ্লোকসংখ্যা। |
|---|---|---|
| ১ম ব্রহ্মপুরাণ | ... | ১০০০০ |
| ২য় পদ্মপুরাণ | ... | ৫৫০০০ |
| ৩য় বিষ্ণুপুরাণ | ... | ২৩০০০ |
| ৪র্থ বায়ুপুরাণ (শিবপুরাণ স্থলে) | ... | ২৪০০০ |
| ৫ম ভাগবত পুরাণ | ... | ১৮০০০ |
| ৬ষ্ঠ নারদীয় পুরাণ | ... | ২৫০০০ |
| ৭ম মার্কণ্ডেয় পুরাণ | ... | ৯০০০ |
| ৮ম অগ্নিপুরাণ | ... | ১৫০০০ |
| ৯ম ভবিষ্য পুরাণ | ... | ১৪০০০ |
| ১০ম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ | ... | ১৮০০০ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১শ লিঙ্গপুরাণ | ... | ১১০০০ | ১৭শ গরুড়পুরাণ | ... | ১৯০০০ |
| ১২শ বরাহপুরাণ | ... | ২৪০০০ | ১৮শ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ | ... | ১২০০০ |
| ১৩শ স্কন্দপুরাণ | ... | ৮১০০০ | | মোট | ৩,৯৯,০০০ |
| ১৪শ বামনপুরাণ | ... | ১০০০০ | | সমুদায় পুরাণ অতিরিক্ত— | ১,০০০ |
| ১৫শ কূর্ম্মপুরাণ | ... | ১৭০০০ | | মোট... | ৪,০০০০০। |
| ১৬শ মৎস্যপুরাণ | ... | ১৪০০০ | | | |

(ক্রমশ:

---

# মুষ্টিযোগ।

## চর্ম্মপীড়া।

১। কাঁচা হরিদ্রার সহিত কালমেঘের পাতা বা নিমপাতা একত্রে বাটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়।

২। দধি ও মূলার বীজ বা পুরাতন তেঁতুলের জল কিম্বা যবক্ষার ও গন্ধক সমভাগে সর্ষপ তৈলসহ অথবা ঘসা চন্দনে সোহাগার খই মিশাইয়া মাখিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

৩। কচি বাসক পাতা ও হরিদ্রা গোমূত্রে বাটিয়া লেপ দিলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

৪। নারিকেল তৈল অল্প পরিমাণে গাঁজা ও চালমুগরার ফলের খোসা দিয়া আগুনে খুব ফুটাইতে হইবে। অনন্তর গরম থাকিতে থাকিতে মাখিলে চুলকানি ও খোস ভাল হয়।

৫। পোড়া ঘায়ে নারিকেল তৈল দিলে আরোগ্য হয়, কিন্তু ক্ষতস্থান প্রায় ধবলের ন্যায় সাদা হইয়া যায়।

৬। কুঁচ ও চিতামূল একত্র পেষণ করিয়া ঘর্ষণপূর্ব্বক কিছুদিন প্রলেপ প্রদান করিলে ধবল নিবৃত্ত হয়।

৭। কালকাসেন্দার শিকড় হুঁকার জলে বাটিয়া দাদে দিলে, দাদ আরোগ্য হয়।

৮। সোমরাজ বীজ ।৹ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত দিবসে দুই বার সেবন করিয়া কেবল দুগ্ধ পান দ্বারা দিন অতিবাহিত করিলে কুষ্ঠ-রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শে।

৯। চালমুগরার তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে গলিত কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হয়।

১০। আকন্দের আঠা, মনসা সিজের আঠা, চিতার মূল, হরিদ্রা, মরিচ, ঝুল, কচি দুর্ব্বার সহিত বাটিয়া ক্ষতস্থানে দিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়।

১১। গাত্রে গোমূত্র মাখিলে চুলকানি ভাল হয়।

১২। শ্বেত চন্দন বাটিয়া তাহাতে তেঁতুল

গুলিবে, এই তেঁতুল গোলা চুলকানি-নাশের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

১৩। সাদা কুঁচ মধুর সহিত পিষিয়া মস্তকে লেপন করিলে টাক-দোষ নিবারিত হয়।

১৪। বটের আটা লাগাইলে পা-ফাটা আরোগ্য হয়।

১৫। শ্বেত চন্দন জলে ঘষিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ আফিং মিশাইয়া, নাটা-বীজের শাস ভেরাণ্ডা তৈলের সহিত বাটিয়া, কিম্বা, কৃষ্ণ জিরা বাটিয়া কোষে প্রলেপ দিলে জলদোষের পীড়ার শান্তি হয়।

১৬। পানের বোঁটায় কলিচুণ লাগাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁচিলে ঘর্ষণ করিলে উহা শীঘ্র লয় প্রাপ্ত হয়।

১৭। শোধিত গন্ধক এক তোলা, গেঁটে কড়ির ভস্মের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, অর্দ্ধ ছটাক গর্জ্জন তৈলের সহিত নাড়িয়া, সপ্তাহ কাল দুই বেলা উত্তমরূপে মালিষ করিলে যে কোন প্রকারের দাদ হউক না কেন আরাম হয়। *

১৮। কাগজে ঘৃত ও শোধিত গন্ধক মাখাইয়া তাহা প্রদীপের শিখায় ধরিলে টস্ টস্ করিয়া যে রস পড়ে, শরীরের ক্ষত-স্থান সকল উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া এই গরম ঘৃত প্রত্যহ একবার করিয়া তিন দিবস লাগাইবে। প্রথম দিনে বেদনা সারে, পরে পাঁচড়া শুষ্ক হয়। (ক্রমশঃ)।

* পাঃ ও মুঃ সংগ্রহকারের পিতাঠাকুর ৺ দীননাথ দত্ত মহাশয় এই ঔষধ দ্বারা বিস্তর লোকের দাদ আরাম করিয়াছেন। এই ঔষধটী তাঁহারই আবিষ্কৃত।

## ভীষণ ক্রীড়া।

বর্ত্তমান সভ্য জগতে সারকাস্, থিয়েটার, মল্লযুদ্ধ এবং ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি বিবিধ প্রকার আমোদ প্রমোদের উপকরণ আছে। প্রাচীন কালে রোমীয় নরনারীগণ এক ভীষণ আমোদ উপভোগ করিতেন। সেই ভয়ঙ্কর আমোদের বিবরণ পাঠ করিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

রোমনগরে এক সুবিস্তৃত রঙ্গ-ক্ষেত্র ছিল। তাহার চতুর্দ্দিক্ উন্নত প্রাচীরে বেষ্টিত, তন্মধ্যে চারি দিকে ক্রমনিম্ন পদ্ধতি অনুসারে বসিবার আসন স্থাপিত। তৎপরে লৌহ রেলিং। সেই রেলিং ঘেরা স্থানের মধ্যস্থল ক্রীড়াক্ষেত্র।

এই রঙ্গক্ষেত্রে নানা প্রকার খেলা হইত; কিন্তু সকল খেলাতেই পশু ও নরশোণিতে রঙ্গভূমি প্লাবিত হইত, কখন কখন তরবারী ও বড়শা লইয়া মানুষে মানুষে দ্বন্দযুদ্ধ হইত, তাহাতে কখন উভয় যোদ্ধা হত, কখন বা এক জন হত, অপরে আহত হইত। দ্বিতীয় প্রকার খেলা পশুতে পশুতে— সিংহে

ব্যাঘ্রে অথবা সিংহে সিংহে। ইহার ফলও ঐরূপই হইত। তৃতীয় প্রকার খেলা আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এই খেলা পশুতে ও মানুষে হইত। অস্ত্রধারী বীর-পুরুষ সিংহ কিম্বা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইত। দুই একবার আক্রমণের পরেই আক্রমণকারী পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইত। এই সকল যোদ্ধা গ্লাডিয়েটার বলিয়া অভিহিত হইত।

এইরূপে জীবন দান দ্বারা রোমীয়-গণের হর্ষ উৎপাদনের জন্য তিন শ্রেণীর হতভাগ্য লোক আদিষ্ট হইত। যাহারা রোমে ক্রীতদাস ছিল, যাহাদের জীবনের মূল্য কয়েকটী রজত মুদ্রা মাত্র, যাহাদের সংসারে বন্ধু বান্ধব কেহ নাই—পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন নাই, যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একখানি হস্তও উত্তোলিত হইত না, প্রভুর কিঞ্চিন্মাত্র বিরাগ উৎপাদন করিলে যাহারা প্রাণে বিনষ্ট হইত, সেই চির-হতভাগ্য ক্রীতদাসগণ রঙ্গক্ষেত্রে সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে, কখন বা পরস্পরের তরবারীর মুখে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া দর্শকদিগের আনন্দ উৎপাদন করিত।

অপর শ্রেণীর লোক এইরূপে সংগৃহীত হইত;—বলদৃপ্ত রোমীয়গণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলে বিজিতদিগকে বন্দিভাবে রাজধানীতে আনয়ন করিত। এই বন্দীদিগকে কখন কখন রঙ্গক্ষেত্রে পশুর সহিত, কখন বা অপর গ্লাডিয়েটারের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত।

তৃতীয়, যাঁহারা স্বদেশীয় প্রাচীন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, তাঁহাদিগকে কখন কখন রঙ্গস্থলে আনিয়া ক্ষুধিত সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই নিরীহ ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ হিংস্র পশু কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন ও বিনষ্ট হইতেন।

রোমের সুবিশাল ক্রীড়াভূমি যে কত নির্দ্দোষ নরশোণিতে কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহা কে গণনা করিবেন?

রোম-সম্রাট থিওদোসিয়সের পরলোক-গমনের পর তদীয় পুত্র আর্কাদিয়স ও হনোরিয়স ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন। রোমসাম্রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বদেশের রাজা হইলেন আর্কা-দিয়স এবং পশ্চিম বিভাগের রাজা হইলেন হনোরিয়স। শেষোক্ত সম্রাটের সহিত অসভ্য গথজাতীয় যুদ্ধ-বীর আলারিকের ভয়ানক সমর হয়। এই যুদ্ধ উত্তর ইটালীতে হইয়াছিল। এই মহাসমরে রোমক বীরগণই জয় লাভ করিল। এই সংবাদ যখন রাজধানীতে পঁহুছিল, তখন নাগরিক-গণের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। রাজপ্রাসাদ হইতে নিরন্ন শ্রমজীবীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত আনন্দের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। যখন বিজয়-আনন্দে সকলেই উন্মত্ত, সকলেই আত্মহারা, তখন তাহাদের প্রিয় রঙ্গভূমির প্রতি মন আকৃষ্ট হইল। এই আনন্দের দিনে কি রোমীয় পুরুষ রমণীগণ রঙ্গভূমির আনন্দ

উপভোগ না করিয়া থাকিতে পারেন? "রঙ্গভূমি, রঙ্গভূমি" বলিয়া সকলে অস্থির হইয়া উঠিল।

সম্রাট-পরিবারও প্রজাগণের সেই আকাঙ্ক্ষায় যোগদান করিলেন। সম্রাট অবিলম্বে বিশেষভাবে রঙ্গক্রীড়ার আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। দলে দলে প্রকাণ্ডকায় ভীষণদর্শন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ব্যাঘ্র ও সিংহ আনীত হইল। শত শত দাস এবং খ্রীষ্টানদিগকে আনিয়া আবদ্ধ করা হইল। নিরূপিত দিবসে রঙ্গস্থল দর্শকে পূর্ণ হইয়া গেল।

পাঠক, ঐ দেখ সুসজ্জিত ডিম্বাকৃতি রঙ্গমঞ্চের চতুর্দ্দিকে বিবিধ বেশভূষায় সুশোভিত বিলাসপরায়ণ রোমীয় নরনারীগণ খেলা দর্শনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। সকলের মুখে হাসির হিল্লোল উঠিয়াছে। কতক্ষণে খেলা আরম্ভ হইবে, তজ্জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত। কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্বও তাহাদের অসহ্য। অদ্য এই অসংখ্য দর্শকদিগের মধ্যে একজন নূতন দর্শক আসিয়াছেন। কেবল তাঁহারই মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর। ইঁহার নাম টেলিমেকাস, ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী।

টেলিমেকাস জলন্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি। তাঁহার শরীর অতি জীর্ণ শীর্ণ। পরিধানে সামান্য বস্ত্র। কিন্তু তাঁহার শরীর ও মুখ দিয়া যেন ধর্ম্মের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহাকে দর্শন করিলে ইহ সংসারের লোক বলিয়া মনে হয় না। সেই বিলাসপরিশূন্য দিব্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসীকে লক্ষ লক্ষ রোমবাসীদিগের মধ্যে চিনিয়া লওয়া যায়। তিনি আসিয়া মহাদেশের কোনও স্থানে সাধন ভজন ও প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। অনেক দিন হইতে তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে, "আমোদ প্রমোদের জন্য রোমীয়গণ রঙ্গভূমিতে রক্তপিপাসু হিংস্র জন্তুর মুখে ক্রীতদাস, বিজিত এবং খ্রীষ্টানদিগকে ছাড়িয়া দেয় এবং মল্লগণ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া জীবন নাশ করে। দর্শকগণ এই দৃশ্য দেখিয়া হাস্য করে, আনন্দধ্বনি করে।" টেলিমেকাস রোমকজাতির এবম্বিধ ভয়ঙ্কর আমোদের কথা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মপীড়িত হইলেন এবং এই দুষ্কার্য্য হইতে রোমকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

টেলিমেকাস রাজা নহেন—পার্থিবশক্তিসম্পন্ন লোক নহেন—দণ্ডায়মান হইবার একটু স্থানেরও তিনি অধিকারী নহেন। তিনি কি উপায়ে প্রবল পরাক্রমশালী রোমান্‌দিগের এই ভয়ানক কুপ্রথা নিবারণ করিবেন? সত্য বটে, তিনি এ সকল পার্থিব সম্পদের অধিকারী নহেন; কিন্তু তাঁহার এক মহাশক্তিশালী সহায় আছে, তিনি সেই সহায়বলে পাপ পৃথিবীকে জয় করিতে পারেন। প্রার্থনাই তাঁহার পরম সহায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসই তাঁহার সম্পদ এবং প্রেমই

তাঁহার অস্ত্র। টেলিমেকাস এবম্বিধ আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান্।

তিনি রোমবাসীদিগের কল্যাণের জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ ব্যাকুল হইলেন যে, আসিয়া অঞ্চলে থাকিতে পারিলেন না; অবিলম্বে একাকী পদব্রজে রোম নগরে যাত্রা করিলেন। কোনও প্রতিবন্ধকই তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না।

পাঠক ঐ দেখ—রোমের রঙ্গভূমিতে ভীষণ ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দেখ একজন হতভাগ্য ক্রীতদাসকে তরবারী-হস্তে ক্রুদ্ধ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ক্রীড়াস্থলে প্রেরণ করা হইল। দেখিতে দেখিতে গভীর গর্জ্জন করিয়া সিংহ আসিয়া তাহার উপরে পতিত হইল। নখরপ্রহারে ও দন্তাঘাতে তাহার দেহ শত খণ্ড করিয়া ফেলিল। ঐ শোন চারিদিক হইতে নরনারী আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। ঐ দেখ, একদল মল্ল পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া শোণিতে দূর্ব্বাক্ষেত্রকে সিক্ত করিল; কয়েক জন আহত, কয়েক জন হত হইল; ঐ শোন আবার করতালিধ্বনি। ঐ দেখ, কয়েকজন খৃষ্টভক্তকে মুক্ত সিংহের নিকট উপস্থিত করা হইল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁহাদের দেহ সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল—দর্শকগণ আনন্দে অধীর! কি আমোদ! কি খেলা! কি ভীষণ ব্যাপার! যাহার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, মনুষ্যত্ব আছে, তিনি কি এই দৃশ্য দেখিতে পারেন?

টেলিমেকাস স্থির থাকিতে পারিলেন না, এক লম্ফে রঙ্গস্থলের মধ্য-স্থলে উপনীত হইয়া সকলকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। "তোমাদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, এই ভয়ঙ্কর আমোদ পরিত্যাগ কর। মনুষ্য জীবনের মূল্য আছে, উদ্দেশ্য আছে, তোমাদের খেলিবার জন্য এ জীবন হয় নাই, তোমরা বিরত হও, বিরত হও।" তিনি খেলিবার জন্য আদিষ্ট লোকদিগকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে রঙ্গস্থল হইতে বাহিরে আনিবার চেষ্টাতে সেই ক্ষীণ দুর্ব্বল সন্ন্যাসী সবলে সকলকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দর্শকগণের সহস্র সহস্র চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইল। সকলে দেখিতে পাইল, একজন অতি কৃশাঙ্গ লোক রঙ্গস্থলে আসিয়া খেলার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। অমনি সহস্র কণ্ঠ কুপিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "উহাকে মারিয়া ফেল। ও কে—খেলিতে বাধা দিতেছে? শীঘ্র উহাকে মারিয়া ফেল।" চীৎকারধ্বনির সহিত শিলা-বৃষ্টির ন্যায় প্রস্তর ও মৃত্তিকা খণ্ড টেলি-মেকাসের গাত্রে পতিত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হে রোমীয়গণ, তোমরা আমার প্রাণ নষ্ট কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এমন

খেলা খেলিও না, তোমাদের পায়ে ধরি।” চতুর্দ্দিকস্থ চীৎকারধ্বনির মধ্যে তাঁহার কথা বিলীন হইয়া গেল।

দর্শকগণ এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, হাতের কাছে যে যাহা পাইল, তাহাই ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। সহস্র আঘাতে সাধুর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল। তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। প্রাণীদিগের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্য টেলিমেকাস অদ্য তাঁহারই অনুসরণ করিলেন। শত্রুর কল্যাণের জন্য শত্রুর হস্তে আত্ম-বলিদান করিলেন।

টেলিমেকাসের জীবন শেষ হইলে উন্মত্ত দর্শকদিগের চিত্ত হঠাৎ শান্ত ও স্তম্ভিত হইল। তাহারা যখন টেলিমেকাসের সাধু সংকল্পের বিষয় অবগত হইল, তখন রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেকে সেই স্থানে আসিয়া অনিমেষনয়নে সাধুর মৃতদেহ দর্শন করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা স্তম্ভিত এবং অপ্রতিভ হইলেন সম্রাট হনোরিয়স। তিনি স্বীয় কুকর্ম্মের ফল বিশেষরূপে অনুভব করিলেন। তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইল। তিনি সেই রঙ্গস্থলেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই ভীষণ খেলা একেবারে রহিত করিয়া দিবেন। উপস্থিত দর্শকদিগের মনেও এই ভাব জাগ্রত হইল। অচিরে টেলিমেকাসের আত্মত্যাগের ফল ফলিল—রোমরাজ্য হইতে গ্লাডিয়েটার খেলা একেবারে উঠিয়া গেল।

যে রঙ্গস্থল নর ও পশুশোণিতে প্লাবিত হইয়া যাইত, অতঃপর সুশ্যাম নব দূর্ব্বাদল সে স্থানের শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ধন্য টেলিমেকাস! তিনি স্বীয় জীবন দান করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা করিলেন। একজন লোকের আত্ম-ত্যাগের ফলে একটী জাতি ঘোর পাপ কলঙ্ক হইতে মুক্তি লাভ করিল। আত্ম-ত্যাগ ভিন্ন কোনও বিষয়েই সংস্কার হয় না। আপনাকে যিনি ছাড়িতে পারেন, তিনিই পৃথিবী জয় করিতে পারেন। কত রাজা মহারাজ এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের নাম কেহই স্মরণ করে না; কিন্তু এক গরীব সন্ন্যাসী কঙ্কালাবশিষ্ট দেহখানি যে মানব-প্রেমে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে কথা অনন্তভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে।

---

# বিষামৃত।

বৈয়াকরণেরা যেমন “রামেশ্বর” পদে ত্রিবিধ সমাস কল্পনা করিয়াছেন, সেইরূপ “বিষামৃত” পদেরও বহুবিধ সমাস করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে এই প্রবন্ধে আমরা

উহার কর্ম্মধারয় সমাসজনিত অর্থই গ্রহণ করিব।

কোন কোন ঔষধের শিশির গাত্রে 'poison' এই ইংরাজী শব্দটী লিখিত থাকে। ঐ শব্দের অর্থ বিষ। বিষে প্রাণ নাশ করে,—ঔষধে রোগ নাশ করিয়া নরদেহে স্বাস্থ্য-সুখের উৎপাদন করে। তথাপি সেই ঔষধ বিষ। শিশির গাত্রে লেখা থাকে এই-জন্য যে, লোকে অযথা কালে বা অযথা স্থানে ব্যবহার করিয়া বিষের অনিষ্টকর ফলভোগের অধীন হইয়া না পড়ে এবং 'poison' শব্দে দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত ঐ ঔষধ ব্যবহার করিয়া শুভ ফল লাভ করে।

যে বজ্রাগ্নি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেই ব্রজাগ্নি মেঘ হইতে নির্গত হইয়া না গেলে জলধর জল বর্ষণ করিতে পারে না এবং সেই জলামৃতের অভাবে সৃষ্টি রক্ষা হয় না। মেঘ হইতে উদ্ভূত কুলিশানল বিশ্বদাহ করিলেও আমরা সতৃষ্ণ নয়নে সর্ব্বদাই মেঘের আগমনপথ চাহিয়া থাকি। এইরূপ "বিষামৃত" বা মেঘানলের ন্যায় একটী দোমুখো বাস্তু সাপ আমাদের ঘরে ঘরে বাস করিতেছে এবং সেই সাপ লইয়া অমরা প্রায়ই খেলা করিয়া থাকি। আজ এই প্রবন্ধে সেই সাপ ও সাপখেলানর ২।৪টী কথা বলিব।

দম্পতী-কলহ যে গৃহস্থের গৃহে না হইয়া থাকে, সে গৃহই নহে। অনেকে ঐ কলহকে আমোদের বস্তু মনে করিয়া থাকে এবং পাকে চক্রে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া আমোদ দেখে। কিন্তু সাধারণে ঐ কলহকে যত সাধারণ বস্তু মনে করে, আমরা তত সামান্য মনে করি না;—আমরা উহাকেই "বিষামৃত; মেঘানল" বা "দোমুখো সাপ' বলিতেছি।

অনেকেই অবগত আছেন, কাল সর্পের বিষদংশনে জীবের প্রাণনাশ হয়, আবার সেই বিষজাত ঔষধসেবনে প্রাণনাশক রোগ নিবারিত হয়। অহিফেণ নামক উদ্ভিজ্জ বস্তু পরিমিত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া কত রোগনাশ করিতেছে; আবার সেই অহিফেণসেবনে কত ভীষণ হত্যা বা আত্মহত্যার সংবাদ দিন দিন পাওয়া যাইতেছে। পরিপক্ক নিমফল খাইতে অতি মিষ্ট, অনেক পশুপক্ষী তাহা আনন্দে ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। আবার সেই ফল হইতে এমন এক প্রকার তীব্রতম বিষের সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, তাহার কুশাগ্রস্থ বিন্দু দ্বারা হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তুগণেরও শোণিত বিষদুষ্ট হইয়া তাহাদের প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিল প্রদেশের অরণ্যে এমন এক প্রকার সুখাদ্য ও পুষ্টিকর মূল জন্মিয়া থাকে, যাহা আহার করিয়া তৎপ্রদেশীয় ব্যক্তিগণ পরম উপকার লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু সেই মূলের একাংশ ভয়ানক বিষ, তাহা খাইবামাত্র প্রাণনাশ হয়। তৎপ্রদেশীয় ব্যক্তিগণ তদংশটুকু ত্যাগ করিয়া অনায়াসে ঐ মূল ভক্ষণ করে। এইরূপ

বস্তু কত আছে, আমরা তাহার কতই উল্লেখ করিব?

প্রকৃতির এই অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার দর্শনে ইহাই বোধ হয় যে, যেখানে অমৃত, সেইখানেই বিষ। অথবা যেই অমৃত,—সেই বিষ। হিন্দুপৌরাণিক সমুদ্রমন্থনে এই ভাব নিহিত রহিয়াছে। স্বর্গরাজ্যের শ্রীসম্পাদন, ও দেবগণের বলাধান জন্য যে ক্ষীরসমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিল, অসুর-রাজানাশ, ও অসুরগণকে ধ্বংস করিবার জন্য সেই সমুদ্র হইতেই বিষ উত্থিত হইল। আবার সেই বিষের জ্বালায় সৃষ্টি রসাতলে যায় দেখিয়া বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বনাথ তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। সমুদ্রমন্থন হইতে যেমন অনেক গুরুতর কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, দম্পতীর প্রণয়-ক্ষীর-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত কলহ হইতেও তেমান সাংসারিক অনেক মঙ্গল সম্পাদিত হয়। আমরা তাই বলিতে-ছিলাম—দম্পতী-কলহ সামান্য বস্তু নহে।

আকাশ ব্যাপিয়া কাল মেঘের উদয় হইল,—দিঙ্মণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তড়িন্মালা খেলিতে লাগিল, মুহুর্মুহু ভীম গর্জ্জনে ত্রিভুবন মুখরিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত হইয়া কত প্রাণী, কত তরুলতা, কত গৃহ অট্টালিকা ধ্বংস ও চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল,—তৎসঙ্গে মধ্যে মধ্যে পবন দেবও হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগি-লেন,—প্রকৃতির ভাব দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর প্রলয়কাল উপস্থিত। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সকল উৎপাত মিটিয়া গেল, জগতীতল সুশীতল হইল। এ কি ব্যাপার? ব্যাপার এই শুন। পরস্পর নিকটবর্ত্তী দুইখানি মেঘের অন্তর্গত বিদ্যুতের পরিমাণ যতক্ষণ সমান না হইবে, ততক্ষণ ঐ ব্যাপার চলিবে,—যেই তাড়িত-সাম্য সংঘটিত হইবে, সেই বৃষ্টিপাত, সেই পৃথিবী শীতল। এই কথা কয়টী লিখিতে যতটুকু সময় লাগিল, বা ইহা পড়িতে যতটুকু সময় লাগিবে, ঐ সকল ঘটনা ঘটিতে সচরাচর ততটুকু সময় লাগে না;—তাহাই রক্ষা। সেইরূপ দম্পতীর "একাত্মতা" সম্পাদন জন্য দম্পতী-কলহ উপস্থিত হয়। যতক্ষণ বা যতদিন এই একাত্মতা সম্পাদিত না হয়, ততক্ষণ বা ততদিন কলহ চলে;—ঐ কার্য্য হইয়া গেলে আর কলহ থাকে না। তখন সংসার-সমুদ্রের উপর নিরন্তর সুগন্ধি সুশীতল মলয়ানিল বহিতে থাকে। তখন গার্হস্থ্য-গগনে সুধাবর্ষী রাকা শশীর উদয় হয়; তখন দম্পতীর জীবনতরঙ্গিণীতে আনন্দলহরী খেলিতে থাকে। তাই বলিতেছিলাম, দম্পতী-কলহ বড় সামান্য বস্তু নহে।

দম্পতী-প্রণয় যে স্থলে যত অধিক; কলহও সে স্থলে ততই অধিক হইয়া থাকে। কেন না পরস্পর প্রণয়শীল দম্পতীই উভয়ে একাত্মক হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করেন। যত-ক্ষণ একাত্মতার অভাব থাকিবে, অসম-

তাড়িত মেঘের ন্যায়, দম্পতীর মধ্যে ততক্ষণ ঘোর ঘটায় কলহ চলিবে। অনাহার, অনিদ্রা, গৃহকার্য্যে ও শিশু-পালনাদি ব্যাপারে ঔদাসীন্য, উভয়ে কথা কাটাকাটি, ইত্যাদি কতই হইবে। ইহা অপরের পক্ষে আমোদ ও কৌতুককর বটে, কিন্তু দম্পতীর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রণয়শীল দম্পতীর পরস্পর কলহের ন্যায় কষ্টকর ঘটনা, বোধ হয় তাঁহাদের পক্ষে আর কিছুই নহে। যতক্ষণ কলহ চলে, ততক্ষণ স্ব স্ব জীবন পর্য্যন্ত ভারবহ ও অকিঞ্চৎকর বোধ হয়। তবে রক্ষা এই যে, দম্পতীকলহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, অজাযুদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধের ন্যায় মহাড়ম্বরের সংক্ষিপ্ত উপসংহার শীঘ্রই হইয়া যায়। কিন্তু ঐ অল্পক্ষণেই সৃষ্টি-সংসার রসাতলে যাইবার উপক্রম হয়।

প্রত্যেক বস্তুর আকার, প্রকার, স্বভাবাদি বিভিন্ন হওয়াই, এ জগতের অনুপম বৈচিত্র এবং সৃষ্টির অন্যতম মূলতত্ব। "বহুশ্চামঃ" এই শ্রুতিবাক্য তাহার প্রমাণ। এজন্য দম্পতীর মধ্যে সম্যক্‌রূপে একাত্মতা সম্পাদন প্রায় ঘটে না,—ঘটিতেও অনেক সময় লাগে। যত দিন ঐ সম্পাদনী ক্রিয়ার শেষ না হয়, তত দিন উভয়ের মনে এক একটী উদ্বেগ ও অভিমানের উদয় হইয়া কলহ উৎপাদন করে। "এ বিষয়ে আমার এই মত.,—কিন্তু তাঁহার অন্যরূপ। যদি এ বিষয়ে মতভেদ হইল, তবে সে বিষয়ে ত মতভেদ হইবেই। তাহা যদি হয়, তবে অমুক বিষয়েই বা মতভেদ না হইবে কেন? তবেই দেখিতেছি, আমার মনের গতি এক দিকে, তাঁহার অন্য দিকে। যদি দুই জনে এক পথে যাইতে না পারিলাম, তবে ভালবাসা কোথায়? যদি উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালবাসাই না থাকিল, তবে জীবনই বিফল।" দম্পতীর মধ্যে এই প্রকার একটী বিচারবাদ, অন্তঃসলিলা নদীর প্রবাহবৎ অবস্থান করে। দম্পতী-কলহ অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেলে এবং শীঘ্র না মিটিলে, অন্তরের গৃহত্যাগ, আত্মনাশ, প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপার সকলও সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্যই দম্পতী-কলহকে "দোমুখো" সাপ বলিয়াছি, যাহার এক মুখে অমৃত,—এক মুখে বিষ!

ঐ অমৃত পান করিতে হইবে, কিন্তু বিষ খাইয়া মরা হইবে না। এই জন্য দম্পতী-কলহ হওয়া ভাল, কিন্তু থাকা ভাল নহে। অতএব কিরূপে দম্পতী-কলহ করিতে হইবে, এক্ষণে সেই শিক্ষাটী দিতে পারিলেই, এই প্রবন্ধের উপসংহার হয়। এতাদৃশ গুরুতর বিষয়ের দায়িত্ব বামাবোধিনী সম্পাদক নিজের স্কন্ধে রাখিতে ইচ্ছা করেন না। তজ্জন্য সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পারিবারিক প্রবন্ধ" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

বিবাদটী মিটিয়া গেলে, অভিন্ন-

হৃদয়তা সাধিত হইলে, কাল বৈশাখীর মেঘ, ঝড়, জল, ছাড়িলে, তাড়িতের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া গেলে, কেমন সুবিমল শোভা,—কেমন অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা জন্মে! দম্পতী-কলহের এই চরম ফলটী বড়ই মধুর! এই ফল পাইবার জন্য "সুবোধ, শান্তস্বভাব পুরুষের" প্রতি বক্তব্য,—

(১) আপনাদিগের মতভেদ, অপর কাহাকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইও না।

(২) আপনাদিগের বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত অপর কাহাকেও মধ্যস্থ মানিও না।

(৩) যদি কোন অর্ব্বাচীন মধ্যস্থতা করিতে আইসে, তাহাকে কদাপি আমল দিও না।

(৪) ( কলহকারিণী পত্নীর নিকট হারি মানিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিও না। দম্পতী-কলহে যে হারি মানে, সেই জিতে।

(৫) যতক্ষণ বিবাদ না মিটে, অনন্ত-কর্ম্মা হইয়া থাকিও। সংসার উৎসন্ন হউক, সৃষ্টি বহিয়া যাউক, যতক্ষণ বিবাদ-ভঞ্জন না হইবে, ততক্ষণ কোনও কাজ করা হইতে পারে না; অপর কাহারও সহিত কথা কহা হইতে পারে না, খাওয়া দাওয়া হইতে পারে না,ঘুমান হইতে পারে না;বিশেষতঃ ঘুমানটী কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

উল্লিখিত পাঁচটি নিয়মই অতি গুরু-তর; বিশেষতঃ পঞ্চম নিয়মটী এবং তাহার শেষভাগের কথাটি সকল নিয়মের সার নিয়ম। এইগুলি পালন করিয়া চলিতে পারিলে দম্পতীর মধ্যে কলহ অল্প হয়; যখন হয়, তখন স্বল্পকাল মাত্র থাকে এবং নিবৃত্তিতে অন্তঃকরণ সরস ও সুখে আপ্লুত হয়। দম্পতী-কলহের পরি-সমাপ্তিতে যে অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তাহা সরসতার লক্ষণ—দুই চারি বার বিদ্যুৎপ্রকাশের পরে বৃষ্টি—জগতীতল শীতল!"

---

## রত্ন।

(৩৭০ সংখ্যা—২১২পৃষ্ঠার পর)

### সর্পমণি বা ফণিমুক্তা।

সকল সর্পের মস্তকে মণি উৎপন্ন হয় না।

"ভুজঙ্গমাস্তে বিষবেগদুষ্টাঃ
শ্রীবাহুকের্ম্মন্তভবাঃ পৃথিব্যাম্।
কচিৎ কদাচিৎ খলু পুণ্যদেশে
তিষ্ঠন্তি তে পশ্যতি তান্ মনুষ্যঃ॥"

যে সকল সর্পের মস্তকে প্রস্তর হয়, তাহারা আপনার বিষবেগে উগ্রস্বভাব হয়। ইহারা বাসুকি নাগের বংশে উৎপন্ন। পৃথিবীর কোন কোন পুণ্য স্থানে

কখন কখন এইরূপ সর্প মনুষ্যেরা দেখিতে পায়।

লক্ষণ।

"ফণিজং বর্ত্তুলং রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাদ্যুতি।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি বাসুকেঃ কুলসম্ভবম্॥"

ফণিজাত মুক্তা দেখিতে অতি সুন্দর, বর্ত্তুলাকার অর্থাৎ গোল,নীলাভ এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্। "অপুণ্যবান্ ব্যক্তিরা বাসুকি-বংশীয় সর্পের মুক্তা দেখিতে পায় না,সুতরাং ফণিজাত মুক্তা তাহাদের নিকট দুর্ল্লভ।

দ্বিতীয় লক্ষণ, যথা—

শৃগালকোলামলকেলগুঞ্জাফলপ্রমাণাস্তু চতুর্বিধাস্তে।
স্যুর্ব্রহ্মবাহূদ্ভববৈশ্যশূদ্রসর্পেষু জাতাঃ প্রবরাস্তু সর্ব্বে॥

শৃগালকোল—শ্যাকুল। প্রমাণে শ্যাকুল যত বড়, তত বড় হয়। আমলকী-প্রমাণও হয়। গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ-পরিমিতও হয়। কুলফলের মতও হয়। এই চারি প্রকার মুক্তা চারি জাতি সর্পে জন্মে। ইহারা সকলই প্রশস্ত।

ফলশ্রুতি।

"প্রাপ্যাপি রত্নানি ধনং শ্রিয়ং বা।
রাজশ্রিয়ং বা মহতীং দুরাপাম্॥
তেজোহন্বিতাঃ পুণ্যকৃতো ভবন্তি।
মুক্তাফলস্যাস্ত বিধারণেন॥"

ধন, রত্ন, রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া এই ফণি-মুক্তাফল ধারণ করিলে ধারণকর্ত্তার পুণ্য-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং তেজ বৃদ্ধি হয়।

মীনজ মুক্তা।

মৎস্যবিশেষের মুখপ্রদেশে এক প্রকার পাথর জন্মে, তাহাকেই মীনমুক্তা কহে।

পাঠীনপৃষ্ঠস্য সমানবর্ণম্।
মীনাৎ সুবৃত্তং লঘু নাতিসূক্ষ্মম্॥
উৎপদ্যতে বারিচরাননেষু
মীনাশ্চ যে মধ্যচরাঃ পয়োধেঃ॥

পাঠীন মৎস্য—রোহিত মৎস্য, বাটা-মৎস্য। মীন হইতে যে মুক্তা পাওয়া যায়, তাহা পাঠীন মৎস্যের পৃষ্ঠের বর্ণের সদৃশ, সুগোল, লঘু অর্থাৎ ওজনে হালকা ও নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে। মীনমুক্তা সকল বারিচর অর্থাৎ মৎস্যদিগের মুখে জন্মিয়া থাকে, এবং এই সকল মৎস্য সমুদ্রের মধ্য প্রদেশে বাস করে।

লক্ষণ।

গুঞ্জাফলসমস্থৌলং মৌক্তিকং তিমিজং লঘু।
পাটলা পুষ্পসঙ্কাশং অল্পকান্তিসুবর্ত্তুলম্॥

তিমিমৎস্যজাত মুক্তা সকল স্থূলতায় গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের ন্যায়; লঘু অর্থাৎ হালকা; পাটলা পুষ্পের ন্যায় ইহার কান্তি, কিন্তু দ্যুতিচ্ছায়া অল্প। ইহার বর্ত্তুলতা অতি সুন্দর।

মীনমুক্তার সামান্য লক্ষণ এই বটে,কিন্তু মৎস্যদিগের প্রকৃতিভেদ থাকাতে তদুৎ-পন্ন মুক্তারও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে।

"বাতপিত্তকফদ্বন্দ্বসন্নিপাতপ্রভেদতঃ।
সপ্তপ্রকৃতয়ো মীনাঃ সপ্তধা তেন মৌক্তিকম্॥"

বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের দুই দুই ও তিন তিন ক্রমে মৎস্য সকল সাত প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাফলও সাত প্রকারের হয়।

লঘিষ্ঠমরুণং বাতাৎ আপীতং মৃদু পিত্ততঃ।
শুভ্রং গুরু কফোদ্রেকাৎ বাতপিত্তাম্ মৃদুর্লঘু ॥
বাতশ্লেষ্মভবং স্থূলং পিত্তশ্লেষ্মজবর্দ্ধকম্।
সর্ব্বলিঙ্গ প্রয়োগেণ সান্নিপাতিকমুচ্যতে।
একজাঃ শুভদাঃ প্রোক্তা শুধা বৈ সান্নিপাতিকাঃ॥

বাতাধিক্য বশতঃ লঘু ও অরুণাভ। পিত্ত-প্রাধান্যে মৃদু ও ঈষৎ পীতাভ। কফের বাহুল্যে গুরু ও শ্বেতাভ। বাতপিত্ত উভয়ের প্রাবল্যে মৃদু অর্থাৎ কোমল-ভাবাক্রান্ত এবং লঘু। বাতশ্লেষ্ম উভয়ের প্রাবল্যে স্থূলত্ব-গুণযুক্ত। পিত্তশ্লেষ্মজাত হইলে স্বচ্ছতার আধিক্য। এক একটী ও দুই দুইটী প্রকৃতিতে যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, যদি সকল চিহ্ন কিছু কিছু প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে সান্নিপাতিকজ বলা যায়। এই সকলের মধ্যে সান্নিপাতিকজ ও একজ মুক্তাই প্রশস্ত ও শুভদায়ক। (ক্রমশঃ)।

---

# ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩৬৬ সংখ্যা—৭৯ পৃষ্ঠার পর)

যদি একটী গোলাকে দক্ষিণাভিমুখে চালিত করা যায়, তাহা হইলে উহা খানিক দূর গিয়া স্থির হইবে। যেরূপ বলে উহাকে দক্ষিণাভিমুখে চালিত করা হইয়াছিল, যদি সেই বলের সহিত উহাকে আবার উত্তরাভিমুখে চালিত করা যায়, এবং পথে উহা কোন বাধা না পায়, তবে উহা নিঃসন্দেহই পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইবে। যদি সমকালে দুটী সমান বিপ-রীত বল কোন বস্তুতে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উহা কোন দিকেই চালিত হইবে না। কিন্তু ঐ দুইটী বিপরীত বলের মধ্যে যদি একটী অন্যটী অপেক্ষা ন্যূন হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তু ন্যূন বলের দিকে ধাবিত হইবে। মনে কর, কোন বস্তু এরূপ উত্তরাভিমুখ বলে চালিত হইল যে, বাধা না পাইলে উহা উত্তর দিকে ৫০ হাত যাইবে, কিন্তু ঐ সময়েই যদি উহাতে ১০ হাত পরিমিত (অর্থাৎ বেগে চালিত হইলে ১০ হাত যাইতে পারে, এরূপ) একটী দক্ষিণাভিমুখ বল প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ বস্তু ৪০ হাত মাত্র যাইয়াই স্থির হইবে। যদি ২০ হাত বল প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ৩০ হাত মাত্র যাইয়াই স্থির হইবে। সুতরাং অনা-য়াসে বুঝা যাইতেছে যে, কোন বস্তুতে একটী বল প্রয়োগ করিয়া যে পরিমাণে উহাতে বিপরীত বল প্রয়োগ করা যায়, সেই পরিমাণে প্রথম বলের হ্রাস হয়। এখন জলের তরঙ্গ কেন ক্রমশঃ হ্রাস হয় দেখা যাউক। লোষ্ট্রবেগে জলের তরঙ্গ উত্থিত হয়। ঐ বেগ চতুর্দ্দিকে যত

অগ্রসর হয়, জলের স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকাতে ততই প্রতিঘাত অর্থাৎ বিপরীত বল প্রাপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং ক্রমেই ঐ বেগের হ্রাস হইয়া তরঙ্গ মৃদু হইয়া পড়ে। ধ্বনিপ্রবাহেরও ঠিক্ এই অবস্থা। উহা যত প্রসারিত হয়, ততই উহার বেগের হ্রাস হয়। সুতরাং ধ্বনিরও স্থূলতার হ্রাস হয়। কত পরিমাণে স্থূলতার হ্রাস হয়, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে। এক হাত ব্যাসের বৃত্তে যত বায়ু থাকে, দুই হাত ব্যাসের বৃত্তে তাহার চতুর্গুণ বায়ু থাকে, তিন হাত ব্যাসের বৃত্তে তাহার নয়গুণ থাকে। এইরূপ ৪ হাত ব্যাসের বৃত্তে ১৬ গুণ এবং ৫ হাত ব্যাসের বৃত্তে ২৫ গুণ ইত্যাদি। বৃত্ত ক্ষেত্রের কালির নিয়ম দেখিলেই ইহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। সুতরাং একহাত দূরগামী ধ্বনি যে পরিমিত বায়ুতে প্রসৃত হয়, ২ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার চতুর্গুণ বায়ুতে প্রসৃত হয়। ৩ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ৯ গুণ বায়ুতে প্রসৃত হয়। এইরূপ ৪ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ১৬ গুণ এবং ৫ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ২৫ গুণ ইত্যাদি। এক হাত দূরগামী ধ্বনি অপেক্ষা ২ হাত দূরগামী ধ্বনি ৪ গুণ লঘু হইবে, ৩ হাত দূরগামী ৯ গুণ লঘু, ৪ হাত দূরগামী ১৬ গুণ লঘু, এবং ৫ হাত দূরগামী ২৫ গুণ লঘু ইত্যাদি। ইহা হইতে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, দূরত্বের বর্গের সমানুপাতে ধ্বনির হ্রাস হয়। যদি এক হাত প্রসারিত কোন ধ্বনিকে ৪ বলিয়া ধরা যায়, তাহাহইলে তাহা দুই হাত প্রসারিত হইলে ১ হইয়া পড়িবে। যদি কোন এক হাত প্রসারিত ধ্বনিকে ৯ বলিয়া ধরা যায়, উহা ৩ হাত প্রসারিত হইলে ১ হইয়া পড়িবে।

(ক্রমশঃ)

---

# জাতীয় উন্নতি।

(গতপ্রকাশিতের শেষ)

এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব, রাজ্যতন্ত্র সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিপুঞ্জেরই অনুসারী হইয়া থাকে। প্রজাগণ নিকৃষ্ট হইলে উৎকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও ক্রমে নিকৃষ্টভাবাপন্ন হয়; প্রজাগণ উৎকৃষ্ট হইলে নিকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও কালক্রমে উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। রাজা যতই কেন যথেচ্ছাচারী হউন না, প্রকৃতিবর্গ সাধু ও সদাশয় হইলে এক দিন না এক দিন রাজাকে সাধু ও সদাশয় হইতে হইবে—এক দিন না এক দিন অবশ্যই তাঁহাকে প্রজার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে;

কিন্তু যাহাদের অন্তরে স্বাধীন ভাবের স্রোত প্রবাহিত নহে, যাহারা আত্মাবলম্বনে উদাসীন ও সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী, রাজ্যতন্ত্রে তাহাদের স্বাধীনতা থাকা না থাকা একই কথা। স্বেচ্ছাচারী রাজার দাসত্ব কষ্টকর ও অনর্থের হেতু হইলেও অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তি-সমূহের দাসত্ব করা অপেক্ষা উহা সমধিক ভয়ঙ্কর নহে। যাঁহাদের স্বাধীনতা কেবলমাত্র রসনা-প্রণয়িনী হইয়া অন্তগত হয়, যাঁহাদের স্বাবলম্বনের লেশমাত্র নাই, ঘৃণিত পারতন্ত্র্য-বুদ্ধি যাঁহাদের অন্তরাত্মাকে নীচ ও তেজঃশূন্য করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদিগের জাতি কিরূপে স্বাধীন ও সমুন্নত হইয়া উঠিবে? হয় ত তাঁহারা জ্ঞানালোকে নিজের কর্ত্তব্যগুলি বুঝিলেন, কিম্বা বিত্তাবলে সেই বিষয়ে বিলক্ষণ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে পরমুখ চাওয়াটী নহিলে কোনক্রমে অগ্রসর হইতে পারেন না। স্বার্থপরতাদি-নীচ-প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রতা যেন তাঁহাদের মস্তকে পদাঘাত করিতে থাকে।

বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির জাতীয় উন্নতি কেবল কয়েকজন বীরপুরুষের দ্বারা হয় নাই, অবশ্যই উহাতে সাধারণের সহায়তা আছে। সৈন্যগণ নিরুৎসাহ ও ভীরুস্বভাব হইলে কি সেনানী দ্বারা এতদূর সম্ভবে? স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ জাতি সাধারণ্যে উৎকট থাকাতেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা বিষয়ে সাধারণেরই প্রাণপণ রহিয়াছে। আমরা ইংরাজগণকে আজ যে সভ্যতার উচ্চ শ্রেণীতে দেখিতে পাইতেছি, তাহা সাধারণের প্রধান প্রধান গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেক নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ স্বাবলম্বনে অধস্তন স্থান হইতে মহোচ্চ পদবীতে অধিরোহণ করিয়া স্বজাতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি—বিদ্যার প্রত্যেক শাখাতেই তাঁহাদের নাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। কেহ কৃষিক্ষেত্র হইতে, কেহ পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে, কেহ পণ্যালয় হইতে, কেহ ভূগর্ভ হইতে, কেহ কর্ম্মকারের তন্ত্রাস্থান হইতে, কেহ চর্ম্মকারের কুটীর হইতে কেবল আত্মাবলম্বন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি গুণে বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে নিম্নে কতকগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

খ্যাতনামা সেক্সপিয়রের জন্ম কেহ ঠিক বলিতে পারেন না, কিন্তু ইনি যে দরিদ্রসন্তান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সূতা-কলের সৃষ্টিকর্ত্তা সার রিচার্ড আর্করাইট ও লর্ড টেণ্টরডন্ ক্ষৌরকার-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; দৈনন্দিন শ্রমোপজীবীর গৃহে, ইঞ্জিনিয়ার ব্রিণ্ডলি, প্রধান পোত-নাবিক কুক্ ও কবি বরনসের জন্ম হয়। বেন জনসন্ রাজমিস্ত্রির সন্তান ছিলেন, ইনি অঙ্গরখাতে একখানি পুস্তক ও হস্তে কর্ণিক লইয়া লিন্কনের গ্রাম্যগৃহ নির্ম্মাণ

অগ্রসর হয়, জলের স্থিতিস্থাপকতা গুণ থাকাতে ততই প্রতিঘাত অর্থাৎ বিপরীত বল প্রাপ্ত হইতে থাকে, সুতরাং ক্রমেই ঐ বেগের হ্রাস হইয়া তরঙ্গ মৃদু হইয়া পড়ে। ধ্বনিপ্রবাহেরও ঠিক্ এই অবস্থা। উহা যত প্রসারিত হয়, ততই উহার বেগের হ্রাস হয়। সুতরাং ধ্বনিরও স্থূলতার হ্রাস হয়। কত পরিমাণে স্থূলতার হ্রাস হয়, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে। এক হাত ব্যাসের বৃত্তে যত বায়ু থাকে, দুই হাত ব্যাসের বৃত্তে তাহার চতুর্গুণ বায়ু থাকে, তিন হাত ব্যাসের বৃত্তে তাহার নয়গুণ থাকে। এইরূপ ৪ হাত ব্যাসের বৃত্তে ১৬ গুণ এবং ৫ হাত ব্যাসের বৃত্তে ২৫ গুণ ইত্যাদি। বৃত্ত ক্ষেত্রের কালির নিয়ম দেখিলেই ইহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। সুতরাং একহাত দূরগামী ধ্বনি যে পরিমিত বায়ুতে প্রসৃত হয়, ২ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার চতুর্গুণ বায়ুতে প্রসৃত হয়। ৩ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ৯ গুণ বায়ুতে প্রসৃত হয়। এইরূপ ৪ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ১৬ গুণ এবং ৫ হাত দূরগামী ধ্বনি তাহার ২৫ গুণ ইত্যাদি। এক হাত দূরগামী ধ্বনি অপেক্ষা ২ হাত দূরগামী ধ্বনি ৪ গুণ লঘু হইবে, ৩ হাত দূরগামী ৯ গুণ লঘু, ৪ হাত দূরগামী ১৬ গুণ লঘু, এবং ৫ হাত দূরগামী ২৫ গুণ লঘু ইত্যাদি। ইহা হইতে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে, দূরত্বের বর্গের সমানুপাতে ধ্বনির হ্রাস হয়। যদি এক হাত প্রসারিত কোন ধ্বনিকে ৪ বলিয়া ধরা যায়, তাহাহইলে তাহা দুই হাত প্রসারিত হইলে ১ হইয়া পড়িবে। যদি কোন এক হাত প্রসারিত ধ্বনিকে ৯ বলিয়া ধরা যায়, উহা ৩ হাত প্রসারিত হইলে ১ হইয়া পড়িবে।

(ক্রমশঃ)

---

## জাতীয় উন্নতি।

( গতপ্রকাশিতের শেষ )

এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব, রাজ্যতন্ত্র সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিপুঞ্জেরই অনুসারী হইয়া থাকে। প্রজাগণ নিকৃষ্ট হইলে উৎকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও ক্রমে নিকৃষ্টভাবাপন্ন হয়; প্রজাগণ উৎকৃষ্ট হইলে নিকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও কালক্রমে উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। রাজা যতই কেন যথেচ্ছাচারী হউন না, প্রকৃতিবর্গ সাধু ও সদাশয় হইলে এক দিন না এক দিন রাজাকে সাধু ও সদাশয় হইতে হইবে—এক দিন না এক দিন অবশ্যই তাঁহাকে প্রজার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে;

কিন্তু যাহাদের অন্তরে স্বাধীন ভাবের স্রোত প্রবাহিত নহে, যাহারা আত্মাবলম্বনে উদাসীন ও সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী, রাজ্যতন্ত্রে তাহাদের স্বাধীনতা থাকা না থাকা একই কথা। স্বেচ্ছাচারী রাজার দাসত্ব কষ্টকর ও অনর্থের হেতু হইলেও অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তিসমূহের দাসত্ব করা অপেক্ষা উহা সমধিক ভয়ঙ্কর নহে। যাঁহাদের স্বাধীনতা কেবলমাত্র রসনা-প্রণয়িনী হইয়া অন্তগত হয়, যাঁহাদের স্বাবলম্বনের লেশমাত্র নাই, ঘৃণিত পারতন্ত্র্য-বুদ্ধি যাঁহাদের অন্তরাত্মাকে নীচ ও তেজঃশূন্য করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদিগের জাতি কিরূপে স্বাধীন ও সমুন্নত হইয়া উঠিবে? হয় ত তাঁহারা জ্ঞানালোকে নিজের কর্ত্তব্যগুলি বুঝিলেন, কিম্বা বিদ্যাবলে সেই বিষয়ে বিলক্ষণ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে পরমুখ চাওয়াটী নহিলে কোনক্রমে অগ্রসর হইতে পারেন না। স্বার্থপরতাদি-নীচ-প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতা যেন তাঁহাদের মস্তকে পদাঘাত করিতে থাকে।

বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির জাতীয় উন্নতি কেবল কয়েকজন বীরপুরুষের দ্বারা হয় নাই, অবশ্যই উহাতে সাধারণের সহায়তা আছে। সৈন্যগণ নিরুৎসাহ ও ভীরুস্বভাব হইলে কি সেনানী দ্বারা এতদূর সম্ভবে? স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ জাতি সাধারণ্যে উৎকট থাকাতেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা বিষয়ে সাধারণেরই প্রাণপণ রহিয়াছে। আমরা ইংরাজগণকে আজ যে সভ্যতার উচ্চ শ্রেণীতে দেখিতে পাইতেছি, তাহা সাধারণের প্রধান প্রধান গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেক নীচবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ স্বাবলম্বনে অধস্তন স্থান হইতে মহোচ্চ পদবীতে অধিরোহণ করিয়া স্বজাতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি—বিদ্যার প্রত্যেক শাখাতেই তাঁহাদের নাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। কেহ কৃষিক্ষেত্র হইতে, কেহ পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে, কেহ পণ্যালয় হইতে, কেহ ভূগর্ভ হইতে, কেহ কর্ম্মকারের ভস্ত্রাস্থান হইতে, কেহ চর্ম্মকারের কুটীর হইতে কেবল আত্মাবলম্বন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি গুণে বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে নিয়ে কতকগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

খ্যাতনামা সেক্সপিয়রের জন্ম কেহ ঠিক বলিতে পারেন না, কিন্তু ইনি যে দরিদ্রসন্তান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সুতা-কলের সৃষ্টিকর্ত্তা সার রিচার্ড আর্করাইট ও লর্ড টেন্টরডন্ ক্ষৌরকার-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; দৈনন্দিন শ্রমোপজীবীর গৃহে, ইঞ্জিনিয়ার ব্রিণ্ডিলি, প্রধান পোত-নাবিক কুক ও কবি বরনসের জন্ম হয়। বেন জন্‌সন্ রাজমিস্ত্রির সন্তান ছিলেন, ইনি অঙ্গরখাতে একখানি পুস্তক ও হস্তে কর্ণিক লইয়া লিন্‌কনের গোষ্ঠ-গৃহ নির্ম্মাণ

করিতেন। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এডওয়ার্ড টেল্‌ফোর্ড, ভূতত্ববেত্তা হফ্ মিলর ও বিখ্যাত ভাস্কর আলান্ ক্যানিংহাম ও ঐ বংশোদ্ভব গণিতবিদ্যাবিশারদ সাম্‌সন্, ভাস্কর বেকন্, আডাম্ ওয়াকর, জন ফষ্টর, পক্ষি-বিদ্যাবিশারদ উইলসন্, দেশভ্রমণকারী বিখ্যাত মিশনরি ডাক্তার লিভিংষ্টোন ও সুকবি টানাহিল প্রভৃতি মহাযশাগণ তন্তুবায়গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সামুদ্রিক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রধান ক্লাউড্‌স্‌লি সভল, বৈদ্যুৎ-বিদ্যাবিশারদ ষ্টরজিয়ন, প্রধান রচনাকর্ত্তা স্যামুএল ব্রিউ, ত্রৈমাসিক সমাচারপত্র-লেখক গিফোর্ড, কবি ব্লুমফিল্ড, মিসনরি উইলিয়ম কেরি ও মরিসন্ প্রভৃতি খ্যাতনামা মহাত্মাগণ চর্ম্মকারগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। টমাস্ এডওয়ার্ড নামক এক ব্যক্তি জুতার দোকানে থাকিয়া পদার্থবিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিখ্যাত চিত্রকর জ্যাক্‌সন এক সূচিজীবীর দোকানে কর্ম্ম করিতেন। মহাসাহসী সামুদ্রিক নাবিক আড্‌মিরাল হবসন্‌ও ঐ শ্রেণীভুক্ত। কার্ডিন্যাল উল্‌সি, গ্রন্থকার ডি ফো এবং কবি আকিন্সাইড ও কর্ক হোয়াইট মাংস-বিক্রেতার সন্তান। গ্রন্থকার বেনিয়ান কাঁসারির সন্তান ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষক জোজেফ ল্যাঙ্কাষ্টর ঝুড়ি বোনা ব্যবসায় করিতেন। বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার-ব্যাপারে যাঁহাদের নাম কীর্ত্তিত আছে, তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা নিউকোমন কর্ম্মকার ছিলেন। ওয়াট গণিত-সংক্রান্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন এবং ষ্টিফেন্‌সন্ কলের অগ্নি প্রজ্বালনে নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মোপদেষ্টা হন্টিংডন প্রথম অবস্থায় কয়লার কাঁড়ি দিতেন। কাচের ছাঁচের জন্মদাতা রিউইক কয়লার খনিতে কার্য্য করিতেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ডড্‌সলি পদাতিক এবং হল্‌ক্রফট্ ঘোড়ার সহিস ছিলেন। বিজ্ঞান-শাস্ত্র-অধ্যাপক মাইকেল ফ্যারাডে সামান্য কর্ম্মকারের সন্তান ছিলেন। স্কটলণ্ডের উত্তর প্রান্তে থরসো নামক স্থানে রবার্ট ডিক্ নামে এক ব্যক্তি পূপকারের দোকানে থাকিয়া অসামান্য ভূতত্ববেত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের প্রাকৃত সভার সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেই নীচবংশীয় দরিদ্রের সন্তান। এই সভার সভ্য মৃত ব্রদরটন প্রথম অবস্থায় তুলা-কলের কর্ম্মচারী ছিলেন এবং একজন তন্তুবায়-সন্তান ঐ সভার সভ্য ছিলেন। প্রসিদ্ধ পোতাধিকারী মাষ্টার ডবলিউ এস লিণ্ডস্ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়া সংসারপথের পথিক হয়েন। পরে স্বাবলম্বন, পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়গুণে এ সভার সভ্য হইয়া সম্মান লাভ করেন। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত উন্নতি না হইলে স্বজাতির উন্নতি লাভের উপায় নাই; আর এই ব্যক্তিগত উন্নতির জীবন সচ্চরিত্রতা, স্বাবলম্বন, পরিশ্রম, উৎসাহ, অধ্যবসায়,

স্বাধীন-চিন্তা। এই উপকরণগুলি নহিলে ব্যক্তিগত উন্নতির জন্ম হয় না এবং ব্যক্তিগত উন্নতি নহিলে সমষ্টিগত উন্নতির আশা কোথায়? সুতরাং ব্যক্তিগত উন্নতির উপরেই জাতীয় উন্নতির আশা ভরসা নির্ভর করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব স্বদেশানুরাগী-মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য, যাহাতে ব্যক্তিগত উন্নতিলাভ হয়, তাহার চেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবন করা।

শ্রীকু, ম্রা।

## নূতন সংবাদ।

১। কুমারটুলির হত্যাকাণ্ডের নায়ক অন্নদাপ্রসাদ ঘোষের মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে। ৫ জন ইংরাজ ও ৪ জন দেশীয় বিশেষ জুরি লইয়া বিচার হয়। জুরিরা এক-বাক্যে আসামীকে হত্যাদি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করাতে তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন সম্প্রতি নিউ-মোনিয়া রোগে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া দেব ও অতিথি সেবাদির জন্ত বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

৫। চীনদেশে নাকি কন্যাবিক্রয়ের প্রথা অত্যন্ত বলবতী। অতি সামান্য মূল্যে বালিকাগুলি বিক্রীত হইয়া থাকে। এক একটী বালিকার মূল্য ৩৪ শিলিং মাত্র।

৪। সম্প্রতি ডেনমার্করাজের দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স চার্লসের সহিত আমাদের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্সের কন্যা প্রিন্সেস মডের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।

৫। পঞ্জাবের একটী প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়-গৃহে একটী বিধবা-বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

৬। বোম্বের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবার ৮২ জন ছাত্রী উপস্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪৮ জন খৃষ্টান, ৩০ পারসী, ৩ হিন্দু এবং একজন ইহুদী।

## পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। নারীরত্নমালা (সচিত্র)— শ্রীবৈকণ্ঠনাথ দাস প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এই পুস্তকে ছবির সহিত বিদেশীয় ১১টী এবং দেশীয় ৩টী আদর্শ মহিলার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ভগিনী ডোরা, ফ্লোরেন্স নাইটিং-গেল ও ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার চরিত পাঠে কে না আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন? অন্যান্য বিদেশীয়া রমণীরাও বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। দেশীয় মহিলাদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর-জননী হিন্দু গৃহের লক্ষ্মী, তরুদত্ত প্রতিভার জীবন্ত মূর্ত্তি এবং রমাবাই নারীহিতব্রতে

আত্মোৎসর্গকারিণী। পুস্তকখানি অতি সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা একখানি সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার উৎসাহলাভের যোগ্য।

২। আমাদের লুর্দের কর্ত্রী—পিতা এচ,এম,বোতেরো প্রণীত,মূল্য ৷৷৵০ আনা। এই পুস্তকে কুমারী বার্ণাদেত্তা-নাম্নী এক ফরাসী বালিকার অলৌকিক দর্শনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে করিতে শ্রীমন্তের "কমলে কামিনী" দর্শনের কথা মনে হয়। হিন্দুদিগের ন্যায় রোমান ক্যাথলিক্ খ্রীষ্টানেরা দেবলীলায় বিশ্বাস করেন। পুস্তকখানির ভাষা পূরা খৃষ্টানী নহে এবং তজ্জন্য ইহা পাঠ করিয়া বঙ্গনারীগণ আনন্দিত হইতে পারিবেন।

৩। শকুন্তলা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৷৵ আনা। কবিবর কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা যতদূর সংক্ষিপ্ত সরল ভাষায় লিখিত হইতে পারে, তাহা হইয়াছে এবং পুস্তকখানি অনেকগুলি লিথোগ্রাফি ছবিদ্বারা সুশোভিত। পাঠিকা-দিগকে পুস্তকখানি এক এক বার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

৪। দেহতত্ত্ব—শ্রীকেদারনাথ কুলভি প্রণীত। ইহাতে দেহ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহার বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে,বিজ্ঞানসমন্বিত ধর্ম্ম-ভিত্তির উপরে ইহার মীমাংসা সকল প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ শাস্ত্রের সারতত্ত্ব ইহাতে আছে। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী এবং ইহাতে যোগমার্গ-সম্মত যে সকল নিগূঢ় তত্ত্বের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা বিশেষ চিন্তা ও আলোচনার বিষয়।

৫। কবিতা মুকুল, প্রথম ভাগ—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম,এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে ২১টী কবিতা এবং অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে। কবিতাগুলি অতি সরল ও সুন্দর হইয়াছে। কবিতামুকুল প্রথম পাঠ্য কবিতা-পুস্তকরূপে বিদ্যালয় সকলে গৃহীত হইবার যোগ্য।

৬। বালকপাঠ—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত,মূল্য ৵১০ আনা। ইহাতে গদ্য ও পদ্য সরল প্রবন্ধ সকল আছে। পুস্তকখানি তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার স্থলে পাঠ্য হইতে পারে।

## বামারচনা।

### কোথা আছি ?

উপরে অনন্ত শূন্য অগণ্য তারকা,
ভূতলে অগাধ সিন্ধু অনন্ত বালুকা।
পার্শ্বে ঘন বন-রাজি, উচ্চ গিরিশ্রেণী,
ব্যাপিয়া অনন্ত দিক্ আঁধার-যামিনী।
সম্মুখে শ্মশান-শয্যা ভীষণ-আকৃতি,
উপরে বজ্রাগ্নি-রেখা বিকট-মূরতি।
এ প্রাণ বাসনা-স্রোতে সদা নিয়গামী,
মনেতে আশঙ্কা সদা,কোথা আছি আমি ?

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

No. 373. February 1896.

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

# BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।


| ৩৭৩ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩০২—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬। | ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ। |
|---|---|---|


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—৬৬ বার্ষিক মাঘোৎসব অন্যান্য বর্ষের ন্যায় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হয়, তাহাতে ছোট লাট সস্ত্রীক সভাপতিত্ব করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন।

নববর্ষের রাজপ্রসাদ—ইংরাজী নব-বর্ষ উপলক্ষে রঙ্গপুরের রাজা বাহাদুর গোবিন্দলাল মহারাজা, তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় রাজা বাহাদুর, বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র দাস ( সি, আই, ই) ও যদুনাথ রায় রায় বাহাদুর, বাবু নবকৃষ্ণরায় রায় সাহেব, এবং ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ সি, আই, ই উপাধি পাইয়াছেন।

মোহনমেলা—কলিকাতার মাণিক-তলাস্থ মল্লিকস্ লজ্ নামক উদ্যানে একটী বৃহৎ মেলা হয়, তাহাতে দেশীয় বিবিধ শিল্পের প্রদর্শন ও তৎসঙ্গে অনেক আমোদপ্রমোদেরও আয়োজন হইয়া-ছিল।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় — ইহার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৮২ জন ছাত্রী উপস্থিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৮ খৃষ্টান ৩০ পার্শী, ৩ জন হিন্দু এবং ১ জন য়িহুদী রমণী।

দান—(১) মহিষাদলের রাজা জ্যোতিঃ-প্রসাদ গর্গ বাহাদুর শেঁওখালিতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং বর্ষে বর্ষে ৩০০ টাকা করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। (২) বিজয়নগরমের মহা-রাজা লেডী ডফারিণ্ ফণ্ডে এ বৎসর ২৮০০০ টাকা দান করিয়াছেন। গত বৎসর ১০০০০ টাকা দিয়াছিলেন।

মহীশূরের রাজজননী—ইনি একজন

বিদুষী রমণী ও অশেষ গুণে গুণবতী। ইনি ইংরাজী, সংস্কৃত, ক্যানারীস্, হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী ভাষায় সুপণ্ডিতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—সার আল্ফ্রেড্ ক্রফ্ট আর এক বৎসরের জন্য বাইস্ চানসেলার হইয়াছেন। রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, বাবু লালবিহারী মিত্র এবং ডাক্তার সুরেশ চন্দ্র সর্ব্বাধিকারী নূতন ফেলো মনোনীত হইয়াছেন।

নূতন মহাদেশ আবিষ্কার—নরওয়ের নাবিক বর্ক গ্রেভিস্ পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুদেশে এক নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি দক্ষিণ অক্ষরেখার ৭৪ অংশের মধ্যে আডেয়ার নামক এক অন্তরীপে অবতীর্ণ হন। তথায় উত্তর মেরুদেশ অপেক্ষা শীত অনেক কম। তিনি খনি আবিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন।

বাঙ্গালীর গৌরব—ফরাসী চন্দননগর-নিবাসী বাবু দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়কে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতি "নাইট সিভেলিয়ার ডিলা লিজন ডি অনর" ( knight chevalier de la legion D' Honour ) নামক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

ইংরাজদের উল্কীপ্রিয়তা—বিলাতে নাকি বিবিরা উল্কীভক্ত হইয়াছেন, নানা বর্ণের উল্কী পরিতেছেন। পুরুষেরাও কম নহেন। পার্লেমেণ্টের জনৈক সভ্য তাঁহার স্ত্রী ও ৫টী পুত্র কন্যার শরীরে তাহাদের নাম ধামের উল্কী চিত্রিত করিয়া লইয়াছেন।

আশ্চর্য্য গামোছা—এক প্রকার তোয়ালে প্রস্তুত হইয়াছে, উহা অপরিষ্কার হইলে গন্‌গণে অগ্নিতে ফেলিলে কিয়ৎক্ষণ পরে ধোপার বাড়ীর ইস্ত্রী-করা কাপড় অপেক্ষাও পরিষ্কার হইয়া আসে।

দম্পতী-তরু—সুইজরলণ্ডে এক আইন আছে, তদনুসারে প্রত্যেক বিবাহিত নব-দম্পতীকে বিবাহান্তে স্বহস্তে বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। বিবাহের দিন পাইন্ ও উইলো বৃক্ষের চারা রোপণ করিতে হয়। ইহা একটী সুন্দর প্রথা।

---

## রুষ রমণীর উন্নতি ও অধিকার।

অতিদূরদেশ রুষিয়াতে রুষ ভগিনীগণ দিন দিন নানা প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করিয়া, কেমন উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাহার বিবরণ লণ্ডনের কোন এক সাময়িক পত্রে একদিন পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীগণও তাহা অবগত হইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, এই মনে করিয়া, তাহা সঙ্কলনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে ধরিতেছি। নরনারীর অন্তরাত্মা যখন সেই পূর্ণ জ্ঞানের দিকে ধাবিত হয়,

তখন তাহা আর কোন বাধাবিঘ্ন মানে না এবং কোন বাধাবিঘ্নও তাহার গতি কিছুতেই রোধ করিতে সমর্থ হয় না; বরং তন্মধ্য হইতে এমন সকল অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত হয়, যদ্দ্বারা সকল বাধা, সকল বিঘ্ন, সকল অন্তরায় ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে দেখা যায়। দুর্জ্জয় রাজশক্তি, ইচ্ছা সত্বেও, অবলাগণের জ্ঞানার্জ্জনী স্পৃহাকে খর্ব্ব করিতে পারিতেছে না, এ দৃশ্য অতীব মনোহর। রুষরমণীর জ্ঞানোপার্জ্জন প্রবৃত্তি এতাদৃশী বলবতী না হইলে রুষের বর্ত্তমান উন্নতি-স্রোত বহুশতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত।

অর্দ্ধশতাব্দী কাল পূর্ব্বে রুষ মহিলাগণের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। অনেক মহাত্মা, সময়ে সময়ে, স্বদেশীয় মহিলাবৃন্দের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কিন্তু রুষ গবর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধাচরণ করাতে তাঁহারা সফল-মনোরথ হইতে পারেন নাই। তবে ইহাঁদিগের উদ্যোগে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল মাত্র; তাহাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ফরাসী ভাষা, সঙ্গীত ও সেলাইএর কার্য্য শিক্ষাতেই রুষ ভদ্রমহিলার উচ্চশিক্ষার পরিসমাপ্তি হইত। মহিলাবৃন্দের উচ্চশিক্ষাবিধানার্থ এতাবৎকাল কোনও কলেজ ছিল না। স্কুলের সংখ্যা এত কম ছিল যে, তাহা আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে, সর্ব্বপ্রথমে, সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরের মেডিক্যাল কলেজে রুষ রমণীগণ প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এই জন্য রুষ অবলা-বান্ধবগণকে যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই সমুন্নত হিন্দুনীতি ও অনুশাসন রুষ গবর্ণমেণ্টের হৃদয়ঙ্গম করাইতে ইহাঁদিগকে বিশিষ্টরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অবশেষে গবর্ণমেণ্টের মত পরিবর্ত্তিত হইল। অবলা-হিতৈষি-গণেরই জয় হইল। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম রুষ মহিলাগণের জন্য রুষিয়ার অনেক সহরে কলেজ সংস্থাপিত হয়। রুষরমণীগণের সমুন্নতি জন্য যে সকল মহাত্মা বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাইকেল মিকেলবের (Michael Mikailov) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁর হৃদয়োন্মাদক কবিতা সকল রুষ জাতির সুষুপ্ত হৃদয়কে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় ইনি অকালে সাইবেরিয়ায় মানবলীলা সংবরণ করেন।

মিকেলব-প্রমুখ স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগিগণ রাজা প্রজার মনে যে উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তালপত্রের অগ্নির ন্যায় বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। অত্যল্প কালের মধ্যে সমগ্র রুষ সাম্রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষার যে প্রবলোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইয়াছিল, ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে আবার তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। মহিলাগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমস্ত কলেজ একবারে বন্ধ হইয়া গেল। স্ত্রীশিক্ষার স্রোত একবারে অবরুদ্ধ হইল।

এই সময়ে ছুইজন রুষ মহিলা স্বদেশীয় মেডিক্যাল কলেজে উচ্চশ্রেণীতে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ইহাঁ-দিগের পাঠ সমাপ্তির আর অতি অল্পকাল বাকী ছিল মাত্র। কলেজ বন্ধ হওয়ায় অগত্যা ইহাঁরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন বিদেশীয় কলেজে প্রবেশলাভ করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিলেন। যদিও অনেক সংগ্রামের পর রুষ গবর্ণমেণ্ট মহিলাদ্বয়কে, মেডিক্যাল আকাডেমীতে অধ্যয়ন করিয়া, শেষ পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের একপ্রকার অকিঞ্চিৎ-কর অনুগ্রহের জন্য অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া বিদেশেই পাঠ সমাপ্ত করিতে সঙ্কল্প-বতী হইলেন। যুবতীদ্বয় কিছুতেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। এই ঘটনাতে সমগ্র রুষ-সাম্রাজ্যে এক মহা আন্দোলন সমুত্থিত হইল। এই আন্দোলনের ফলে মহিলাগণের জন্য রুষ দেশে কয়েকটি প্রাইভেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও এই সকল কলেজ হইতে সমুত্তীর্ণ ছাত্রী-গণ কোন প্রকার ডিপ্লোমা বা উপাধি লাভ অথবা রাজসরকারে কোন প্রকার উচ্চপদ লাভ করেন নাই, তথাপি চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে ছাত্রীগণ আগ্রহের সহিত আসিয়া এই সকল কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক রুষ রমণী আপনাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় কলেজে প্রবেশলাভ করিলেন। অত্যল্প কালের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭০ খৃঃ অব্দে প্রায় একশত রুষ রমণী জুরিচ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবিষ্ট হইলেন।

এদিকে রুষ গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, প্রতিবৎসর উচ্চশিক্ষার্থিনী রুষ মহিলারা দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন, বিশেষতঃ বিদ্রোহিদলের কেন্দ্রস্থল জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতেছেন, ইহা রুষ সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। কি জানি কবে বা এই সকল মহাশক্তি কোন বিপদ ঘটাইয়া বসে, এই আশঙ্কা করিয়া রুষ গবর্ণমেণ্ট রুষ মহিলা-গণকে স্বদেশে রাখিয়া উচ্চশিক্ষাদানার্থ আবার কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেণ্টপিটার্স-বর্গ মেডিক্যাল আকাডেমী এবার অবৈতনিক মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হইল। আবার রুষ মহিলাগণ এই কলেজে অবাধে অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতে লাগিলেন। দেশমধ্যে স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রুষ-তুর্কী যুদ্ধের সময় বহুসংখ্যক রুষ মহিলা-ডাক্তার আপনাদিগের উপ-যোগিতার পরিচয় দিয়াছেন। এই জন্য ইহাঁরা রুষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে পুরস্কৃতা ও সম্মানিতা হইয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভকালে রুষ-সম্রাট সাম্রাজ্যমধ্যে স্ত্রী ও শিশু চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার নিয়োজিত করিবার বিধি প্রচার করেন। ঠিক্ এই সময় জনৈক রুষ মহিলা সেণ্টপিটার্সবর্গ

মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপিকার পদে নিযুক্ত হন।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সেণ্টপিটার্সবর্গ ও কিব ( St. Petersburg and Kiev ) নগরে আরও কয়েকটী মহিলা-কলেজ সংস্থাপিত হয়। এখানে ভাষা, গণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদির শিক্ষা প্রদত্ত হইতে লাগিল। এই সকল কলেজে প্রতিবৎসর চিকিৎসাবিভাগে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত ও অন্যান্য বিভাগে প্রায় ৮০০ আট শত ছাত্রী অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। মেডিক্যাল বিভাগের ছাত্রীসংখ্যার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক বিবাহিতা। বলা বাহুল্য, সেণ্টপিটার্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সহিত ইহাদিগের পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াতে মণিকাঞ্চন যোগ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় বিবাহ হইলে ছাত্রজীবনের উন্নতির বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই বলিয়া রুষ সম্রাট "ছাত্রাবস্থাতে কেহই বিবাহ করিতে পারিবে না" এই রাজবিধি স্বীয় রাজ্যমধ্যে প্রচার করেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ১৫ বৎসরের মধ্যে ৬০০ মহিলা-ডাক্তার রুষদেশে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২০০ দুইশত মহিলা পল্লীগ্রামস্থ কৃষকদিগের মধ্যে, কতকগুলি জেলাতে জেলাতে, কতকগুলি স্কুল কলেজে ও গবর্ণমেণ্টের আফিসে কার্য্য করিতেছেন এবং কতকগুলি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। নানা প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অন্তরায় সত্ত্বেও রুষমহিলাগণ ক্রমশঃ উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতেছেন। এক্ষণে প্রায় ৩০০ তিন শত রুষ মহিলা প্যারী, জুরিচ, বারণ, ও জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ও উইল্না নগরে দন্তচিকিৎসা শিক্ষাদানার্থ দুইটী কলেজ আছে, এখানে বহুসংখ্যক মহিলা শিক্ষা লাভ করিতেছেন। অনেক রুষ মহিলা এক্ষণে স্কুল কলেজে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ব্যতীত টেলিগ্রাফ-বিভাগেও কার্য্য করিতেছেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে জনৈক রুষ মহিলা সাইবিরিয়ার টোমস্ক নগরের এক আদালতে ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রুষ দেশে মহিলাগণের যদ্যপি কোন প্রকার রাজনৈতিক অধিকার থাকা সম্ভবপর হয়, তবে তাহাও আছে। মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনাদিতে রুষমহিলাগণ, ইচ্ছা করিলে, ভোট দিতে পারেন। নিম্নশ্রেণীর মহিলাগণের মধ্যে অনেককে ডাকপিয়নের ও চৌকিদারের কার্য্য করিতে শুনা যায়। অধিকাংশ জেলের কয়েদী নাকি স্ত্রী-কনেষ্টেবল কর্ত্তৃক এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। অতি অল্প কাল হইল, জনৈক রুষ মহিলা সরসটোব গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কোন এক নগরের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিতা হইয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার।

# স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ।

( গত প্রকাশিতের শেষ )

সাধারণ বঙ্গবাসিনীদিগের অবস্থা ও উপযোগিতা আলোচনা করিয়া, আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যে সকল বিষয় তাঁহাদের নির্দ্দোষ আমোদের উপযোগী বলিয়া বোধ হয়, আমরা পাঠিকা ভগিনীদিগের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এ জগতে আমোদের জিনিষ দুই প্রকার। প্রথম নৈসর্গিক, দ্বিতীয় মানবসৃষ্ট। আমরা আগে বলিয়াছি, চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তির চরিতার্থতার যে আনন্দ, তাহাকেই আমরা "আমোদ" বলি। প্রাকৃতিক জগতে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি চরিতার্থ-কর যে অসংখ্য জিনিস রহিয়াছে, ইহা কে না জানেন? তাই বলিতেছি, নবোদিত রবির লোহিত কান্তি, চাঁদের মধুর জ্যোৎস্না, ফুলের মনোহর ছটা, বিহঙ্গের সুললিত গীতি, মৃদু বাতাসের সুখ-মাখা হিল্লোল, নদীর উচ্ছ্বাসময় স্রোত, পর্ব্বতের অটল গম্ভীরাকৃতি, সমুদ্রের ভীমা বিস্তৃত নীলিমা, ছয় ঋতুর বিচিত্র নবীনতা—এ সবই মানবের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তিকর; সবই মানবের আমোদের জিনিষ। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাজ্যে আসিয়া গাম্ভীর্য্যের অনুরোধে, শুষ্কতার অনুরোধে যে ব্যক্তি এই অনন্ত সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করে তাহার মত দুর্ভাগা কে আছে, আমরা জানি না। আবার এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া যাহার মনে অনন্ত সুন্দর বিশ্বস্রষ্টার নাম স্মরণ হয় না, তাহার মত দুর্ভাগা লোকে কল্পনায় আঁকিতে পারে কি না তাহা আমরা জানি না!

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মানুষের মন আপনা হইতেই মুগ্ধ হয়। এরূপ মুগ্ধতায় বাধা না দিলে অর্থাৎ বলপূর্ব্বক মনকে বিষয়ান্তরে নিয়োজিত না করিলে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে ক্রমশঃ আমোদ উপভোগের প্রধান জিনিস বলিয়া বোধ হয়। সহৃদয় বন্ধুর সহিত অথবা স্নেহাস্পদ বালক বালিকার সহিত মিলিয়া ইহার উপভোগ যে কত সুখের, আমার পাঠিকা ভগিনী যদি ভুক্তভোগিনী হন, তাহা হইলেই বুঝিতেছেন। আমার পাঠিকা ভগিনীদের মধ্যে যাঁহাদের সুবিধা আছে, তাঁহারা সহৃদয় বন্ধু অথবা স্নেহাস্পদ বালক বালিকার সহিত বাড়ীর উঠানে ( বা সেই রকম স্থানে ) একটী ছোট খাট ফুল বাগান করিতে পারেন। সে আমোদ যেমন নির্দ্দোষ, সেইরূপ অফুরন্ত। পাঠিকা ভগিনি! যখন তোমার স্বহস্ত-প্রস্তুত ফুলের গাছে কচি কচি পাতা উঠিবে, যখন কলিকা ক্রমশঃ স্ফুটনোন্মুখী হইবে, যখন স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া হাসিবে, যখন প্রজাপতি তাহার সুন্দর

"গোষাক"-পরা দেহটী কাঁপাইয়া ফুলে ফুলে বেড়াইবে, যখন তোমার গোলাপ তরুর ডালে বসিয়া দোয়েল পাখী মধুর ঝঙ্কার করিবে, যখন জ্যোৎস্না-রাত্রে চাঁদের আলো মাখিয়া তোমার সাধের ফুলগুলি সুগন্ধ ছড়াইতে থাকিবে, যখন তোমার আত্মীয় বন্ধুদিগকে তোমার ফুল "উপহার" স্বরূপ ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহের হস্তে দান করিবে, সকলের উপরে সেই সুন্দর শোভাময় ফুলের বাগানখানি যখন বিশ্বেশ্বরের চরণে মনে মনে উৎসর্গ করিবে, তখন পাঠিকা ভগিনি! তুমি অনন্ত, অফুরন্ত, আমোদে আমোদিতা হইবে। এ প্রাকৃতিক আমোদ অবহেলা করিও না। তাহা হইলে (প্রাকৃতিক) নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় প্রকারের আমোদ মানব-সৃষ্ট। ইহাও বহুবিধ; আমরা সংক্ষেপে ইহার কয়টী প্রধান বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১ম কবিতা—সুরুচিপূর্ণ কবিতা যে মানবের বিশুদ্ধ আমোদের এক প্রধান উপকরণ, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইহা পড়িতে যেমন আনন্দ, লিখিতেও তদধিক। ইহা রমণীর উপযোগী। আমার বোধ হয় স্ত্রীজাতির মধ্যে অনেকেরই কবিতা-রচনায় অনুরাগ আছে। সেকালে বঙ্গ-মহিলাগণ নিরক্ষরা ছিলেন, তখনও তাঁহারা অনেক কবিতা ও প্রবচন মুখে মুখে রচনা করিতেন। তাঁহাদের রচিত কবিতা এ দেশে "ছড়া" বলিয়া বিখ্যাত। এখনকার অনেক রমণী লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কবিতা রচনা করিতে অনেকে অনুরক্তা। বামাবোধিনী, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য, অনুসন্ধান প্রভৃতি বহুতর সাময়িক পত্রে বঙ্গমহিলাগণ কবিতা লিখিয়া থাকেন। এইরূপ কবিতাচর্চ্চায় রমণীগণের নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলিত হয়, হৃদয়ের উন্নতি সাধিত হয়। যাঁহারা নিজে লিখিতে না পারেন, তাঁহারা কোনও সুকবির রচিত বিশুদ্ধ কবিতা সখীগণের নিকটে আবৃত্তি করিলেও অনেক তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। যিনি পারেন, তিনি সুমিষ্ট বিশুদ্ধ কবিতা লিখিবেন।

২য় সঙ্গীতবিদ্যা—সঙ্গীত কবিতারই অনুরূপ। বরং ইহা সুরতান লয়ে গীত হয় বলিয়া কবিতা অপেক্ষা অধিকতর মোহিনী-শক্তি-বিশিষ্ট। বঙ্গদেশে (বিশেষতঃ পল্লিগ্রামে) স্ত্রী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীতি সাধারণের কর্ণে প্রবেশ করা বড়ই লজ্জার কথা।* আজি কালি ধনিগৃহের বালিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। সঙ্গীতেও স্ত্রীজাতির বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়—আজি যে

* পল্লিগ্রাম-বাসিনীরা শিক্ষার অভাবে উপযুক্ত সঙ্গীত শিখিতে পান না। কিন্তু সঙ্গীত শিখিবার প্রবৃত্তি নারী-হৃদয়ে প্রবল কি না, তাই অনেকে কুরুচিপূর্ণ সঙ্গীতও শিক্ষা করিয়া থাকেন। অপরাধ কাহাকে দিব?—সেটা "লজ্জার কথা" নহে কেন?

বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছে বলিয়া সঙ্গীতে বঙ্গমহিলা অনুরক্তা, এমন কথা কেহ বলিও না; ঠাকুর মা বুড়ীর কণ্ঠ-নিঃসৃত ঘুমপাড়ানি গান, শ্যামাবিষয়ক গান যতদিন আমার মনে থাকিবে, ততদিন আমি ভুলিব না যে, সেকালেও রমণী-দিগের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা ছিল। যাহা হউক, বিশুদ্ধ-ভাব-পূর্ণ সঙ্গীত ও হার্‌মোনিয়ম, পিয়ানো বাদন বঙ্গমহিলা-দিগের মধ্যে প্রচলিত হইলে স্ত্রীজাতির নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলনের এক প্রধান উপায় হয়। হার্‌মোনিয়ম বা পিয়ানো যদি ব্যয়সাধ্য হয়, পাঠিকা ভগিনী অল্প টাকায় একটা 'একোডিয়ম' কিনিতে পারেন। ইহাতেও গীত, গৎ বাজাইতে পারা যায়; স্বরও সুমিষ্ট। এইরূপে প্রতি-দিন বিশ্রামসময়ে (এ আমোদ প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী), উপাসনা বা সন্ধ্যাবন্দনা সময়ে গীত বাদ্যা-নুষ্ঠানে হৃদয় বিশেষ আমোদিত হইতে পারে; ভগবদ্ভক্তিও অনুশীলিত হয়; এবং একাজে বন্ধু বান্ধবেরা বিশেষ প্রীত হইতে পারেন।

নৃত্য সঙ্গীতের অঙ্গবিশেষ। কিন্তু এদেশে যে রকম নৃত্য প্রচলিত, তাহা আমরা রমণীকুলের উপযোগী বলিতে পারি না।

৩য় শিল্প—শিল্প রমণীর উপযোগী নির্দ্দোষ আমোদের একটী সুন্দর জিনিষ। শুনিয়াছি, কোনও ইয়োরোপীয় মহিলা এত সুন্দর উলের ফুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বন্ধুগণ প্রকৃত ফুল ভাবিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বঙ্গ-মহিলাগণ পিঠালির ছদ, জলে নুন, ডুমুর-ভিজা জলে চিনির পানা, আসনের নীচে ইষ্টক খণ্ড প্রভৃতি কাজে নূতন জামাতার বুদ্ধি পরীক্ষা না করিয়া যদি ইয়োরোপীয় মহিলার মত শিল্পের সৌন্দর্য্যে জামাতা-দিগকে অপ্রতিভ করিতে পারেন, তাহা হইলে কত আমোদের বিষয় হয়! কবি-বর মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতা রাজ-নারায়ণ দত্ত মহাশয়কে, আহারকালে তাঁহার এক আত্মীয়া এক খণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা কৃত্রিম রুই মাছের মুড়া করিয়া দিয়াছিলেন; উহা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, দত্ত মহাশয় "সত্য" মনে করিয়া তুলিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, অবশেষে জানিতে পারিয়া রচয়িত্রীকে বিশেষ প্রশংসার সহিত ২৫্ টাকা পুরস্কার দেন। সেকালের এমনতর অনেক গল্প শুনা যায়। নবীনাগণের মধ্যে এই রকম শিল্পনৈপুণ্য প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

৪র্থ চিত্র—চিত্রবিদ্যাও রমণীর উপ-যোগী সুন্দর ও নির্দ্দোষ আমোদের জিনিষ। সুন্দর ছবি আঁকিয়া ঘরে রাখিতে, বন্ধু-দিগকে দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতে কতই আমোদ হয়! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দেশে স্ত্রীজাতির মধ্যে এ বিদ্যা প্রচলিত হয় নাই। চিত্রবিদ্যা ও ফটোগ্রাফ করিতে শেখা স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রচলিত হইলে বড়ই সুখের হয়।

৫ম হাস্য-রস-উদ্দীপক গল্প—বিশুদ্ধ-

ভাব-পূর্ণ হাস্য-রস-উদ্দীপক গল্প হইতে নির্দ্দোষ আমোদ যেমন অনুশীলিত হয়, বন্ধুগণও সেইরূপ প্রীত হন। যাঁহা-দিগের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা গল্প রচনা করিয়া বন্ধুদিগের সন্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন। অন্যথা হাস্য-রসোদ্দীপক গল্প শিখিয়া বন্ধুদিগের নিকট বলিতে পারেন। কিন্তু এই কাজে একটী বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক এই যে, কেহ যেন গল্প শুনিয়া মনে না করে যে, "আমার উপরে শ্লেষ করা হইতেছে", কোনও গল্পের ভাব যেন সে রকম না হয়।

৬ষ্ঠ। দেশভ্রমণ—"দেশভ্রমণ" বঙ্গ-মহিলাদিগের পক্ষে অসঙ্গত নহে। তীর্থ-দর্শন উপলক্ষে হিন্দু রমণীগণ গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, সাগরসঙ্গম প্রভৃতি কত স্থানেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত অভিভাবকের সহিত এই সকল স্থানে ভ্রমণ করিলে নির্দ্দোষ আমোদের সহিত ভক্তি, জাতীয় ভাব, অভিজ্ঞতা, সবই লাভ হইতে পারে।

৭ম। বৈজ্ঞানিক উপায়—বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করা যায়; তাহা অধিকতর কৌতুকপ্রদ। ম্যাজিক লণ্ঠন, কৃত্রিম ফোয়ারা, অণু-বীক্ষণ যোগে ক্ষুদ্রতম বস্তু দর্শন ইত্যাদি বহুবিধ আমোদের জিনিস আছে। তাহা সাধারণ মহিলাগণের পক্ষে দুঃ-সাধ্য বিবেচনায় বিস্তৃতভাবে লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম। প্রধানতঃ এই সকল উপায়ে নির্দ্দোষ আমোদ অনুশীলিত হইতে পারে।

পরিশ্রান্ত শরীরের পক্ষে নিদ্রা যেমন উপকারিণী, পরিশ্রান্ত মনের পক্ষে আমোদ সেইরূপ উপকারক। মানুষের শরীর যতই শ্রমকাতর হউক না কেন, একবার ঘুমাইয়া উঠিতে পারিলে আলস্য ঔদাস্য দূর হয়, আবার নূতন স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম জাগে। মানুষের মনও যতই অবসন্ন, যতই বিরক্ত হউক না কেন, একবার আমোদ উপভোগ করিতে পারিলে আবার স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, আবার প্রকৃতিস্থ হয়। দয়াময় জগদীশ্বর এমন জিনিস যখন আমাদিগকে দিয়াছেন, তখন আমরা ইহা তাঁহার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া উপভোগ করিতে পারিলে আমাদেরই জীবন সার্থক হইতে পারে।

উপসংহারকালে তোমাকে বলি, পাঠিকা ভগিনি! এ সংসারে পবিত্র আমোদের মূল সরলতা ও প্রফুল্লতা। তাই সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, বঙ্গবাসিনীগণের মন সরল হউক, হৃদয় প্রফুল্ল হউক, তাঁহারা নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া হৃদয়, গৃহ ও সমাজে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রবাহিত করুন্। ভগবান্ তাঁহাদের সহায় হউন।

শ্রীমা।

# আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র।

একটা ঝাড়ের কলম রৌদ্রে ধরিলে কত রঙ্ ফলে। নির্ম্মল কাচে শুভ্র সূর্য্যকিরণ পড়িয়া যখন এত রঙ্ ফলে, তখন বুঝিতে হইবে সূর্য্যের রশ্মিতেই অত রঙ্ ছিল। অন্য দিক্ দিয়াও কথাটা বুঝা যাইতে পারে। ঝাড়ের কলম রৌদ্রে ধরিলে যে ৭টি রঙ্ ফলে, সেই ৭টি রঙ্ যদি একত্রে মিশান যায়, তবে শাদা রঙ্ হয়। সূর্য্যের রশ্মিও শুভ্র, তাই বুঝিতে পারা যায় যে, শুভ্র সূর্য্যরশ্মি ৭টা রঙ্গের সমষ্টি। আর একটা কথা এই যে, কোণাওয়ালা কাচ দিয়া, সূর্য্য-রশ্মি অথবা সকল প্রকার আলোকই ভাগ করিয়া ফেলিতে পারা যায়। সকল প্রকার ভাস্বর বা প্রদীপ্ত পদার্থ হইতে নিঃসৃত আলোকের বিভাগ বা বিশ্লেষণ করিবার জন্য একটা যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র। সে যন্ত্রে ভাস্বর পদার্থের আলোক পড়িলে একটা আলোক-বীথিকার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলোকটি সারি বাঁধিয়া নানা রঙ্গে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ স্থানে একটী কথা বলিয়া রাখি। কোন একটা সকোণ ফলকের মধ্য দিয়া আলোক চালাইয়া আনিলে একটা পরদার উপর যেমন আলোক-বীথিকার সৃষ্টি করা যায়, আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে তেমনটী হয় না। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া দেখিলে আলোকশ্রেণী বা বীথিকা দর্শকের চক্ষু-দর্পণে প্রতিফলিত হয় মাত্র। আবার এই বিভক্ত আলোক দেখিয়া মূল আলোকটি কোন্ পদার্থ হইতে নিঃসৃত, তাহা বুঝিতে পারা যায়। লোহা উত্তপ্ত করিয়া যদি তাহার আলোক এই যন্ত্রে প্রতিফলিত করান যায়, তাহা হইলে যে প্রকার আলোক-বীথিকার সৃষ্টি হইবে, তাহার সহিত অন্য ভাস্বর-পদার্থ-নিঃসৃত আলোক-বীথিকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে প্রতিফলিত আলোক-বীথিকা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, অমুক আলোক অমুক প্রদীপ্ত ধাতু হইতে বিনিঃসৃত। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা প্রভৃতি হইতে যে আলোক পাওয়া যায়, তাহাও যখন পার্থিব ভাস্বর পদার্থের আলোকের গুণযুক্ত, তখন এই যন্ত্রের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় যে সূর্য্য চন্দ্রাদি কিরূপ উপাদানে গঠিত। সুধু তাহাই নয়, এই আলোক দৃষ্টে গ্রহনক্ষত্রাদির আভ্যন্তরিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাও জ্ঞাত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করা যাউক। একটা বাতির আলো, জলন্ত কয়লার আলো, কিম্বা একখানা লোহা খুব পোড়াইলে যখন সে খানা খুব শাদা আগুনের মত ধক্ ধক্ করিয়া জলে, সেই আলো যদি এই যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া

দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলোক-বীথিকায় যতগুলি রঙ্ পড়ে, সব গুলিই সুস্পষ্ট, এবং একটার পর আর একটা ঠিক্ ঠিক্ সাজান; অর্থাৎ একটা রঙের পর ফাঁক পড়িয়া তাহার পর যে অন্য রঙ ফলিয়াছে তাহা নহে।

কিন্তু যদি ঐ যন্ত্রে সূর্য্যের আলোক, চন্দ্রের আলোক অথবা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত অন্য কোন গ্রহের আলোক পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আলোক-বীথিকায় যত রঙ ফলিয়াছে, সেগুলি ধারাবাহিক নহে; মাঝে মাঝে অন্ধকার-রেখা পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কতকগুলি রঙ্ ফলিয়া উঠিতে পারে নাই। রাহু গ্রহনক্ষত্রাদির চির-শত্রু; একবার সন্ধান লইতে হইবে যে, কোন রাহু বাছিয়া বাছিয়া গোটা-কতক আলোক গ্রাস করিয়া ফেলে বলিয়া, আলোকের পরিবর্ত্তে, বীথিকায় কেবল মাত্র তাহার ছায়া প্রতিফলিত হয়। কোন একটা ভাস্বর পদার্থের আলোক সম্বন্ধে যদি পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে, তাহার বীথিকা এইরূপ হইবে; এবং যখন একটা আলোক-বীথিকা প্রায় তদ্রূপই দেখিতে পাই, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একটি আলোকের স্থলে অন্ধ-কার-রেখা দেখা যায়, তখন সন্দেহ হয় যে, হয়ত কোন প্রতিবন্ধকের জন্য রঙ্ কয়েকটি ফলিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার পর আবার যদি পরীক্ষায় স্থির জানিতে পারা যায় যে, কোন একটা উত্তপ্ত পদার্থের আলোক কোন এক গ্যাসের মধ্য দিয়া আসিলে তাহার কোন একটা রেখাবিশেষ বা রঙ্ বিশেষ, প্রতিফলিত হয় না, তখন বুঝিতে বাকী থাকে না যে, ঐ গ্যাসই আলোক-রেখাটিকে উদর-সাৎ করিয়াছে। এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, অমুক অমুক গ্যাস, অমুক অমুক আলোক-রেখা পাইলেই উদরসাৎ করিয়া থাকে। গ্যাস-রাহুর এই দস্যুবৃত্তি এত পরিষ্কার করিয়া ধরিতে পারা গিয়াছে যে, আলোক-রেখার অভাব হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে কোন্ গ্যাস কোন্ আলোক আত্মসাৎ করিয়াছে। সহস্র-দীধিতির সহস্র আলোক দল বাঁধিয়া আকাশপথে চলিয়া আসে; কিন্তু পথে গ্যাস-রাহুগণ বাছিয়া বাছিয়া যে যে আলোকটি ভালবাসে, সে সেটি খাইয়া ফেলে; এবং অবশিষ্ট আলোকগণ, মৃত আলোকরেখাগণের অনুবর্ত্তিনী বিষাদিতা বিধবা ছায়াগুলিকে* সঙ্গে লইয়া ধরা-তলে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ ছায়া দৃষ্টে কোন্ গ্রহ উপগ্রহ বা নক্ষত্র কি প্রকার গ্যাসে বেষ্টিত, তাহাও জানিতে পারা যায়। এই সকল সঙ্কেত দ্বারা এবং এই প্রকার পরীক্ষায় দূরস্থ গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রাদি কে কি উপাদানে গঠিত এবং কাহার উপরিভাগ এবং পারিপার্শ্বিক

* ছায়া, সূর্য্যপ্রিয়া বলিয়া প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত।

অবস্থা কি প্রকার, তাহা নির্ণীত হইতে পারে। একটা পরীক্ষার কথা উল্লেখ করিতেছি। ছেলে মেয়ের দুধ্ গরম করিবার আশীর্ব্বাদে সহরের অনেক মেয়ে স্পিরিট্-ল্যাম্পের সহিত পরিচিতা হইয়াছেন। একটা স্পিরিট্-ল্যাম্পের আলোকে যদি লবণ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে দুইটি উজ্জ্বল পীত রেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে; এই দুইটি দাগ, সূর্য্যের আলোক-প্রতিফলিত বীথিকার দুইটি কৃষ্ণ-দাগের সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সোডিয়াম্ নামক লবণের উপাদানবিশেষই সূর্য্যের এই দাগ দুইটির কারণ। এই প্রকার উপায়ে আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্রে অতি দূরস্থ জ্যোতিষ্কদিগের প্রকৃতি পর্য্যালোচিত এবং নির্দ্ধারিত হইতেছে।

---

# অতিথি।

( কোনও সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু উপলক্ষে। )

( ১ )

তুমি আসিবে তা' করিয়া শ্রবণ,
দেখায়েছে আশা সুখের স্বপন,
হেরিব একটী অমূল্য রতন,
খেলিতে পাইব একটী সাথী;
তোমারে আনিতে আগু বাড়াইব,
আদরের ধন আদরে আনিব,
সুমঙ্গল শাঁখ সুখে বাজাইব,
ঘরে জ্বালাইব মঙ্গল-বাতি।

( ২ )

জড়ায়ে ধরিয়া জননী উষায়,
শিশু রবি রাঙা কিরণ ছড়ায়,
তাদের ডাকিয়া এনেছি হেথায়,
দেখাতে তোমারে সোহাগ-ভরে;
তুমিই আসিবে, তুমিই হাসিবে,
এ আনন্দ-ধামে আনন্দ বাড়িবে,
রাঙা পা দু'খানি যেখানে রাখিবে,
কুসুম ফুটিবে কুসুম প'রে।

( ৩ )

কিন্তু, হা! কল্পিত সে সুখ-কামনা
মনেই রহিল—কাজে তা হ'ল না,
ভেঙে দিল ঘুম—নিঠুর চেতনা!
দেখিলাম, তুমি যেতেছ দূরে;
সেই রবি পুনঃ পশ্চিমে হেলিল,
উষায় সে আলো আঁধারে মিলিল,
বীণা বাঁশি সব বেসুরা বাজিল,
হায়! তুমি গেলে অজানা পুরে!

( ৪ )

একদিন—মরি, তাও দাঁড়ালে না,
কেন এসেছিলে বলিয়া গেলে না,
ফুটিতে আসিয়া ফুটিতে পেলে না,
গোলাপ-মুকুল পড়িলে ঝরি!
দ্বিতীয়ার সেই শিশু শশি-সম,
এক বিন্দুখানি—তবু নিরুপম!
নিদয় নিঠুর কাল নিরমম,
দেখিতে দিল না নয়ন ভরি!

( ৫ )

মা'র বুকে ভরা অমৃতের সিন্ধু,
পেলে না'ক স্বাদ তার একবিন্দু,
দেখিতে পেলে না রবি, তারা, ইন্দু,
আশীষ আদর সকলি ফেলে,

আতপ-তাপিত ফুল-কলি হেন,
ফুটিতে ফুটিতে শুকাইলে যেন,
তোমা লাগি চোখে জল আসে কেন ?
তুমি তো "অতিথি" চলিয়া গেলে !!

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

---

# গো-পরিচর্য্যা।

গোরু স্বনাম-বিখ্যাত চতুষ্পদ পশু-বিশেষ। গোগণ রোমন্থক জাতির অন্তর্গত। সাধারণতঃ এই জাতীয়েরা অতিশয় নিরীহ, সহজেই পোষ মানে।

গাভী মনুষ্যের ন্যায় ন্যূনাধিক দুই শত আশি দিন গর্ভ ধারণ করিয়া এককালে একটীমাত্র সন্তান প্রসব করে। কখন কখন গাভীকে যমজ-সন্তান প্রসব করিতে দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, এসিয়ার ককেসস্ পর্ব্বতের নিকটস্থ বনে যে বাইশন নামক বন্য গোরু দেখা যায়, তাহা হইতে এই বর্ত্তমান গৃহপালিত গোরু উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহাদের অপত্যস্নেহ অতিশয় প্রবল। স্তন্যপায়ী বাছুর মরিয়া গেলে গাভী তিন-চারি দিন কিছু খায় না, এবং সময়ে সময়ে শোকের কাতরতা-ব্যঞ্জক চীৎকার করিয়া থাকে। ইহারা দুগ্ধদোহনকালে স্তনের মাংসপেশী আকুঞ্চিত করিয়া বাছুরের জন্য দুগ্ধ লুকাইয়া রাখে।

এদেশে গোরু বিশ, বাইশ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গো প্রতিপালন করা উচিত। পূর্ব্বকালে রাজারা স্বয়ং গোরু পালন করিতেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, বিরাট রাজার ষষ্টিসহস্র গাভী ছিল। আইন আকবরি পাঠে জানা যায়, আকবর বাদসাহের বহুশত গাভী ও বলদ ছিল। গৃহস্থমাত্রেই গোরুর দ্বারা উপকৃত। গোরু প্রতিপালন করিতে গৃহস্থকে বিশেষ কোন আয়াস পাইতে হয় না, অথচ ইহারা দুগ্ধ দ্বারা গৃহস্থের মহৎ উপকার করিয়া থাকে। গোরুর মূত্র ও বিষ্ঠা প্রভৃতি সকলই গৃহস্থের প্রয়োজনীয় ও উপকারী। বাল্যকালে জননী ও গাভী এই উভয়ের দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় বলিয়া উভয়কেই সমানভাবে ভক্তি করিতে হয়।

গোরুর শরীরের সকল দ্রব্যই আমাদের কাজে লাগে। দুগ্ধে আমাদের প্রাণ ধারণ হয়। চর্ম্মে জুতা ও মুষক প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অস্থিতে ছাতা ও ছড়ির বাঁট এবং বোতাম নির্ম্মিত হয়, এবং উহা

পোড়াইয়া চিনি পরিষ্কৃত হয়। লোম জমাট করিয়া এক প্রকার বস্ত্র তৈয়ার হয়। শৃঙ্গ ও খুর গলাইয়া শিরিষ হয়, এবং নাড়ীতে বাদ্যযন্ত্রের তাঁত নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার মূত্রে রজকেরা বস্ত্র ধৌত করে ও বৈদ্যেরা ধাতু জারণ করে। ইহাদের বিষ্ঠা উত্তম সার হয়, আর শুষ্ক করিয়া লোকে কাষ্ঠের ন্যায় জ্বালাইয়া থাকে। অহিন্দুরা ইহার মাংস খায় এবং ইহার শোণিতে সুরা পরিষ্কার করে। কৃষকেরা ষাঁড়ের স্কন্ধে হল যোজনা করিয়া ভূমি কর্ষণ করে। পণ্য-ব্যবসায়ীরা ইহাদের পৃষ্ঠে ধান্য, ছোলা প্রভৃতি বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ইহারা পৃষ্ঠে পাঁচ মণ পর্য্যন্ত ভার বহন করে, এবং কুড়ি মণ পর্য্যন্ত বোঝাই সমেত গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়। ষাঁড়ের পুংচিহ্ন কাটিয়া ফেলিলে উহাকে দামড়া কহে। গোশরীরে গোরক্ষনাথ ( গোরোচনা ) নামে যে এক পদার্থ জন্মে, তাহা অনেক ঔষধে লাগে। গো-পুচ্ছে চামর হয়।

গাভীর শুভাশুভ-লক্ষণ। গাভীর চক্ষু দুইটী রুক্ষ ও মূষিক সদৃশ হইলে এবং চক্ষুর কোণে সর্ব্বদাই মল দেখা যাইলে, তাহা অশুভসূচক লক্ষণ। যে সকল গাভীর নাসিকা বিস্তৃত, শৃঙ্গ প্রচলনশীল, বর্ণ খরসদৃশ এবং দেহ করটাতুল্য এবং যাহার দন্তসংখ্যা ১০, ৭, বা ৪, মুণ্ড ও মুখ লম্বমান, পৃষ্ঠ বিনত, গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল, গতি মধ্যম এবং বিদারিত, সেই সকল গাভী অমঙ্গল উৎপাদন করে। যে সকল গাভীর জিহ্বার বর্ণ কৃষ্ণ ও পীত মিশ্রিত, গুল্ফ অতিশয় সূক্ষ্ম ও স্থূল, ককুদ ( ঝুঁটি ) অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, দেহ কৃশ, এবং কোন একটী অঙ্গহীন ( যথা উনপাঁজরে ) বা অধিকাঙ্গ, সেই সকল গাভী গৃহস্থের মঙ্গলকর নহে।

যে সকল গোর ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, মৃদু ও সংহত, জিহ্বা ও তালু তাম্রবর্ণ, কর্ণ ছোট, হ্রস্ব ও উচ্চ, এবং পেটটী দেখিতে সুন্দর অর্থাৎ ঝুড়িপেটা, যাহাদের খুর ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, গাত্রত্বক্ স্নিগ্ধ, রোম মনোহর ও বড় বড়, যাহাদের লাঙ্গুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম-বিশিষ্ট ও ভূতলস্পর্শী, চক্ষু রক্তাক্ত ও বাঁট ধারযুক্ত, সেই সকল গাভী শুভফলপ্রদ।

গাভীর যে সকল শুভাশুভ লক্ষণ বর্ণিত হইল, বৃষেও সেই সেই লক্ষণ খাটে।

যে বৃষের মুষ্ক স্থূল ও অতিশয় লম্বা, ক্রোড়দেশ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, গণ্ডদেশে স্থূল শিরাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, ওষ্ঠ তালু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ এবং সর্ব্বদাই নিদারুণ শ্বাস বহে, শৃঙ্গ স্থূল, উদর শ্বেতবর্ণ, কিন্তু অপর শরীরের রং কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায়, সেই সকল বৃষ অশুভ জানিবে। যে সকল বৃষের চক্ষু বৈদূর্য্য ও আবরণ স্থূল, যাহার নাসিকার নিকট বলি আছে, গতি ঘোড়ার ন্যায়, উদর মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, শরীরের রং শাদা, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, শৃঙ্গ তাম্রবর্ণ, তাহারা শুভফলপ্রদ। যে বৃষের ককুদ লাল এবং শরীরের রং শ্বেত

ও কৃষ্ণ মিশ্রিত, যাহার একটি চরণ শ্বেতবর্ণ, অপর চরণ ও শরীর নানা রঙের, তাহা অত্যন্ত শুভফলপ্রদ। (ক্রমশঃ)

---

# রত্ন।

( ৩৭২ সংখ্যা—২৮৩ পৃষ্ঠার পর )

## শুক্তিগর্ভজাত মুক্তা।

কস্তুরানামক এক প্রকার ঝিনুক সমুদ্রের মধ্যে থাকে। তাহার ভিতরে এই মহামূল্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঝিনুক সকল সচরাচর জলপানের জন্য আপনার আবরণ দুখানি বিস্তৃত করে, সেই অবসরে সমুদ্রের অধোভাগস্থ বালুকণা তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। ভিতরে কিছু প্রবেশ করিলে ঝিনুকের মধ্যস্থ প্রাণী অত্যন্ত অসুখ বোধ করে, বারবার সেই বালুকণাকে আবরণে ঘসিতে থাকে। তাহাতে ঐ প্রাণী হইতে একপ্রকার ক্লেদ নির্গত হয়। তাহার সঙ্গে মিশিয়া যাওয়াতে বালুকণা আর বাহির হইতে পারে না। ক্রমে কস্তুরার রস পাইয়া উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং মুক্তা যত প্রাচীন হয়, ততই উজ্জ্বলতর ও বৃহৎ হয়। কেহ কেহ বলেন স্বাতি নক্ষত্রের বারি শুক্তির মধ্যে প্রবেশ করাতে মুক্তা জন্মে।

মালাবার এবং সিংহল দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে বেলাভূমি হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অগভীর সমুদ্রে ঐ কস্তুরা থাকে। ঐ স্থান ৩০ বা ৩২ হাত গভীর। অতি প্রত্যূষে ধীবরেরা বড় বড় নৌকা লইয়া কস্তুরা ধরিতে যায়। প্রতি নৌকাতে ১০।১২ জন ডুবুরি ও ১০।১২ জন অন্য লোক থাকে। প্রথমে মোটা ও শক্ত দড়িতে একখানি ভারি প্রস্তর বাঁধে; ডুবুরিরা সেই দড়ি ধরিয়া পাথরের উপর দাঁড়ায় এবং সেই পাথরের সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুবে। ডুবিয়া দুই হাতে যত পারে কস্তুরা সংগ্রহ করিয়া একটা ঝুড়িতে চাপায়, এবং সঙ্কেত করিবামাত্র নৌকার লোকেরা দড়ি ধরিয়া টানিলেই ঝুড়িটা নৌকাতে আইসে। ডুবুরি অগ্রে উঠে, পরে ঝুড়ি তোলা হয়। সে উঠিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করে, অপর ব্যক্তি আবার পূর্ব্বের ন্যায় জলমগ্ন হয়। কস্তুরা সকল তুলিয়া আনিয়া তীরে এক স্থানে জড় করিয়া রাখা হয়।

আবার কেহ কেহ বলেন, আমাদিগের অস্থি কি দন্ত যেরূপ উৎপন্ন হয়, মুক্তাও তদ্রূপ। তড়াগ, নদী কিম্বা

সমুদ্রের গর্ভস্থ শুক্তির উদরে ইহার জন্ম, এবং আসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থল এই বস্তুর উৎপাদন প্রযুক্ত প্রসিদ্ধ আছে।

ইহার প্রকৃত উপাদান চূর্ণ; তাহার সহিত শুক্তির অন্তর্গত শারীরিক পদার্থের সংযোগে মুক্তার উৎপত্তি হয়। এই পদার্থ জন্মকালাবধি স্বভাবতঃ ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে।

মুক্তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। চীনদেশীয় চতুর লোকেরা ইহা জ্ঞাত থাকায়, গোপনে শুক্তিমধ্যে বুদ্ধদেবের অতিহ্রস্ব তাম্রের মূর্ত্তি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া, তাহা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করে ও কিয়ৎকাল পরে ঐ শুক্তি তুলিলে তন্মধ্যে তাম্রের বুদ্ধমূর্ত্তি মুক্তা পদার্থে আবৃত হইয়া মুক্তার সদৃশ হইয়াছে দেখা যায়। সুচতুর ব্যক্তিরা ঐ মূর্ত্তি সাধারণ লোককে দেখাইয়া বুদ্ধদেব স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া প্রতারণা করে।

অপরিণত মুক্তা পরিণত মুক্তাপেক্ষা দীপ্তিবিহীন। যে সকল মুক্তার অধিক জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই দীর্ঘকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্বেত, পীত, আরক্ত, কৃষ্ণ প্রভৃতি সর্ব্ব বর্ণের মুক্তা দেখা যায়। ইহার গঠনও নানা প্রকার। বৃহদাকার মুক্তা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। আসিয়া খণ্ডের মুক্তা শুভ্র, হরিদ্রা ও গৌর বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের দেখা যায় না। তাহার আকৃতিও গোল কিম্বা অণ্ডের ন্যায় হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকা খণ্ডের পানামা উপসাগরের মুক্তার বর্ণ কৃষ্ণ অথবা ধূসর হয়, ও তাহার আকার প্রায় দীর্ঘ ও চেপ্টা। যে সকল শুক্তিকে সচরাচর মুক্তা-জননী-শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাদিগের দীর্ঘতা প্রায় প্রাদেশ বা বিঘত প্রমাণ। উপরিভাগ অত্যন্ত দৃঢ় এবং কৃষ্ণ ও হরিদ্রা-বর্ণ বিমিশ্র। মধ্যভাগ রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও নানাবিধ বর্ণের জ্যোতিঃবিশিষ্ট।

সিংহল দ্বীপের সমুদ্রতীর, পারস্য উপসাগর, সুলুদ্বীপের নিকটস্থ সাগর, লোহিত সাগর, পাপুয়া দ্বীপের নিকটস্থ সাগর, কালিফর্নিয়া ও নিউজার্সী উপকূলে মুক্তা ধৃত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর প্রায় ষষ্টি লক্ষ শুক্তি মুক্তার জন্য ধৃত হইয়া থাকে। এই ষাইট লক্ষ শুক্তির মধ্যে প্রায় দশাংশের একাংশ শুক্তিতে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপরেতে কোন মুক্তা থাকে না।

ইউরোপীয়দিগের নিকট শুভ্র বর্ণের মুক্তা বিশেষ আদরণীয়। এতদ্দেশের লোকেরা পদ্মাভ ও চম্পকবর্ণ-বিশিষ্ট মুক্তাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। যে মুক্তা সাত বৎসরে পরিণত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট।

মুক্তাকে বহুমূল্য রত্নাদির মধ্যে গণনা করা গিয়া থাকে। ইহা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহা ধারণে পুণ্য হয়। সধবা স্ত্রীলোকেরা মূল্যবান্ প্রস্তর ও স্বর্ণের সহিত মুক্তার নত প্রস্তুত করিয়া নাসিকায় ধারণ করেন, তদ্দ্বারা শ্বাস-ত্যাগ-

কালে দেহের দুষ্ট বায়ু সংশোধিত হইয়া যায়, এবং পতির দুষ্ট-বায়ু-জনিত কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। আজ কাল নত পরার প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। সকল সভ্য জাতিই মুক্তার গৌরব করিয়া থাকেন।

মুক্তা উত্তোলিত হইলে তীরে স্তূপাকারে রাখা হয় এবং ঐ শুক্তির মাংস পূতীভূত হইলে মুক্তা পৃথক্ করা হয়। অতঃপর বণিকেরা ঐ পৃথক্কৃত মুক্তা ক্রয় করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দেশ বিদেশে প্রেরণ করে।

## মুক্তা বিদ্ধ করিবার বিধি।

মুক্তাকে একপ্রকার প্রস্তর বলিলেও বলা যায়। মুক্তা অতি কঠিন পদার্থ; সুতরাং তাহার বেধকার্য্য সহজ নহে। ইচ্ছা করিলেই ইচ্ছামত ছিদ্র করা যায় না। শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তাফল চয়ন করিয়া তাহাকে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত করিতে পারিলে, তবে তাহা সুখবেধ্য হয়। মুক্তাব্যবসায়ীরা যে প্রক্রিয়া দ্বারা মুক্তা সুখবেধ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, সে প্রক্রিয়া রত্নশাস্ত্রে অতি উত্তমরূপে উপদিষ্ট আছে। যথা—

"কৃত্বা পচেৎ সুপিহিতে শুভদায়ভাণ্ডে,
মুক্তাফলং নিহিতনূতনশুক্তিকাণ্ডম্।
স্ফোটিস্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডাৎ,
সংস্থাপ্য ধান্যনিচয়ে চ তমেকমাসম্॥
আদায় তৎ সকলমেব ততোন্নভাণ্ডম্
জম্বীরজাতরসযোজনয়া বিপক্বম্।
ঘৃষ্টং ততো মৃদুতনূকৃতপিণ্ডমূলৈঃ
কুর্য্যাৎ যথেচ্ছমিহ মৌক্তিকমাশু বিদ্ধম্॥"

( ক্রমশঃ )

---

# মহর্ষি ঈশা ও সামেরীয় রমণী।

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহর্ষি ঈশা যখন ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, তখন একদিন তিনি স্বদেশ জুডিয়া হইতে গালিলি প্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেক পথ পদব্রজে গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত হইল; তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া সামেরিয়া দেশের সিচারনামক নগরের এক কূপের তটে বসিয়া পড়িলেন। সামেরিয়ার লোকেরা য়ীহুদিদিগের নিকট অতি হীন জাতি বলিয়া ঘৃণিত ছিল। সেই মধ্যাহ্নকালে সামেরিয়াবাসিনী এক রমণী জল আনয়নার্থ কূপতটে উপস্থিত। ঈশা তাঁহার নিকট পানার্থ কিঞ্চিৎ জল ভিক্ষা করাতে নারী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ঈশা তাঁহাকে বলিলেন, "আমার নিকট এমন বারি আছে, যাহা জীবন্ত এবং যাহা পান করিলে আর কখনও তৃষ্ণার্ত্ত হইতে হয় না। যে ইহা পান করে, সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়।" স্ত্রীলোক আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার নিকট সেই অপূর্ব্ব বারি প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাঁহাকে